বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২০২৩

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২০২৩

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকাশকাল

অনলাইন

৩০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মুদ্রণ

ডিসেম্বর ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আলি আখতার হোসেন

প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

সমন্বয়ক

মোঃ শাহ্ আলমগীর

মোঃ সেলিম মিয়া

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট (এম এন্ড ই ইউনিট)

এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

সম্পাদনা

মোঃ আহ্সান হাবিব

পরামর্শক, ইএমসিআরপি, এলজিইডি

সহযোগিতায়

এস.এম. রাফেউল ইসলাম (নির্বাহী প্রকৌশলী, এম এন্ড ই ইউনিট)

এ.এস.এম রাশেদুর রহমান (নির্বাহী প্রকৌশলী, এম এন্ড ই ইউনিট)

মোঃ আমিনুর রহমান (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট)

ফারহানা লিমা (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট)

জোবায়দা আখতার (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সিটিসিআরপি)

আবিনাস হোসনেয়ারা (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, আইআরআইডিপি, টাঙ্গাইল)

এ.কে.এম. মোস্তফা মোর্শেদ (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ইউনিট)

তানভীর রশীদ (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, আইসিটি ইউনিট)

আমিনুল ইসলাম (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্রকিউরমেন্ট ইউনিট)

সার্থক হালদার (সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সিআইবিআরআর)

শারমীন আকতার (সহকারী প্রকৌশলী এম এন্ড ই ইউনিট)

শ্রেয়সী শওকত আনিকা (সহকারী প্রকৌশলী, এম এন্ড ই ইউনিট)

সানজিদা আকতার (সহকারী প্রকৌশলী, এম এন্ড ই ইউনিট)

মোঃ ওমর ফারুক (সহকারী প্রকৌশলী, মানব সম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার ইউনিট)

খান মো. রবিউল আলম (মিডিয়া কনসালটেন্ট, আরসিআইপি)

মেহেবুব আলম বর্ণ (কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইএমসিআরপি)

কম্পোজ

মোঃ খালেকুজ্জামান শামীম (কম্পিউটার অপারেটর)

গ্রাফিক্স ডিজাইন

লোকন বড়ুয়া (রূপম) (সহকারী ব্যবস্থাপক/গ্রাফিক্স ডিজাইনার, অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস)

এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের সহায়তায় মনিটরিং ও মূল্যায়ন (এম এন্ড ই) ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত

“একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা
বা অন্যান্য সংস্কৃতির যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন,
তেমনি প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমাদের দেশ এগিয়েছে অনেক। তবে আরও এগিয়ে নিতে হবে। একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন আমাদের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আশা করি, এ প্রতিবেদনে বিগত এক বছরে সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের শোষিত, বঞ্চিত, ক্ষুধা-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত জাতিকে উদ্ধার করে উন্নত জীবন দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি স্বাধীনতার পর সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পরিকল্পিতভাবে যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার শত্রু ও মানবতার দুশমন দেশি বিদেশি শত্রুদের চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার পরে দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালি জাতি আবার ভিক্ষুক আর মিসকিনের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম আর বহু রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর জাতির পিতার রেখে যাওয়া দর্শন অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের রোল মডেল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বৃহৎ উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যাপক শিল্পায়নের ব্যবস্থা করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যুবশক্তিকে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তনের জন্য একমাত্র সিটিসেল মোবাইল কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে বের করার জন্য অনেকগুলি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করার কারণে আজ বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া পদাঙ্কের পথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঘোষিত হয় ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ। উন্নত দেশের পূর্বশর্ত পূরণ করে তৃণমূল পর্যায়ে সকল মানুষের কাছে উন্নত বাংলাদেশের সকল সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। তারই অংশ হিসেবে ২০১৯ সালে আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সকল প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, জবাবদিহি, ভাল কাজের পুরষ্কার ও মন্দ কাজের তিরষ্কারের বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনায় নেওয়ার পাশাপাশি নিয়োগ ও পদোন্নতি দ্রুত করার চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে কাজের গুণগতমান নিশ্চিত ও যথাসময়ে প্রকল্প শেষ করার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে জাতির কাছে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার অব্যাহত প্রচেষ্টায় সুনাম ও দক্ষতা, সেই সাথে দায়িত্বরতদের সন্তুষ্টির (Job Satisfaction) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তাঘাট, ব্রিজসহ অন্যান্য অবকাঠামো গুণগতমান ও স্থায়িত্ব নিয়ে নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন ও স্থায়ী করার জন্য Structural Design পরিবর্তন ও সেই অনুযায়ী অধিক অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাই এলজিইডির রাস্তা-ব্রিজ অতীতে সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরের যেমন হিড়িক ছিল তা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বৈশ্বিক যুদ্ধ ও অন্যান্য পরিস্থিতির কারণে সকল পণ্যের মতো নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠিকাদারদের প্রতিকূলতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত নতুন মূল্য তালিকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিগত ২০১৯-২০২৩ মেয়াদে পল্লী, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে এলজিইডি ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ মানুষ সর্বোচ্চ ২ কিলোমিটার পর পাকা সড়কে উঠতে পারছেন। গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণন সুবিধা ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। যুগপৎভাবে, এলজিইডি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকেন্দ্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নগর পরিচালন ব্যবস্থা গতিশীল এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডির চলামান প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সড়কসমূহের স্থায়িত্ব বিবেচনায় নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা পর্যায়ে স্থাপিত ল্যাবরেটরিগুলো শক্তিশালী করা হচ্ছে এবং উপজেলা পর্যায়ে ২৩০টি নতুন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। আমার স্বীয় উদ্যোগে গাজীপুরে স্থাপিত নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঠিকাদার ও নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনতে সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প কাজ সম্পন্ন, দ্বৈততা পরিহারের জন্য সকল রাস্তার পরিচিতি নম্বর নিশ্চিত করার ব্যবস্থা, সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সড়কসমূহের আইডি নম্বর প্রদানের কাজ চলমান আছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমলে নেওয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ১০০মিটারের ঊর্ধ্বে সেতুর ক্ষেত্রে হাইড্রোলোজি-মরফোলজি, Geology ও Navigation Facilities বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এলজিইডি আস্থার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, যার ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা রাখি। এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সফলতা অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তার এই সাফল্য এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুঃসময় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতার 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছুটে চলেছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সফল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের এই উন্নতিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী পল্লি অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এলজিইডির অনন্য ভূমিকা রয়েছে। গ্রাম অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি নগর উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। আমাদের শহরগুলোতে দিনদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহরে কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সেবা প্রদান পৌরসভার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোশেনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি নগর স্থানীয় সরকারকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে এলজিইডি ক্রমাগতভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন করছে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প অন্যতম সফল কর্মসূচি। বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে ফসল উৎপাদন অনেকগুণ বেড়েছে। দুর্যোগকালীন জানমাল রক্ষায় বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অনন্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ বদ্ধপরিকর। স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের জাতির পিতার স্বপ্নের দারিদ্র্য মুক্ত 'সোনার বাংলা' হবে। আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুহম্মদ ইবরাহিম

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রসঙ্গকথা

এলজিইডি বাংলাদেশের অনন্য এক প্রকৌশল অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এলজিইডি গ্রামের তথা সারাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। এলজিইডির মূল লক্ষ্য পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা। শুরুতে এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয় নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে।

এলজিইডি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। এলজিইডির সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশজুড়ে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। আজ দেশের যে কোনো প্রান্তে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। বাংলাদেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ এখন মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে এলজিইডি নির্মিত সারাবছর চলাচল উপযোগী পাকা রাস্তায় উঠতে পারে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ মানুষ যাতে এই সুবিধা পায়, তার জন্য আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। এলজিইডি প্রতিবছর যে পরিমাণ সড়ক নির্মাণ করে, তাতে আশা করা যাচ্ছে ২০৩০ সালের আগেই সারাদেশের শতভাগ মানুষ এই সুবিধার আওতায় আসবে। গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট ছাড়াও এলজিইডি গ্রোথসেন্টার, গ্রামীণ হাটবাজারসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে দেশে প্রতিবছর নানান ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে। এলজিইডি উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য বহুমুখী সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করছে, যাতে এই অবকাঠামো সারাবছর শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর আলোকে এলজিইডি এক হাজার হেক্টর কমান্ড এরিয়ায় বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। আজ বাংলাদেশ খাদ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, তাতে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে দেশের কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য চাষে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি আমরা। আমাদের বাস্তবায়িত প্রকল্প ইতিমধ্যে হাওর অঞ্চলের কৃষি ও মৎস্য চাষে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে, যা আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেনি। এসব প্রতিষ্ঠান এখনও সরকারের আর্থিক বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল। এলজিইডি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন, নগর দরিদ্র্য হ্রাস, নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সুশাসন এবং নাগরিক সেবা সহজ করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে এলজিইডির সম্পৃক্ততা। নিজস্ব কাজের পাশাপাশি এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এরমধ্যে অন্যতম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ। এই বিদ্যালয়গুলো নির্মাণের ফলে দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে। প্রায় শতভাগ শিশু এখন শিক্ষার আওতায় এসেছে। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতিতে এলজিইডির এই সম্পৃক্ততা আমাদের গর্বিত করে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে সেগুলো এ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবছর এলজিইডি থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বিগত বছরের অর্জন এবং সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, যা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম-এর দিক নির্দেশনা পেয়েছি। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এলজিইডির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে, যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। আমি প্রত্যয় ব্যক্ত করছি আগামীতেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এলজিইডির অবদান অব্যাহত থাকবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি হবে অনন্য অংশীদার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আলি আখতার হোসেন

সূচিপত্র

অধ্যায়-০১

এলজিইডি

এলজিইডি ---------- ০২
পূর্বকথা ---------- ০২
এলজিইডির ক্রমবিকাশ ---------- ০২
অভিলক্ষ্য ---------- ০৩
রূপকল্প ---------- ০৩
অধিক্ষেত্র ---------- ০৩
এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম ---------- ০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ---------- ০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকা ---------- ০৫
এলজিইডি: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও ---------- ০৬
এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীগণ ---------- ০৮

অধ্যায়-০২

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নঃ অনুসৃত নীতি-কৌশল

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি ---------- ১০
এলজিইডির কর্মধারা ---------- ১২
এলজিইডির উন্নয়ন প্রকল্প ---------- ১৩

অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২০২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২০২৩ ---------- ১৮
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ ---------- ১৮
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন ---------- ১৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি ---------- ২০
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ---------- ২০
বিগত ১৪ বছরে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২২-২০২৩) এলজিইডির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: একটি পর্যালোচনা ---------- ২১
নতুন প্রকল্প ---------- ২১

অধ্যায়-০৪

২০২২-২০২৩ অর্থবছরঃ ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন ---------- ২৪
এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ২৮
রাঙামাটির বুকে এক টুকরো ভূ-স্বর্গ ---------- ২৯
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন ---------- ৩০
এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৩৫
জামালপুর শহরে নির্মিত আধুনিক সাংস্কৃতিক পল্লি ---------- ৩৬
পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন ---------- ৩৭
এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৩৮
বাগেরহাটের কুমারখালী উপ-প্রকল্প বদলে দিয়েছে কৃষকের জীবন ---------- ৩৯
বিগত পনেরো বছরে (২০০৯-২০২৩) এলজিইডির অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৪০

অধ্যায়-০৫

এলজিইডির অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশেষ কার্যক্রম

পার্বত্য অঞ্চল ---------- ৪২
হাওর অঞ্চল---------- ৪৩
বরেন্দ্র অঞ্চল ---------- ৪৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ---------- ৪৭
বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম ---------- ৪৮
দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম : চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ---------- ৪৯
সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ---------- ৫০

অধ্যায়-০৬

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ---------- ৫২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প ---------- ৫৩
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন---------- ৫৩
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর---------- ৫৪
ভূমি মন্ত্রণালয়
শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ---------- ৫৪
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
অডিটোরিয়াম ---------- ৫৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ডায়াবেটিস হাসপাতাল ---------- ৫৫
বালিকা এতিমখানা ---------- ৫৫
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ---------- ৫৬
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন কেন্দ্র ---------- ৫৬
কৃষি মন্ত্রণালয়
আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগরে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ---------- ৫৬

অধ্যায়-০৭

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

ভূমিকা---------- ৫৮
প্রশাসনিক ইউনিট---------- ৫৯
পরিকল্পনা ইউনিট ---------- ৬১
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট---------- ৬৪
আইসিটি ইউনিট ---------- ৬৭
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট---------- ৭১
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট---------- ৭৪
প্রশিক্ষণ ইউনিট ---------- ৭৪
ডিজাইন ইউনিট ---------- ৭৮
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট ---------- ৮০

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৮২
সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৮৪

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি ---------- ৮৮
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ---------- ৮৮
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ---------- ৮৮
জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: আইজিইপিএল---------- ৮৯
দিবাযত্ন কেন্দ্র ---------- ৮৯
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন ---------- ৯০
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৩ ---------- ৯১
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯২
নগর উন্নয়ন সেক্টর---------- ৯৪
পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯৬
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২৩ ---------- ৯৮

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) ---------- ১০৪
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) ---------- ১০৫

অধ্যায়-১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন---------- ১০৮
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস ---------- ১০৮
পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক---------- ১০৯
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প ---------- ১১০

অধ্যায়-১১

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস ---------- ১১২
এফআইএমএস---------- ১১২
জিআইএস পোর্টাল---------- ১১২
স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ---------- ১১২
আইডিআইএস ---------- ১১২
জিআরআইএস
রেগুলার সার্ভে মডিউল---------- ১১৩
ড্যামেজড সার্ভে মডিউল ---------- ১১৩
অন্যান্য কার্যক্রম ---------- ১১৩

অধ্যায়-১২

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ ---------- ১১৬
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ---------- ১১৮

অধ্যায়-১৩

মিশন

মিশন ১২২
সিআরডিপি-২ (এডিবি মিশন)---------- ১২০
আরটিআইপি-২ (বিশ্বব্যাংক মিশন) ---------- ১২০
সিটিআইপি (এডিবি মিশন) ---------- ১২০
আরসিআইপি (এডিবি মিশন) ---------- ১২১

অধ্যায়-১৪

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার---------- ১২৪
বার্ষিক প্রতিবেদন ---------- ১২৪
এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ---------- ১২৫
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ---------- ১২৫
অন্যান্য প্রকাশনা---------- ১২৫

অধ্যায়-১৫

বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ---------- ১২৮
জাতীয় শোক দিবস ২০২২ ---------- ১২৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ২০২২ ---------- ১২৮
শেখ রাসেল দিবস ২০২২ ---------- ১২৮
মহান বিজয় দিবস ২০২২ ---------- ১২৯
ঐতিহাসিক ৭ মার্চ---------- ১২৯
৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ ---------- ১২৯
১৭ মার্চ, জাতির পিতার জন্মদিন ---------- ১৩০
২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন---------- ১৩০
মেলায় অংশগ্রহণ ---------- ১৩০
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি---------- ১৩১
স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব ---------- ১৩১
বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর ---------- ১৩১
জাইকা কান্ট্রি রিপ্রেসেন্টিটিভ---------- ১৩১

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৩৪
পরিশিষ্ট-খ: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৪০
পরিশিষ্ট গ: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৪১
পরিশিষ্ট-ঘ: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা---------- ১৪২

অধ্যায় ১
এলজিইডি

এলজিইডি ---০২
পূর্বকথা ---০২
এলজিইডির ক্রমবিকাশ ---০২
অভিলক্ষ্য---০৩
রূপকল্প ---০৩
অধিক্ষেত্র--০৩
এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম---০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ---০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকা---------------- ০৫
এলজিইডি: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও ---------------------------------০৬
এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীগণ --০৮

এলজিইডি

পূর্বকথা

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেচ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা গত শতাব্দির ৬০-এর দর্শকের শুরুতে একটি মডেল উদ্ভাবন করে, যা 'কুমিল্লা মডেল' নামে পরিচিত। এই মডেলে প্রস্তাবিত ৪টি কর্মসূচি হচ্ছে-

১. পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (আরডব্লিউপি)
২. থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)
৩. থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) এবং
৪. দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা (টিটিসিএ)।

এই ৪টি অঙ্গের মধ্যে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (আরডব্লিউপি)-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল-

(ক) ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টিসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং
(খ) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ।

ষাটের দশকের শুরুতেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'পল্লীপূর্ত কর্মসূচি' বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ে 'পূর্ত কর্মসূচি সেল' ও পরে 'পূর্ত কর্মসূচি উইং' গঠন করা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরএলজিইডি-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এলজিইডির ক্রমবিকাশ

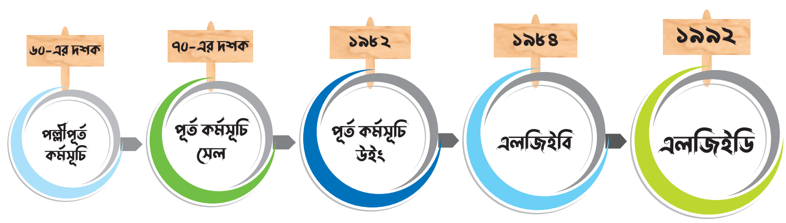

চিত্র-১.১: এলজিইডির ক্রমবিকাশ

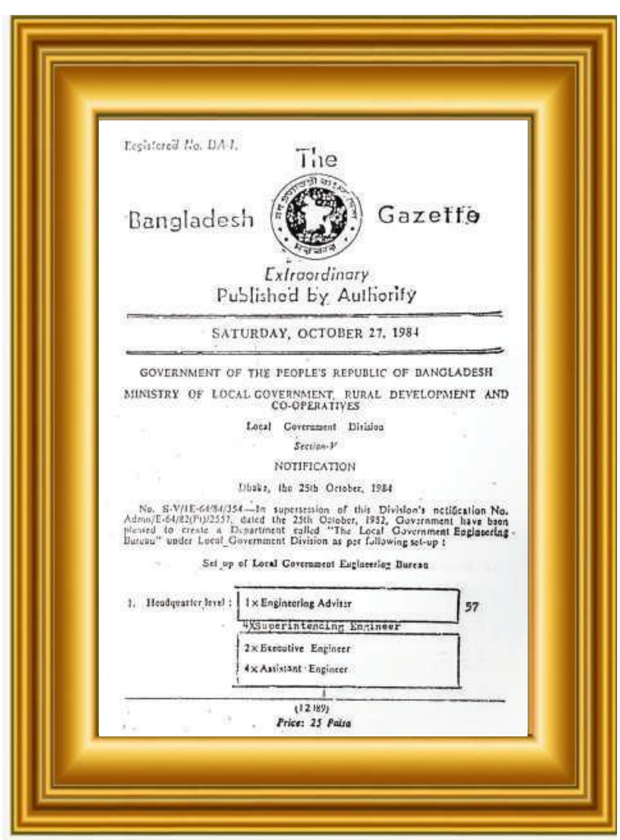

Registered No. DA-1.

The Bangladesh Gazette

Extraordinary
Published by Authority

SATURDAY, OCTOBER 27, 1984

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT, RURAL DEVELOPMENT AND CO-OPERATIVES
Local Government Division
Section-V

NOTIFICATION

Dhaka, the 25th October, 1984

No. S-V/1E-64/84/354—In supersession of this Division's notification No. Admn/E-64/82(Pt)/2557, dated the 25th October, 1982, Government have been pleased to create a Department called "The Local Government Engineering Bureau" under Local Government Division as per following set-up :

Set up of Local Government Engineering Bureau

1. Headquarter level : 1 × Engineering Adviser
4 × Superintending Engineer
2 × Executive Engineer
4 × Assistant Engineer

57

(12189)
Price: 25 Paisa

এলজিইবি গেজেট নটিফিকেশন

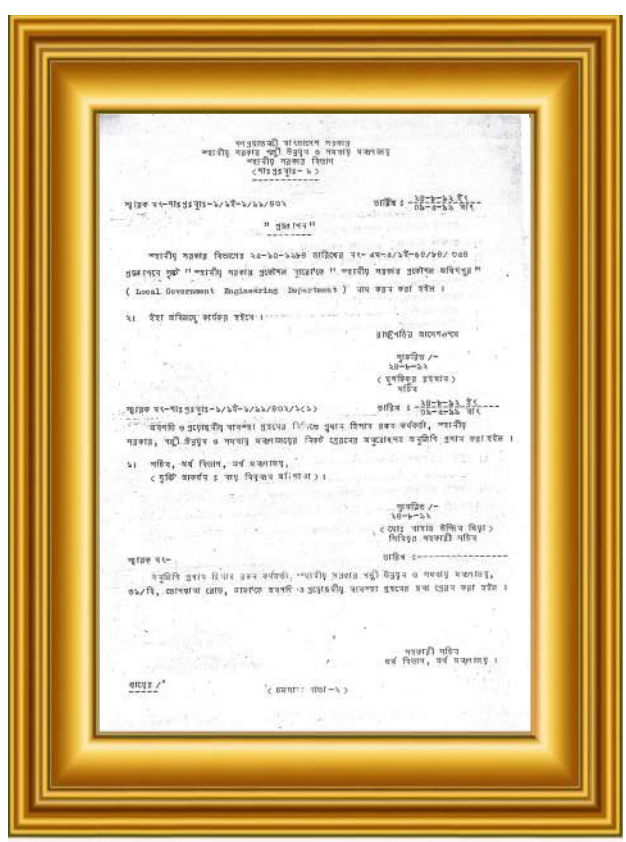

(Local Government Engineering Department)

এলজিইডি প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন

অভিলক্ষ্য

কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আর্থসামাজিক উন্নয়ন; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা।

রূপকল্প

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম সম্পাদনে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা প্রদান।

অধিক্ষেত্র

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকৌশল অধিদপ্তর। এলজিইডির কাজের অধিক্ষেত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধিক্ষেত্রের আওতায় রয়েছে পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে তা নিচে উল্লেখ করা হলো। নিজস্ব অধিক্ষেত্রের কাজ বাস্তবায়ন ছাড়াও এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহয়তা দিয়ে থাকে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি জেন্ডার সমতা, পরিবেশ সুরক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করতে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ পদক্ষেপ।

চিত্র-১.২: এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে এলজিইডির সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪; এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১,৬৭২টি, দ্বিতীয় শ্রেণির পদ ২,২৮৯টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৩৮৪টি ও ২,০৪৯টি ।

পদবিন্যাস

প্রধান কার্যালয়

রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও-এ এলজিইডির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত, যেখানে মোট জনবল সংখ্যা ৩১৯ । সদর দপ্তরে সংস্থাপ্রধান হিসেবে ১ জন প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-১), ৭ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ১৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রয়েছেন ।

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়

দেশের ৮টি বিভাগে রয়েছে বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় । এসব কার্যালয়ে জনবল সংখ্যা ১৩ (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে ১৬জন করে) । এলজিইডির কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, উন্নয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সারাদেশকে ২০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে । প্রতি অঞ্চলে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী । আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরের জনবল সংখ্যা ১৫ ।

জেলা ও উপজেলা কার্যালয়

এলজিইডির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে । দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে ৩২-৩৪ জনবল বিশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং প্রতিটি উপজেলায় ২১ জনবল বিশিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় ।

মোট জনবলের হিসাবে উপজেলা পর্যায়ে জনবল শতকরা ৭৬.৯৪ ভাগ, জেলা পর্যায়ে শতকরা ১৬.১০ ভাগ, অঞ্চল ও বিভাগে শতকরা ৩.০৬ ভাগ অর্থাৎ মোট জনবলের ৯৭.৬২ শতাংশ মাঠ পর্যায়ে কাজ করে । সদর দপ্তরে রয়েছে শতকরা ২.৩৮ ভাগ ।

এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০৪টি (১.৫২%) ডেপুটেশন-রিজার্ভ পদ রয়েছে, যার আওতায় ৬১টি জেলা পরিষদে ১৮৩ জন ও ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), সহকারী প্রকৌশলী(পুর), উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কার্য-সহকারী/সার্ভেয়ার প্রেষণে পদায়ন করা হয় ।

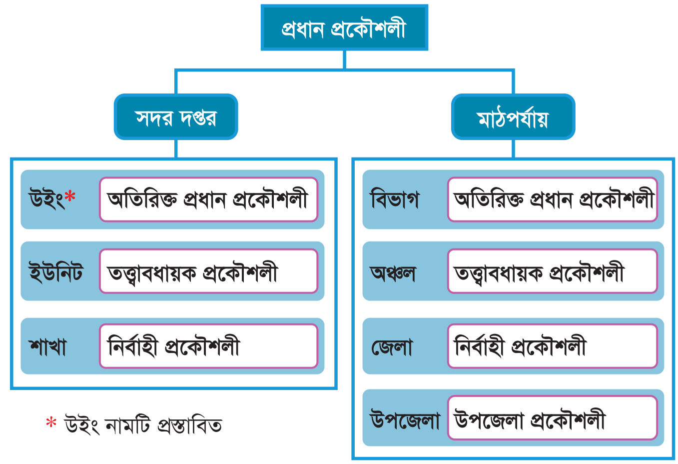

চিত্র-১.৩: এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো (সংক্ষিপ্ত)

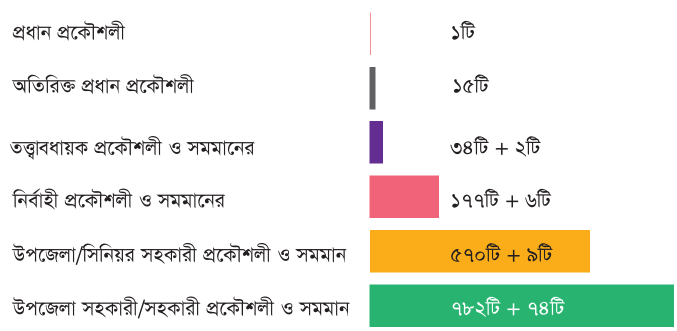

চিত্র-১.৪: এলজিইডির প্রকৌশলীদের পদবিন্যাস

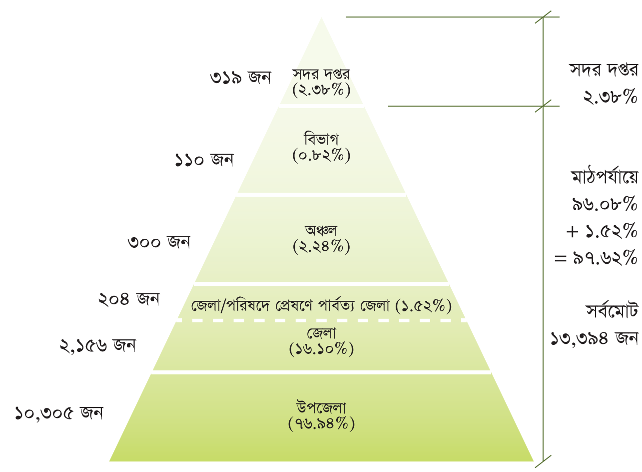

চিত্র-১.৫: জনবলের বিভাজন

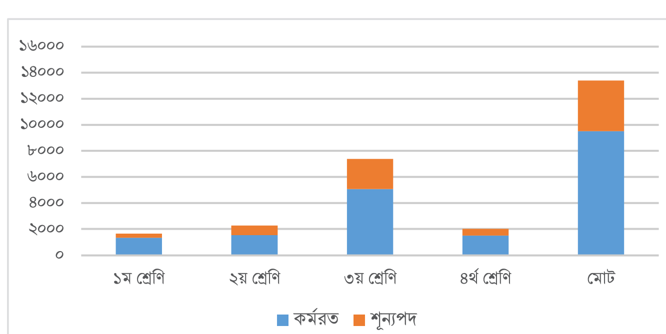

চিত্র-১.৬: শূন্যপদ

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকা

এলজিইডি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল অধিদপ্তর। এর কার্যক্রম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃণমূল পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে প্রয়োজন স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো। এই বাস্তবতায় জনসাধারণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগকে ভাগ করা হয়েছে একাধিক অঞ্চলে। প্রত্যেক বিভাগের আওতায় একাধিক জেলার সমন্বয়ে মোট ২০টি অঞ্চল গঠন করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক এলাকাসমূহ নিচে বাংলাদেশের মানচিত্রের দেখানো হলো।

চিত্র-১.৭: বাংলাদেশ মানচিত্র

লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে এ দেশের পল্লি উন্নয়নের জন্য একটি মডেল প্রস্তাব করা হয়, যা 'কুমিল্লা মডেল' নামে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লায় অবস্থিত তৎকালীন পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে 'কুমিল্লা মডেল' এর বিকাশ ঘটে।

পল্লি উন্নয়নের জন্য কুমিল্লা মডেলে চারটি কম্পানেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত চারটি অঙ্গের মধ্যে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বা রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম (আরডব্লিউপি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দুটি – (১) গ্রামীণ যোগাযোগ ও ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টি এবং (২) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ। এর ফলশ্রুতিতে পিএল-৪৮০ এর খাদ্য সহায়তায় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সেল গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে একটি সেমিপাকা টিনশেড ভবনে ছিল পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়। খুলনা জেলা বোর্ডের পল্লীপূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেন (পরবর্তীতে শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী) এই সেলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগ দেন। এসময় খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিতে পূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তিনিও এর কিছুদিন পর পূর্ত কর্মসূচি সেলে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগদান করেন। এরপর প্রকৌশলী মোখলেসুর রহমান (পরবর্তীতে চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে যান) এবং মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (এলজিইডির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ও পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ সদস্য) নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেল-এ যোগদান করেন।

পূর্ত কর্মসূচি সেলে কর্মরত প্রকৌশলীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে উক্ত সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়। ১৯৮০ সালে খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও তে চাকরি নিয়ে আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নে চলে যান। পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব খাতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো বা এলজিইবি নামের স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে এলজিইবির নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়।

লালমাটিয়ায় এলজিইবি/এলজিইডি-এর অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়

তিনি নতুন এই সংস্থার সদর দপ্তর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সরকারের কাছ থেকে আগারগাঁওয়ে জমির বরাদ্দ লাভে সক্ষম হন।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৭ এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১৮ এর আওতায় এই জমিতে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ শুরু হয়, যা ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ২ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে একটি জলপাই চারা রোপণ করেন।

এদিকে ১৯৯৯ সালের ১৬ মে জাপান সরকারের সহায়তায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার– আরডিইসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। ১৫-তলা ভবনটি ২০০৫ সালে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

ঢাকার আগারগাঁও-এ এলজিইডি প্রধান কার্যালয়ের 'এলজিইডি ভবন' উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২ জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি.)

আগারগাঁও-এ এলজিইডি প্রধান কার্যালয়

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীগণ

১৯৮৪ সালের ২৭ অক্টোবর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের ২৪ আগস্ট একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এসময় প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক প্রথম প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় থেকে ২০২৩ এর জুন পর্যন্ত মোট ১৫ জন প্রকৌশলী এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর পদে আসীন ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এলজিইডির প্রথম প্রধান প্রকৌশলী। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়াসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের রূপকার হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান বুয়েট) থেকে পুরকৌশলে স্নাতক এবং ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইবি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর মাত্র দশ বছরে প্রতিষ্ঠাটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে রূপান্তরিত হয়, যা অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ দেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা।

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের শুরুতে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম-জিআইএস চালুর মাধ্যমে তিনি দেশে প্রথম পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেন। গ্রামীণ অসহায় নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (এলসিএস)-এর প্রবর্তন করেন, যেখানে শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁর এই উদ্যোগ দেশের দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখছে।

১৯৪৫ সালের ২০ জানুয়ারি তিনি কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৯৯ সালের ১৬ মে পর্যন্ত এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড-এর চুক্তিভিত্তিক নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০২-০৩ মেয়াদে ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সভাপতিসহ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ও সামাজিক সংগঠনের উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ভাসানী স্বর্ণপদক (১৯৯৫), কবি জসীমউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৯৫), আইইবি স্বর্ণপদক (১৯৯৮), সিআর দাস স্বর্ণপদক (১৯৯৯), আব্বাসউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৯৯), শেরেবাংলা স্বর্ণপদক (২০০০), বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী স্বর্ণপদক (২০০০), জাইকা মেরিট অ্যাওয়ার্ড (২০০০), বিএসিই সিলভার জুবিলি অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ডধারী প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল রোড ফেডারেশন কর্তৃক 'পার্সন অব দ্য ইয়ার'-এ নির্বাচিত হন। তিনি ২০০৩-২০০৪ মেয়াদে 'গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ-সাউথ এশিয়া' এর প্রথম চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

পর্যায়ক্রমে যাঁরা প্রধান প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করেছেন–

মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী	মোঃ খলিলুর রহমান
মোঃ আতাউল্লাহ ভূঁইয়া	মোঃ রেজাউল করিম
মোঃ শহিদুল হাসান	এ, কে আজাদ
মোঃ নুরুল ইসলাম	সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য
মোঃ ওয়াহিদুর রহমান	মোঃ মতিয়ার রহমান
শ্যামা প্রসাদ অধিকারী	মোঃ আব্দুর রশীদ খান
মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সেখ মোহাম্মদ মহসিন

বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী

মোঃ আলি আখতার হোসেন

অধ্যায়-০২

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অনুসৃত নীতি-কৌশল

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি------------------১০

এলজিইডির কর্মধারা -- ১২

এলজিইডির উন্নয়ন প্রকল্প -------------------------------------১৩

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি

এলজিইডির উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ (রূপকল্প-২০৪১)-এর বাস্তবায়ন শুরু করা, যাতে বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করতে পারে। পাশাপশি এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে চরম দারিদ্র্য দূর করে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জিত হয়। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এলজিইডি পল্লি ও নগর এলাকার পরিবহন যোগাযোগসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নের সময় একাধিক আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনা করা হয়, যেমন–

১. কর্মসংস্থান

স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বেকারত্ব হ্রাস, অর্থাৎ কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসৃজন। সকল প্রকল্পই বাস্তবায়নকালীন স্বল্প-মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রান্তিক মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শ্রমঘন পদ্ধতিতে এলজিইডির প্রকল্প ডিজাইন করা হয়। এছাড়া অনেক প্রকল্পে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হয়, যাতে প্রান্তিক মানুষ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

২. দারিদ্র্য হ্রাস

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। একইসঙ্গে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট্য-এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে চরম দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে বিতারিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়নকালে দারিদ্র্য হ্রাসের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক এবং সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৩. অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন

উন্নয়নকে টেকসই ও সুসংহত করতে সকল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণ অপরিহার্য। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে স্কীম নির্বাচন, সম্ভাব্যতা যাচাই, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এমন কি বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়নে সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, নারী-পুরুষ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সবার অংশগ্রহণ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

বাংলাদেশ ভৌগলিক বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। এলজিইডির উন্নয়ন কর্মসূচিতেও রয়েছে বৈচিত্র। এলজিইডি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে দেশের প্রতিটি এলাকায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। দেশব্যাপী সুষম উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়। সমতল, পাহাড়, হাওর, চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল– সব ধরনের এলাকাকে উন্নয়নের আওতায় নিয়ে এসেছে এলজিইডি। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে শ্রেণি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য অধিকার ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র পুরুষদের নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করলে সেই উন্নয়ন টেকসই হবে না। উন্নয়ন কার্যক্রমে নারী-পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করলে দারিদ্র্য হ্রাসের গতি যেমন বাড়ে, তেমনি উন্নয়ন হয় সুসংহত। তাই সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন করেছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি জেন্ডার সমতা সহায়ক অবকাঠামোগত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

৬. সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় জন্য বাংলাদেশ ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) গ্রহণ করে। ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিক এনএসএসএস বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলা এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষায় বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এলজিইডি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষার বিষয় প্রাধান্য দিয়ে থাকে। দেশের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নানান কার্যক্রম পরিচালিত হয় এলজিইডির প্রকল্পের মাধ্যমে, বিশেষ করে দুস্থ নারীদের দুর্দশা লাঘবে এলজিইডি তৎপর। এসব নারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য এলজিইডির রয়েছে একাধিক প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে দুস্থ নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

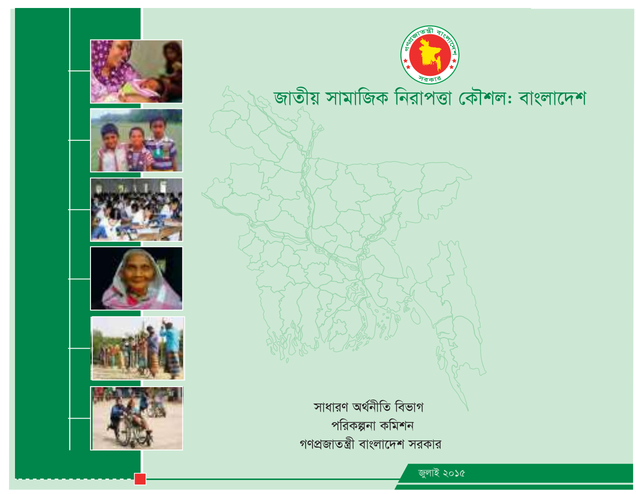

৭. পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন

সরকার পরিবেশগত বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে তা মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করেছে। ২০১৮ সালে গ্রহণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'। এই পরিকল্পনা দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে সহায়তা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য এলজিইডিতে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে গবেষণা ও উদ্ভাবনসহ এলজিইডি এবং অন্যান্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেবে ক্রিলিক।

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্বে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এলজিইডির একাধিক প্রকল্পে দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সন্নিবেসিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগকালীন মানুষ এবং সম্পদ রক্ষার বিষয়ে এলজিইডি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

এলজিইডির কার্যধারা

১৯৮০-এর দশকের শুরুতে পল্লি উন্নয়নের মূল প্রভাবক হিসেবে পল্লি সড়ককে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইসঙ্গে যে সকল গ্রামীণ হাট-বাজারের ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ১,৪০৮টি গ্রামীণ হাট-বাজার 'গ্রোথসেন্টার' হিসেবে চিহ্নিত করে গেজেট প্রকাশিত হয়। এসব গ্রোথসেন্টার ও অন্যান্য হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থাপিত সংযোগের ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়কগুলোকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা- ফিডার সড়ক, গ্রামীণ সড়ক: আর-১ সড়ক, আর-২ সড়ক ও আর-৩ সড়ক।

জিসিসিআর

১৯৮৮ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ফরিদপুর জেলায় সাউথওয়েস্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় দুইটি সড়কের সড়কবাঁধ (এমবেঙ্কমেন্ট) এলজিইবি এর মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় পাইলট হিসেবে নির্মাণে সম্মত হয়। পাইলট কাজের সাফল্যের ভিত্তিতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি 'স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস'-এর আওতায় গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড (জিসিসিআর) কর্মসূচি নিয়ে আসে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল মাটির কাজের মাধ্যমে গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়কের উন্নয়ন। এই কর্মসূচি গ্রহণের আগ পর্যন্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন কিছু সড়ক ব্যতীত গ্রামীণ সড়কগুলো ছিল অপ্রশস্ত, কিছু ক্ষেত্রে খুবই সরু এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধু মাটির আইল। কোনো রকম জমি অধিগ্রহণ ছাড়া কেবলমাত্র জনগণকে সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে মাটির কাজ দ্বারা এসব সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ছিল সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। জিসিসিআর কর্মসূচির মাধ্যমে সড়কের উপরিভাগ ২৪ ফুট চওড়া করে মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত চলমান এই কার্যক্রমে প্রায় ৩০ হাজার কিলোমিটার সড়ক এবং ১২ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 'গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড' কর্মসূচিই প্রথম কর্মসূচি, যার মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে দেশের সকল গ্রোথসেন্টারকে ২৪ ফুট প্রস্থের সড়ক দ্বারা জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

ইউনিয়ন সড়ক

এদিকে ১৯৯৫ সালে কেয়ার বাংলাদেশ পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর আওতায় ইউএসএআইডি কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তায় 'ইন্টিগ্রেটেড ফুড ফর ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এর মাধ্যমে ১৯৯৫-২০০০ সময়কালে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদকে ১৮ ফুট প্রস্থের সড়ক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে গ্রামীণ সড়কের দৈর্ঘ্য (পাকা ও কাঁচা) প্রায় পৌনে ৪ লক্ষ কিলোমিটার। এ বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে কোনো ধরণের জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই জনগণের দানে। বিশ্বব্যাপী জনঅংশগ্রহণে এতো বড়ো সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার নজির বিরল। মূলত এ দুটি কর্মসূচিই দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর পরিকল্পিত কাঠামো তৈরি করেছে।

এলজিইডির সড়ক

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্র্যাটেজি স্টাডি'-এ ইতোপূর্বে ঘোষিত ১৪০৮ টির পরিবর্তে ২১০০ টি গ্রোথসেন্টারকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। একই স্টাডিতে সড়কের শ্রেণি পুনর্বিন্যাস ও এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। সড়কগুলোকে সাতটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে পল্লি এলাকার চার শ্রেণির সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এলজিইডিকে। এগুলো হলো– ফিডার রোড টাইপ-বি, রুরাল রোড ক্লাস-১ (আর-১), রুরাল রোড ক্লাস-২ (আর-২) এবং রুরাল রোড ক্লাস-৩ (আর-৩)। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে সড়কসমূহ ছয়টি শ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (গ্রাম সড়ক-এ ও ২ কি.মি. পর্যন্ত গ্রাম সড়ক-বি) এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এসব সড়কের ওপর (১,৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের) সেতু নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

কর্মসংস্থান ও জীবনমানের উন্নয়ন

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে প্রান্তিক নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমেছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রবেশগম্যতা বেড়েছে। গ্রোথসেন্টার উন্নয়নের ফলে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে, পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে, বেড়েছে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম। এসব কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে, ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

সম্প্রসারিত কার্যক্রম

এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যহ্রাসসহ পল্লি ও নগর উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করছে, যা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকা আজ বিশ্ব স্বীকৃত। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি ১৯৮৫ সাল থেকে পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন এবং ১৯৯৫ সাল থেকে পানিসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা যেমন বৃদ্ধি করছে, পাশাপাশি দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

এলজিইডির উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাথমিক পর্যায়ে পল্লি এলাকার সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করলেও সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়, যুক্ত হতে থাকে নতুন নতুন ভৌত অঙ্গ। এরপর এলজিইডি সম্পৃক্ত হয় নগর উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষি ও অকৃষি পণ্য পরিবহন এবং এর বিপণন সুবিধা সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন অপরিহার্য। গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের অংশ হিসেবে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলেও সামগ্রিকভাবে পল্লি উন্নয়নের জন্য পল্লি এলাকার অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক যেসব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে –

- গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো
- বৃহৎ সেতু
- গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
- বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র
- ঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন এবং
- সামাজিক অবকাঠামো।

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন করা হয়ে থাকে।

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর ওপর নির্মাণাধীন ১৪৯০ মিটার সেতু

নগর উন্নয়ন প্রকল্প

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে শহরমুখী মানুষের অভিবাসন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী দেশের বর্তমান নগর জনসংখ্যা শতকরা ৩১.৬৬ ভাগ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এদিকে বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের মোট আয়তন ১৯,৯১০ বর্গকিলোমিটার, যা দেশের সর্বমোট আয়তনের (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার) মাত্র ১৩.৪৯ শতাংশ। দেশের সাড়ে তের ভাগ এলাকায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বসবাস একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ফসলহানী, অব্যাহত নদীভাঙন এবং গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা একদিকে যেমন নিম্নআয়ের মানুষকে শহরের দিকে ঠেলে দেয়, পাশাপাশি সামর্থ্যবান মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় শহর অভিমুখে পা বাড়ায়।

আমাদের শহরগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। রাস্তা-ঘাটের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, যথাযথ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এদেশের পৌরসভাগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই বাস্তবতায় ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় তৎকালীন এলজিইবি ১৯৮৫ সালে বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর এলাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯০-১৯৯১ অর্থবছরে দেশের মাঝারি শহর অর্থাৎ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়। সময়ের পরিক্রমায় নগর উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রমের ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হয়েছে দেশের সবগুলো পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে।

পরিকল্পিত নগরায়ণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব কাজে এলজিইডি পৌরসভাসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৌরসভার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলজিইডির নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

- সড়ক, পানি নিষ্কাশন ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ
- সড়কবাতি স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পৌর মার্কেট নির্মাণ
- কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন
- উন্মুক্ত উদ্যান ও সবুজ এলাকা উন্নয়ন
- পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
- কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তন
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকচিরে প্রবাহিত অসংখ্য নদ-নদী। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর অবদান অপরিসীম। কৃষি উৎপাদনে সেচ একটি বড় অনুষঙ্গ। সেচ কাজে নদীর পানির ব্যবহার একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখতে পারে।

এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দশ বছরে দেশের ছয়টি জেলা, যথা- কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প চলাকালীন ১৯৯৯ সালে সরকার জাতীয় পানি নীতি (এনডব্লিউপি) অনুমোদন করে। এই নীতির আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরবর্তীতে ২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণীত হয়। এই সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় মূলত চার ধরনের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে–

- বন্যা ব্যবস্থাপনা: বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার বা পুনর্বাসন, রেগুলেটর বা স্লুইস ও কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন;
- পানি-নিষ্কাশন: কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন;
- পানি সংরক্ষণ: পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, রাবার ড্যাম, খাল পুনর্খনন ও স্পিলওয়ে;
- কমান্ড এলাকা উন্নয়ন: সেচ নালা সংস্কার, ভূ-উপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ সেচনালা, হেডার ট্যাংক, একুইডাক্ট ও সাইফুন।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হলে তার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপ-প্রকল্পের জন্য গঠিত সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণে পাবসস-কে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

“আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবোই”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২০২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২০২৩ ---------- ১৮

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ ---------- ১৮

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন ---------- ১৯

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি ---------- ২০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ---------- ২০

বিগত ১৪ বছরে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২২-২০২৩) এলজিইডির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: একটি পর্যালোচনা ---------- ২১

নতুন প্রকল্প ---------- ২১

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২২-২০২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সুচারুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কোন কোন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে তার কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা করা হয়।

এ অধ্যায়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজ বাস্তবায়নের চিত্র, ২০০৯-২০১০ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য-উৎপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। এতে সংস্থার একবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল কর্মসম্পাদন সূচকের মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করলে তার পূর্ণমান হবে ১০০। কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। প্রতি অর্থবছরে জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণের মধ্যে পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই ভাবে সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করেন। এর অংশ হিসেবে ২০২২ সালের ২৩ জুন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সঙ্গে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

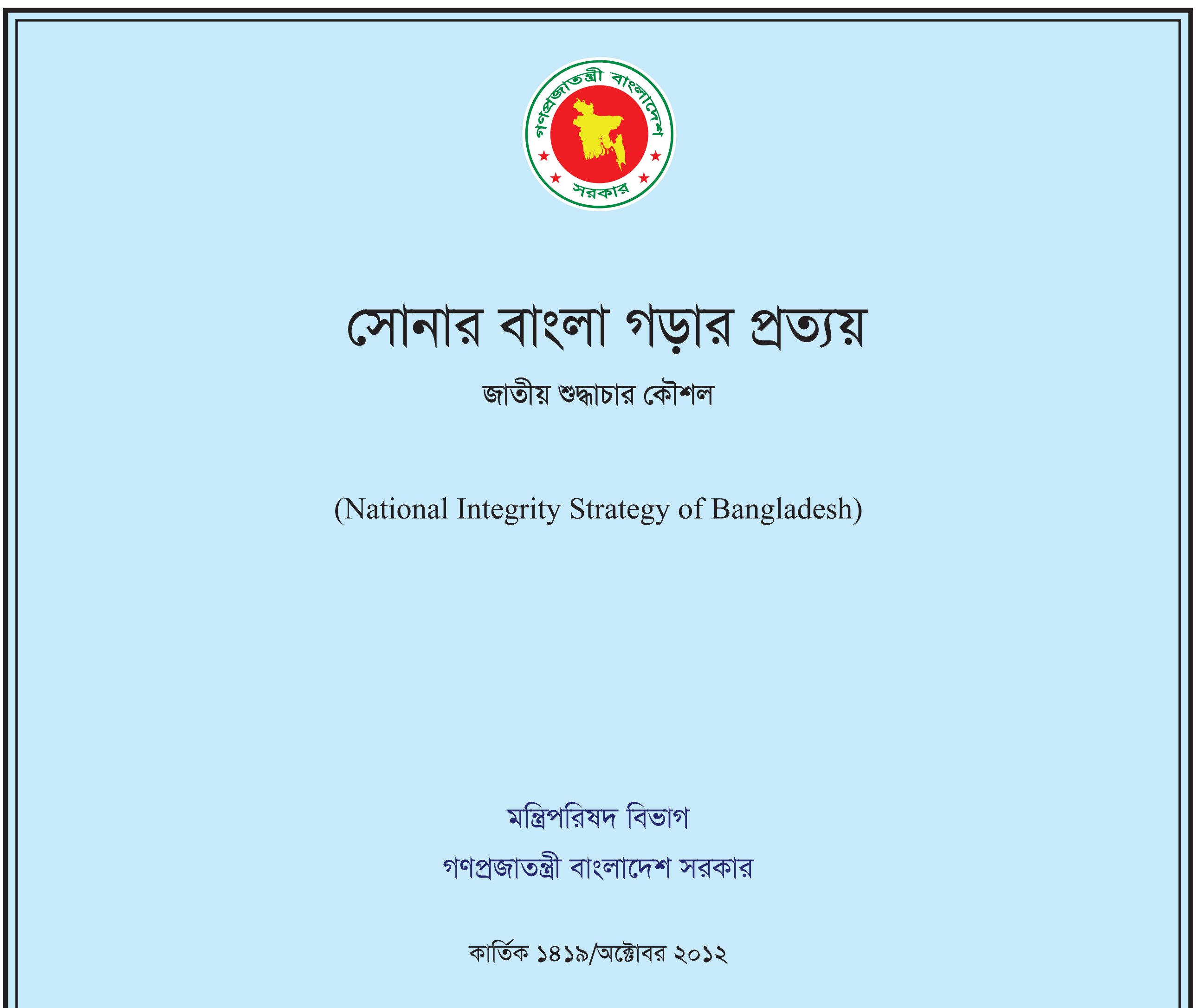

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

(National Integrity Strategy of Bangladesh)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কার্তিক ১৪১৯/অক্টোবর ২০১২

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১১৩টি বিনিয়োগ ও ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মোট ১৫,৫৭১.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৯,৯১০.৯৩ কোটি টাকা। অবমুক্ত করা হয় ১৭,৮৭১.৩৯ কোটি টাকা। এলজিইডি ১৭,৫০৮.৫২ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের ভিত্তিতে এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯৭.৯৭ ভাগ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৮৭.৯৩ ভাগ, যেখানে জাতীয় গড় অগ্রগতি শতকরা ৮৪.১৬ ভাগ। ১১৭টি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চিত্র পরিশিষ্ট-ক তে দেওয়া হলো। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪টি প্রকল্প শেষ হয়েছে (সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা: পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)।

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এলজিইডির অনুকূলে ৫টি সেক্টরের আওতায় বরাদ্দ পাওয়া যায় (ছক-৩.১)। এসব সেক্টরের মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের বরাদ্দ সর্বাধিক।

ছক-৩.১: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত (%)	আর্থিক (%)
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৯	১৬,৭৩৯.৭৩	১৪,৮১৫.৪৭	১৪,৫৪৯.৫৪	৯৮.৩৮	৯৮.২১
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	৩৩	২,৬৭৯.৫০	২,৬০৬.১৫	২,৫১৩.০০	৯৮.৭৯	৯৬.৪৩
কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)	৩	৪৪৪.০০	৪০২.০০	৪০১.৪৬	৯৯.৮৮	৯৯.৮৭
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫.১৮	৫.১৩	৪.৫৬	৯৯.২৪	৯৯.৮৪
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪২.৫২	৪২.৩৫	৩৯.৯৬	৯৬.০০	৯৪.৩৫
মোট	১১৭	১৯,৯১০.৯৩	১৭,৮৭১.৩৯	১৭,৫০৮.৫২	৯৮.৪৬	৯৭.৭৪

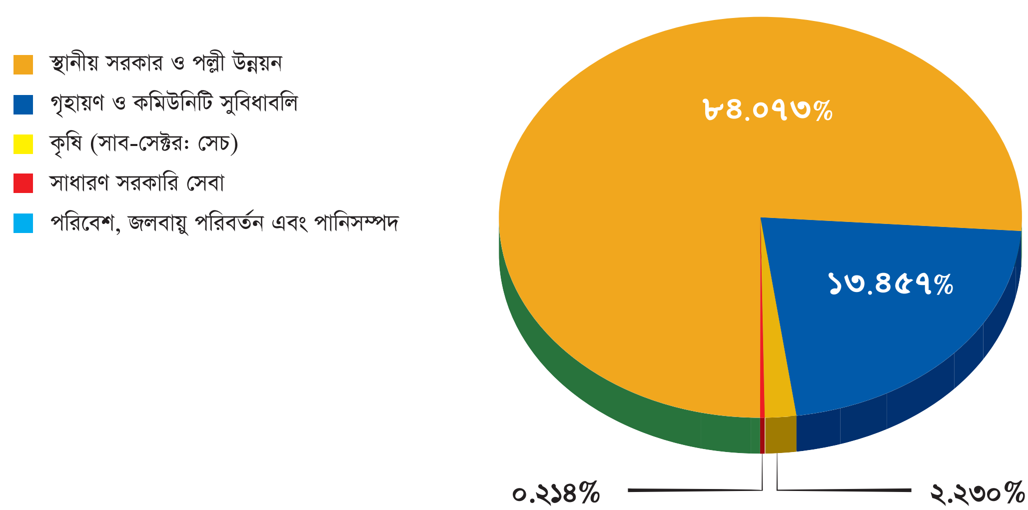

চিত্র-৩.১: সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের সেক্টরভিত্তিক বিভাজন

১১৭টি প্রকল্পে মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৯২টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৫টি। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত ১৯,৯১০.৯৩ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ছিলো ১৬,১৮৭.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩,৭২২.৯৭ কোটি টাকা; অর্থাৎ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতকরা ৮১.৩০ ভাগ সরকারি তহবিল এবং শতকরা ১৮.৭০ ভাগ প্রকল্প সাহায্য।

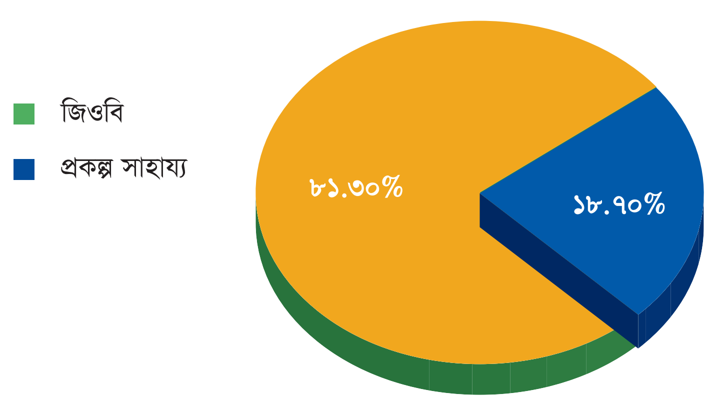

চিত্র-৩.২: সংশোধিত এডিপিতে সরকারি তহবিল ও প্রকল্প সাহায্যের অনুপাত

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫টি সেক্টরে মোট ১১৭টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৮.৪৬ ভাগ। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের ৩৩টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯৮.৩৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩৩টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৮.৭৯ ভাগ। কৃষি সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯.৮৮ ভাগ। সাধারণ সরকারি সেবা ও পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি ও ১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ৯৯.২৪ ও ৯৬ শতাংশ। প্রকল্পভিত্তিক ১১৭টি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো।

ছক-৩.২: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের ভৌত অগ্রগতি

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (%)
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭৯	৯৮.৩৮
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৩	৯৮.৭৯
কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)	৩	৯৯.৮৮
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৯৯.২৪
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৯৬.০০
মোট	১১৭	৯৮.৪৬

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন

নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি, সংশোধিত এডিপিতে যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩,১৪৭.৯১ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে ২,৮৭১.৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এসব কাজের মোট গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯.৪৩ ভাগ ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৬.৮২ ভাগ। প্রকল্পভিত্তিক কাজের বিবরণ পরিশিষ্ট-গ তে দেখানো হলো।

ছক-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকা)

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে		অগ্রগতি %	
			বরাদ্দ	ব্যয়	ভৌত	আর্থিক
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৩	২৯৪৫.৮৯	২৬৮৩.১০	৯৪.৮৮	৯১.০৮
২	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	৮৫.২৭	৮৩.২০	১০০	৯৭.৫৮
৩	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১	১৭.৭১	১৭.৫৬	১০০	৯৯
৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	৮১.০০	৬৯.৬৩	১০০	৮৬
৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১	৩.৬৮	৩.৬৭	১০০	৯৯.৭৪
৬	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২	৫.৫১	৫.৩৯	১০০	৯৮
৭	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	২.৭০	২.৭০	১০০	১০০
৮	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১	২.১৫	২.১৫	১০০	১০০
৯	কৃষি মন্ত্রণালয়	১	৪.০০	৪.০০	১০০	১০০
	মোট	১৩	৩,১৪৭.৯১	২,৮৭১.৪০	৯৯.৪৩	৯৬.৮২

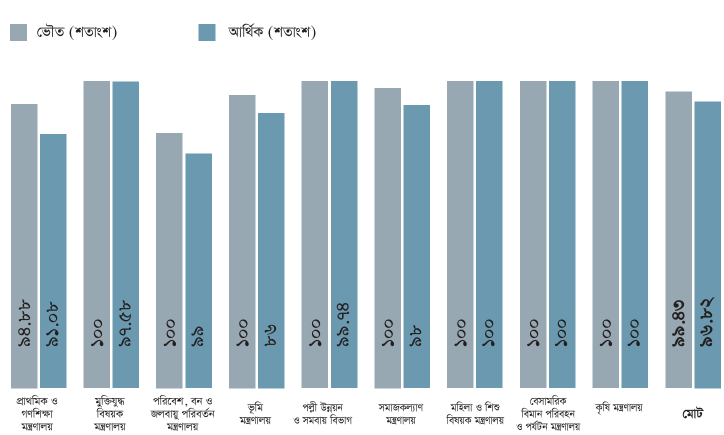

চিত্র-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের অগ্রগতি

বিগত ১৪ বছরে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২২-২০২৩) এলজিইডির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: একটি পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রয়েছে ধারাবাহিক সাফল্য। গত চৌদ্দ বছরের (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২২-২০২৩) এডিপির সংশোধিত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিবছর এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩,৯১৯.৬২ কোটি টাকা যেখানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ ১৯,৯১০.৯৩ কোটি টাকা। বিগত চৌদ্দ বছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় চার গুণ।

এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত ১৪ বছরের মধ্যে ৬ বছরই শতকরা ৯৯ ভাগ বা তার বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৯৯ শতাংশের নিচে কিন্তু ৯৮ শতাংশের ওপরে সাফল্য এসেছে ৪ বছর এবং ৯৮ শতাংশের নিচে ৪ বছর।

ছক-৩.৪: অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
০৯-১০	৩,৯১৯.৬২	৩,৮৩৬.৬২
১০-১১	৩,৮৮৩.০৫	৩,৮৫৩.৪৯
১১-১২	৪,৩৫০.৮১	৪,২১২.৯০
১২-১৩	৫,৭৩৮.১৮	৫,৬৬৯.৯১
১৩-১৪	৬,১০৭.১১	৬,০৪৬.১৪
১৪-১৫	৭,৯৬৭.১৭	৭,৯০৩.৬২
১৫-১৬	৮,৯৫৩.৩২	৮,৯০০.২৮
১৬-১৭	১০,৮১৯.৫০	১০,৬৬৬.৯১
১৭-১৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.১৯
১৮-১৯	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৫
১৯-২০	১৪,৯৫৭.৫৫	১৩,১৪৬.৭০
২০-২১	১৭,০০০.২২	১৪,৮৬৫.৪৩
২১-২২	১৫,৫১২.৬৫	১৫০৭৭.৫৫
২২-২৩	১৯,৯১০.৯৩	১৭,৫০৮.৫২

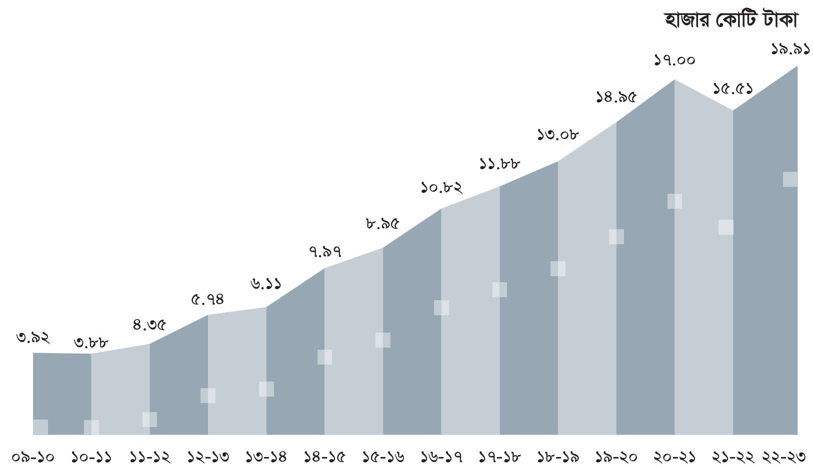

চিত্র-৩.৪: অর্থবছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধি

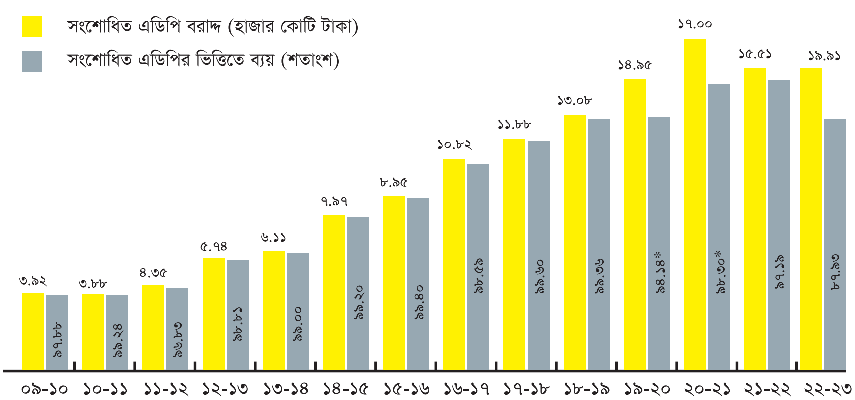

চিত্র-৩.৫: অর্থবছর ভিত্তিক বিগত ১৪ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন হার

নতুন প্রকল্প

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২১টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে ২০টি উন্নয়ন ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৪টি প্রকল্প এবং বৈদেশিক সহায়তায় ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের ১৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী সেক্টরে ৭টি বিনিয়োগ ও ১টি কারিগরি প্রকল্প রয়েছে। (প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.৫: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প (কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয়
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৩	২৩৮১১.৯২
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	৮	১২৭৫১.১১
মোট	২১	১৫৫১৫.৭৬

"বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময়"
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অধ্যায়-০৪

২০২২-২০২৩ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন-------------------------------------- ২৪

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------------------------- ২৮

রাঙামাটির বুকে এক টুকরো ভূ-স্বর্গ --- ২৯

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন -------------------------------------- ৩০

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ------------------------------ ৩৫

জামালপুর শহরে নির্মিত আধুনিক সাংস্কৃতিক পল্লি -- ৩৬

পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন -------------------------------- ৩৭

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন --------------- ৩৮

বাগেরহাটের কুমারখালী উপ-প্রকল্প বদলে দিয়েছে কৃষকের জীবন ---------------------------- ৩৯

বিগত পনেরো বছরে (২০০৯-২০২৩) এলজিইডির অবকাঠামো উন্নয়ন---------------------------- ৪০

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম অনুসঙ্গ। বাংলাদেশে শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের ফলে পল্লি অঞ্চলের পরিবহন যোগাযোগে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নির্ধারিত গন্তব্যে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথসেন্টার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণন-সুবিধা এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি গ্রামাঞ্চলের প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণ করলেও বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে।

গ্রামীণ জনপদের মানুষের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে এলজিইডি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং দুর্যোগকালীন মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করছে। এসব বহুমুখী কার্যক্রমের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

সড়ক উন্নয়ন

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত সড়ক ব্যতীত দেশে বিদ্যমান সকল শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (টাইপ-এ ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত টাইপ-বি)– এই তিন শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় বর্তমানে সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৭২,৭৫৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১,৫৬,৩৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৪১.৯৪ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট সড়ক উন্নয়ন করা হয় ৪,৬২০ কি.মি.। যার মধ্যে উপজেলা সড়ক ৩৭০ কি.মি., ইউনিয়ন সড়ক ১,০৫০ কি.মি. এবং গ্রাম সড়ক টাইপ এ ও বি ৩,২০০ কি.মি.। এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৬,৭১২ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের মধ্যে ৩৪,১৩১ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৯২.৯৬ ভাগ, ৪১,৮৮০ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়কের মধ্যে ৩২,৮৬৩ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৭৮.৪৬ ভাগ এবং গ্রাম সড়ক-এ ও গ্রাম সড়ক-বি (২ কি.মি. পর্যন্ত) এর ক্ষেত্রে মোট দৈর্ঘ্যের যথাক্রমে ৩৯.৫১ ও ২১.২৫ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

ছক-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়কের অবস্থা

ক্র. নং	সড়কের শ্রেণি	সড়কের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		
			মোট	পাকা সড়ক	কাঁচা সড়ক
১	উপজেলা সড়ক	৪,৭১৯	৩৬,৭১২	৩৪,১৩১	২,৫৮১
২	ইউনিয়ন সড়ক	৮,০৭৮	৪১,৮৮০	৩২,৮৬৩	৯,০১৭
৩	গ্রাম সড়ক -এ	৫১,২৩০	১,৩৩,৬৮১	৫২,৮১৩	৮০,৮৬৮
৪	গ্রাম সড়ক -বি (২ কি.মি.) (এলজিইডি)	৩১,১৮৩	৯০,১০৮	১৭,৬৪৩	৭২,৪৬৫
৫	গ্রাম সড়ক -বি (এলজিআই)	৬৯,০৯১	৭০,৩৭৪	১৮,৯০০	৫১,৪৭৪
	মোট	১,৬৪,৩০১	৩,৭২,৭৫৫	১,৫৬,৩৫০	২,১৬,৪০৫

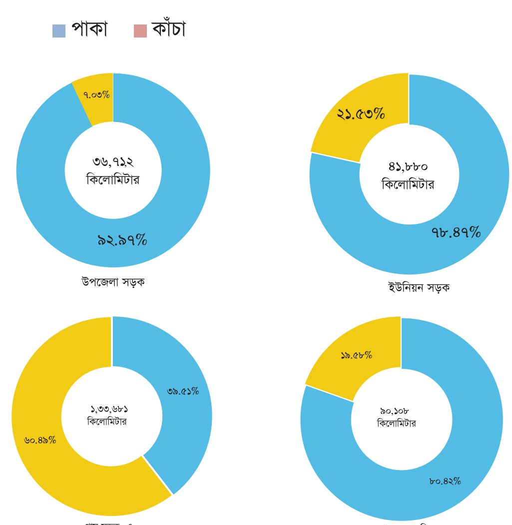

চিত্র-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়ক উন্নয়ন চিত্র

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও খাল অবাধ সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে এলজিইডি দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে সেতু নির্মাণ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শুরু করে, যার মধ্যে ১,৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুও রয়েছে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে সেতুগুলো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ১০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ইআইএ) করে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিয়ে কাজ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি মোট ৬০৩টি সেতু নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে দীর্ঘ সেতুর (>১০০ মিটার) সংখ্যা ৬০টি এবং ১০০ মিটারের নীচে সেতুর সংখ্যা ৫৪৩টি।

ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। নদী তীরে প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে জনবসতি, হাটবাজার, কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যখন এদেশের সড়ক যোগাযোগ তেমন মজবুত ছিল না তখন নদীই ছিল মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধানপথ। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী হওয়ায় পল্লি এলাকার অনেকেই পণ্য পরিবহনে নদীপথ ব্যবহার করে। এই বাস্তবতায় নদী তীরবর্তী গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথসেন্টারে পাকা ঘাট নির্মাণ করছে এলজিইডি। পণ্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও নৌপথে চলাচলকারীদের নৌযানে ওঠানামা নিরাপদ ও সহজ করতে এসব ঘাট নির্মাণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৬১টি ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন

গ্রামীণ অর্থনীতির মূল সঞ্চালন কেন্দ্র গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এলজিইডি সারাদেশে গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করছে। এসব হাটবাজারে স্থানীয় কৃষক এবং পণ্য উৎপাদনকারীগণ অনায়াসে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ১০টি গ্রোথসেন্টার ও ১২০টি গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে।

সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ

সারাবছর সড়কে মসৃণ যান চলাচলের জন্য সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। ডিজাইন পর্যায়ে প্রতিটি অবকাঠামোর ডিজাইন লাইফ নির্ধারণ করা হয়। অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ডিজাইন লাইফ পর্যন্ত বজায় রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ।

এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিবছর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৮৮,৯২০ কি.মি. মাটির সড়ক এবং ৮,৫০০ কি.মি. পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১৭,০০০ মিটার সেতু/কালভার্ট মেরামত/ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নবসৃষ্ট ৩০টি উপজেলায় ৪০ হাজার বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৫৯টি উপজেলায় এই সুবিধা ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে ২৩৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক নকশা সম্বলিত ৬ তলা বিশিষ্ট ৪ তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের মোট আয়তন ১৭ হাজার বর্গফুট। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী ৪ হাজার বর্গফুটের পৃথক একটি হলরুম নির্মাণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৩০টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সবধর্মের মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালি একে অন্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ধর্মীয় মেলবন্ধনের এই দৃষ্টান্তকে অক্ষুণ্ন রাখতে এলজিইডি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প-২ (জিএসআইডিপি-২) এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩,৩০৫ টি সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে মসজিদ ২,২৭৬ টি, মন্দির ৩৫৯ টি, গীর্জা ১৫ টি, প্যাগোডা ১১ টি, কবরস্থান ৩৪১ টি, শশ্মান ৫৯ টি, ঈদগাহ ২৪৪ টি। অত্র প্রকল্পের আওতায় অদ্যবধি সর্বমোট ৩,৫০১ টি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ এবং অধিকহারে গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এলজিইডি সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১১১.৫২ কি.মি. সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়। যেখানে মোট ১,৩৫,৯৪০টি চারা রোপণ করা হয়েছে। পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা ১,১১,৫২০টি। যার মধ্যে ফলজ গাছ ৩২,৩২৭টি, ঔষধি গাছ ২৯,১৩৬টি এবং বনজ গাছ ৫০,০৫৭।

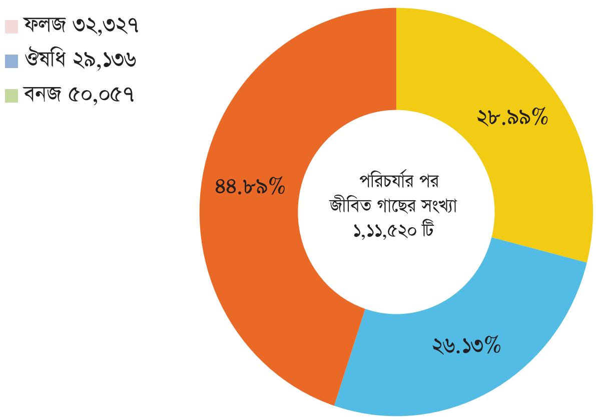

চিত্র-৪.২: জীবিত গাছের সংখ্যা

বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৩০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াত সুবিধার জন্য ২২০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও নির্মাণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সৌরবিদ্যুতের সংস্থান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক সাইক্লোন শেল্টারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্থানীয় জনসাধারণের গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমন- সামাজিক অনুষ্ঠান ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১০৫টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণের দুর্যোগকালে জীবন রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) এর মাধ্যমে ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন

ছক-৪.১: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

ক্রমিক নম্বর	প্রধান প্রধান অংগের নাম	অর্জন
১	উপজেলা সড়ক	৩৭০ কি.মি.
২	ইউনিয়ন সড়ক	১,০৫০ কি.মি.
৩	গ্রাম সড়ক	৩,২০০ কি.মি.
৪	সেতু/কালভার্ট	২০,৫০০ মিটার
৫	ল্যান্ডিং ঘাট	৬১ টি
৬	গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার	১৩০ টি
৭	মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	৮৮,৯২০ কি.মি.
৮	পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	৮,৫০০ কি.মি.
৯	সেতু/কালভার্ট মেরামত	১৭,০০০ মিটার
১০	উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ	৩০ টি
১১	সার্বজনিন সামাজিক অবকাঠামো	৩,৩০৫ টি
১২	সাইক্লোন শেল্টার	১০৫ টি
১৩	বৃক্ষরোপণ	১১১.৫২ কি.মি.

রাঙামাটির বুকে এক টুকরো ভূ-স্বর্গ

রাঙামাটির আসামবস্তি-কাপ্তাই সড়কের বড়াদম যেন পাহাড়ের বুকে এক টুকরো ভূ-স্বর্গ। কাপ্তাই হ্রদের পাড় ধরে বন-পাহাড়ের মাঝ দিয়ে নির্মিত 'আসামবস্তি-কাপ্তাই সড়ক' নিমেষেই যেন পৌঁছে দেয় ভূ-স্বর্গের কোলে। বাস্তবতার ভ্রমণেও মনে লাগে অনাবিল স্বপ্নের ঘোর। সুবিশাল নীল জলরাশির কাপ্তাই হ্রদের অপরূপ শোভা রচনা করে পাহাড়ের সবুজ ক্যানভাসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপরূপ এক মায়াজাল! প্রকৃতির মাঝে এমন সুখ উপভোগের সুযোগ তৈরি করেছে এলজিইডি। এলজিইডি নির্মিত ১৮ কিলোমিটার সড়ক ও তিনটি সেতু বদলে দিয়েছে স্থানীয়দের জীবনমান। ভ্রমণপিপাসু মানুষের জন্য যোগ হয়েছে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাওয়ার অবারিত সুযোগ।

২০১৭ সালের প্রলয়ঙ্কারী পাহাড় ধ্বসে সড়কটির ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। ফলে সড়কটি যান চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। এলজিইডি রাঙামাটি 'তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' এর অধীনে ৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। এখানে প্রকৃতি ও পরিবেশকে অক্ষত রেখে তিনটি সেতুসহ পুরনো সড়কটি দুই লেনে উন্নীত করা হয়েছে। উন্নত সংস্করণে সড়কটি চালু হওয়ায় জুম চাষ নির্ভর অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠছে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য, বাঁশ, কাঠ ও মাছ পরিবহনের পরিশ্রম কমে গেছে। এই সড়ক ব্যবহার করে সহজেই পণ্য পরিবহন করা যাচ্ছে। কাঁধে পণ্য বহন ও নদী পথ পেরোতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয় না। রাঙামাটি থেকে কাপ্তাই হয়ে চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগে কমেছে ২০ কিলোমিটার পথ।

যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় এখানে দ্রুতই পর্যটন স্পষ্ট গড়ে উঠেছে। একের পর এক হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট তৈরি হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছে জেলা পর্যায়ের দপ্তর। সড়কের দু-পাশের উঁচু-নিচু পাহাড়ের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। এখানে এখন সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণ পিপাসুদের ভিড় লেগেই থাকে। ট্রেকিং ছাড়াই পাহাড়ে চড়ার সুবিধায় ভ্রমণপিপাসুদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে সড়কটি।

সড়কের কাছেই রয়েছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। সাধনানন্দ মহাথেরার (বরভান্তে) স্মৃতিমন্দির, বড়াদাম বাজার, পাহাড়ি ছড়া, খাড়া পাথুরে পাহাড়, নিকোষ কালো জলের পাহাড়ি ঘোনা, গুহা ও বন পাহাড়, লাভ পয়েন্ট আর পাহাড়-হ্রদের মিতালি ছড়িয়ে রয়েছে এলাকার বুক জুড়ে। ছবির মতো সুন্দর ভ্রমণস্পটের গল্প লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ায় পর্যটন এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে এলাকাটি, যার সুফল ভোগ করছেন স্থানীয়রা। সুযোগ তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যময় ব্যবসার।

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

পৌরসভার সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেওয়া। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, ফুটপাত নির্মাণ ও সংস্কার; শহরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা; শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতির ব্যবস্থা– এই ৪টি সুবিধা প্রদান পৌরসভার মূল দায়িত্ব। এছাড়াও পৌরসভা নাগরিকদের জন্য অন্যান্য সুবিধা সম্প্রসারণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ ও সুপেয় পানি সরবরাহ।

বর্তমানে বাংলাদেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯টি। নানা কারণে বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী নয়। পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বাড়াতে এলজিইডি দেশের পৌরসভাগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তার অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

সড়ক উন্নয়ন

দেশের সকল জনপদে নাগরিক সেবার অন্যতম চাহিদা উন্নত সড়ক ব্যবস্থা। দেশের সকল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে) এই চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি পরিকল্পিতভাবে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়। প্রশস্ত সড়কের মাঝে সড়ক বিভাজক নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নগর জনপদে মোট ১,৩২৪ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন এবং ২৭.৬৬ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।

সেতু/কালভার্ট

বাংলাদেশে অনেক পৌরসভা আছে, যেগুলোর ভেতর দিয়ে নদী বা খাল প্রবাহিত। এসব প্রবাহমান জলাধার পৌরবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করলেও পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে নদী বা খালের প্রবাহ সচল রাখার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও এসব জলাধার সংরক্ষণ প্রয়োজন। তাই পৌর এলাকার ভেতরে অবস্থিত নদী ও খাল বাঁচিয়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৮০০ মিটার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কঠিনবর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। বাসাবাড়ির বর্জ্য ও নগরের কঠিনবর্জ্য অপসারণে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিচ্ছে এলজিইডি। এর আওতায় রয়েছে ডাম্পিংগ্রাউন্ড, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি নির্মাণ। বর্জ্য অপসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে এলজিইডি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডাস্টবিন। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে তা ফেলে নগর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। এলজিইডি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ডাস্টবিন স্থাপন করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১টি স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল ও স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

আন্তঃজেলা ও বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দে যাতায়াতের জন্য নাগরিকদের গণপরিবহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও নগরে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন। একটি আদর্শ নগরের জন্য দরকার সমন্বিত সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা, যার অন্যতম অনুষঙ্গ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল। পৌরসভা পর্যায়ে বাস টার্মিনাল না থাকায় সড়কের পাশে বাসের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়, যা একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ অন্যদিকে বৃষ্টি-বাদলের সময় যাত্রীদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। বাস ওঠাতে-নামাতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটে। অপরদিকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পণ্য পরিবহনে ট্রাক ব্যবহৃত হয়। পণ্য খালাস করার পরে ট্রাকের চালকদের বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। এসময় ট্রাক নিরাপদে রাখার জন্য পৌর ট্রাক টার্মিনাল অপরিহার্য, যাতে সড়কে যানজটের সৃষ্টি না হয়। এই প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।

ড্রেন নির্মাণ

জলাবদ্ধতা নগরের একটি বড় সমস্যা। অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে অল্পবৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নাগরিকদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। অপচয় হয় মূল্যবান সময় ও অর্থের। একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা সড়কের ব্যাপক ক্ষতি করে, ফলে সড়ক রক্ষণবেক্ষণ ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই বাস্তবতায় নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নগরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ড্রেন নির্মাণ করে থাকে। এসব ড্রেনের ওপরে পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাতও নির্মাণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সারাদেশের বিভিন্ন শহরে মোট ২০০ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ করা হয়।

সড়কবাতি স্থাপন

নাগরিক সুবিধা প্রদানে পৌরসভার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সেবার একটি পৌর এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন। রাতে নাগরিকদের নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতি অপরিহার্য। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার যেসব সড়ক উন্নয়ন করে থাকে, সেসব সড়কের মধ্যে বাতিবিহীন সড়কে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়। এতে রাতের বেলা নাগরিকদের চলাচল নিরাপদ হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৪,৭৩০টি সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে।

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন

নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জনগণের জরুরি চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন পাবলিক টয়লেট। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শহর এলাকায় পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় নগরবাসীকে প্রায়শই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়া নগরের বস্তিগুলোতেও রয়েছে তিব্র ল্যাট্রিন সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন শহরে ৪৬টি পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে।

কিচেন/মাল্টিপারপাস মার্কেট

নগরবাসীর প্রাত্যহিক বাজার-ঘাটের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে এলজিইডি নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় পরিবেশসম্মত কিচেন মার্কেট নির্মাণ করছে। এসব মার্কেটে তরি-তরকারি ও মাছ-মাংসের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। মুদি ও মনোহারি সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও রয়েছে কিচেন মার্কেটে।

নগরের আধুনিকায়নের সাথে সাথে বেড়েছে আধুনিক বিপণী বিতানের চাহিদা। এ লক্ষ্যে এলজিইডি পৌরসভায় আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর দৃষ্টিনন্দন মাল্টিপারপাস মার্কেট নির্মাণ করছে। বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত এসকল মার্কেটে থাকছে সকল ধরনের বিপণী বিতানের জন্য কমার্শিয়াল স্পেস; বিয়ে-শাদী, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের জন্য অডিটোরিয়াম, আইটি সেন্টার, রেস্তোরাঁ। নারী-পুরুষের জন্য রয়েছে আলাদা টয়লেট, নামাজের ঘর, কার পার্কিং ইত্যাদি। এছাড়াও কয়েকটি মাল্টিপারপাস মার্কেটে কাঁচাবাজারেরও ব্যবস্থা থাকছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে ১০টি কিচেন মার্কেট নির্মাণ করা হয়।

খাল খনন ও পুনর্খনন

বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদনদী, খাল বিল, জলাশয় ও পুকুর। শহর ও নগরে অধিকাংশ খাল ও জলাশয়গুলোর তলদেশ ময়লা আবর্জনা দ্বারা দিনে দিনে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নাগরিক অসচেতনতার কারণে খালগুলো ভরাট হওয়ায় নগরের ড্রেনগুলো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা ও নাগরিক ভোগান্তি। তৈরি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং খালগুলো হারাচ্ছে তার পানি ধারণ ক্ষমতা। এই সমস্যা নিরসনে এলজিইডি শহর ও নগর এলাকায় খাল খনন ও পুনর্খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলার গাইবান্ধা পৌরসভায় ৩.০০ কি.মি. খাল পুনর্খনন করা হয়েছে।

বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন

শহরের স্বল্পআয়ের মানুষ সাধারণত বস্তি এলাকায় বসবাস করে। এসব এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসেবে এলজিইডি প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার বস্তি এলাকায় ফুটপাত, ড্রেন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, এরিয়া বাতি, নলকূপ ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির অধিবাসীরা নিজেরাই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠন করে এসব অবকাঠামো নির্মাণ করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন পৌরসভার ১টি বস্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৫টি পৌরসভার ২১৩টি বস্তির মধ্যে ১১৯টি বস্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।

স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসন

এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)- এর সহায়তায় খাগড়াছড়ি পৌরসভায় দরিদ্র, বাস্তহীন, অসহায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাদের জন্য স্বল্পমূল্যে টেকসই আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪৯টি ভবন নির্মিত হবে, যার মধ্যে ১৫টি দ্বিতল এবং ৩৪টি একতলা ভবন। এসব ভবনে ১২৮টি পরিবার বসবাস করতে পারবে। প্রতি ইউনিটে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন ও ১টি টয়লেট থাকবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৪টি একতলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্বল্পমূল্যে টেকসই আবাসনের আওতায় ২০টি পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

ঢাকা মহানগরের পরিচ্ছন্নকর্মীদের রয়েছে তীব্র আবাসন সংকট। এদের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করতে এলজিইডি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ করেছে। দয়াগঞ্জে ৫ টি ভবনে ৫০০টি ফ্ল্যাট, ধলপুরে ৫ টি ভবনে ৪৮০ টি ফ্ল্যাট ও সূত্রাপুরে ৩ টি ভবনে ১৭৫ টি ফ্ল্যাটসহ সর্বমোট ১৩টি ১০তলা ভবনে ১,১৫৫ টি ফ্ল্যাট রয়েছে। ৪৭২ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে রয়েছে ২টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট ও ২টি বারান্দা। প্রতিটি ভবনে আছে স্টোররুম, ১টি কমিউনিটি হল, লিফট, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দয়াগঞ্জে ও ধলপুরে দুটি করে ভবন নির্মাণ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবন চারটি শুভ উদ্বোধন করেন। এই চারটি ভবনের ৩৪৫টি ফ্ল্যাট পরিচ্ছন্নকর্মীদের হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩টি ভবনের সবগুলো ফ্ল্যাট নির্মাণ শেষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

সুপেয় পানিপ্রাপ্তি নগরবাসীর নাগরিক অধিকার। পৌরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ, পাইপলাইন স্থাপন, পুনর্স্থাপন ও মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপকূলীয় পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভায় দৈনিক ৪.৫০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় ১টি ওভারহেড ট্যাংক, ৪১.০০ কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র পার্ক

সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নির্মল বায়ু সেবন, সকাল অথবা সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ। নগরে সবুজঅঞ্চল, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বসবাসযোগ্য টেকসই নগর গড়তে পার্ক ও সবুজায়ন একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর এলাকায় পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ করছে। নগরবাসীর অবকাশ, বিশ্রাম, বিনোদন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মিত পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্রগুলো অবারিত করেছে নতুন দিগন্ত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি ১টি পৌর পার্ক নির্মাণ করে।

কমিউনিটি সেন্টার

বিগত কয়েক বছরে উর্ধ্বহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বেড়েছে ক্রয় ক্ষমতা। ফলে আধুনিক জীবনের চাহিদাও বেড়েছে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে মফস্বল শহরে বিয়ে-শাদীর মতো সামাজিক অনুষ্ঠান একসময় বাসা-বাড়িতেই আয়োজন করা হতো। বড় শহরে এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি সেন্টার অথবা হোটেল থাকলেও মাঝারি শহর অর্থাৎ পৌর এলাকায় এই সুবিধা ছিলো না বললেই চলে। বড় শহরের মতো মাঝারি শহরেরও সামাজিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় পৌরসভায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করছে। এসব কমিউনিটি সেন্টার একদিকে যেমন স্থানীয় চাহিদা পূরণ করছে, পাশাপাশি পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

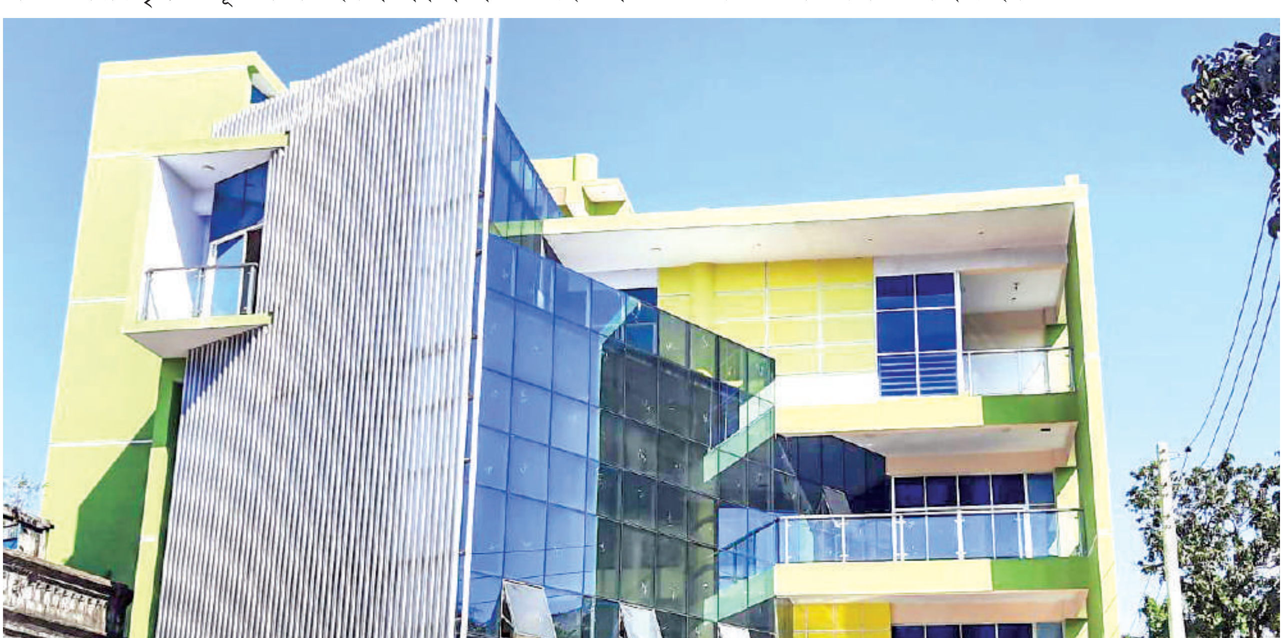

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

ছক-৪.২: নগর অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

ক্রমিক নম্বর	প্রধান প্রধান অংগের নাম	অর্জন
১	রাস্তা	১,৩২৪ কি.মি.
২	ফুটপাত	২৭.৬৬ কি.মি.
৩	সেতু/কালভার্ট	৮০০ মিটার
৪	কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেনিটারি ল্যান্ডফিল্ড ও স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	১ টি
৫	বাস টার্মিনাল	১ টি
৬	ড্রেন	২০০ কি.মি.
৭	স্ট্রিট লাইট	৪,৭৩০ টি
৮	পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৬ টি
৯	মিউনিসিপ্যাল কিচেন মার্কেট	১০ টি
১০	স্বল্পমূল্যে টেকসই আবাসন	২০ টি
১১	পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস	---- টি ফ্ল্যাট
১২	পার্ক	১ টি
১৩	কমিউনিটি সেন্টার	২ টি

জামালপুর শহরে নির্মিত আধুনিক সাংস্কৃতিক পল্লি

জামালপুর শহরে নির্মাণ করা হচ্ছে আধুনিক সাংস্কৃতিক পল্লি, যার নাম দেওয়া হয়েছে শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লি। একই জায়গায় চিত্তবিনোদন ও শিক্ষার জন্য নানা অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই প্রকল্পে। পরিত্যক্ত জলাধার এবং জলাধার সংলগ্ন নানা অবকাঠামো সংস্কার করে শহরবাসীর জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এতে ৯ তলা সাংস্কৃতিক ভবন, ৬ তলা বাণিজ্যিক ভবন, ফুটওভার ব্রিজ, বোটক্লাব ও রেস্টুরেন্ট ভবন, ৫৮ হাজার বর্গফুটের লেক উন্নয়ন, ৪৫০ আসন বিশিষ্ট এম্পিথিয়েটার (মুক্তমঞ্চ), অত্যাধুনিক নাগরদোলা, মিউজিয়ামের প্রত্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পোর্ট্রেট স্থাপন, ওয়াটার ফাউন্টেন, ১৭৬ সিট বিশিষ্ট থ্রিডি সিনেপ্লেক্স ও ৩২ আসন বিশিষ্ট থিয়েটার হল নির্মাণ, নির্মিত ভবনে ফায়ার ডিটেকশন এন্ড প্রটেকশন ইক্যুইপমেন্ট স্থাপন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আঞ্চলিক জাদুঘর, সুউচ্চ বেদীসহ শহীদ মিনার, আর্টপ্লাজা, পাবলিক টয়লেট ও উন্মুক্ত পরিসর নির্মাণ করা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক জাদুঘরের বিভিন্ন অংশে জামালপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, পুরাকীর্তিসহ জনজীবনের বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হবে।

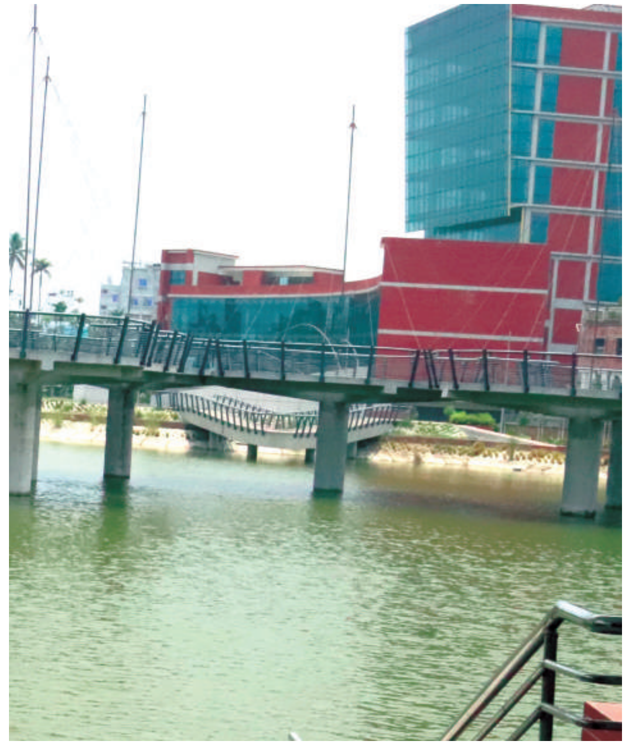

পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রামসহ বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলায় পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্বল্পপরিসরে পানিসম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৫ থেকে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগী সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের নিয়েই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে দেশি জাতের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখছেন। কৃষি বিশেষ করে ধান, সবজি ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের সারিতে। এই অর্জনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এসব প্রকল্পে নদী ও খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমছে, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও এর আওতাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত পানি সম্পদ অবকাঠামো-এর বিবরণ নিম্নরূপ:

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে অনেক সময় আবাদি জমি ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করে থাকে। এসব বাঁধ নির্মাণের ফলে আগাম বন্যা থেকে জমির ফসল রক্ষা পাচ্ছে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ১৭০.০৪ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে বাঁধ মেরামতের কাজ হয়েছে ৭১.৯১ কিলোমিটার।

খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড়। উজান থেকে নেমে আসা পলির কারণে উদ্বেগজনক হারে দেশের খাল, বিল ও প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবেশ ও পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব। এতে খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। জলজ সম্পদ আহরণের ওপর পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব। ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য এলজিইডি নাব্য হারানো খাল ও পুকুর পুনর্খননে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি উন্নয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচকার্য পরিচালনা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব খাল ও পুকুরের অনেক অবদান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৮০৭.২৬ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনর্খনন এবং ১১৮ একর পুকুর পুনর্খনন করেছে।

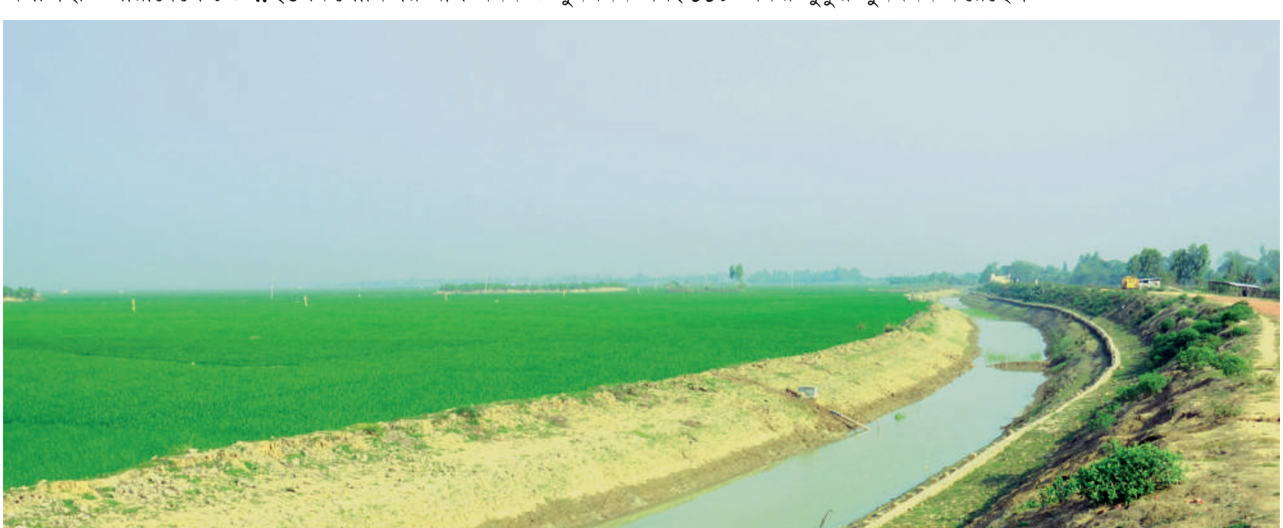

রেগুলেটর নির্মাণ

ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি সারাদেশে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব উপ-প্রকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়। নির্মিত এসব রেগুলেটর উপ-প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং খরা মৌসুমে সঞ্চিত পানি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৭৪টি রেগুলেটর নির্মাণ এবং ৯৮টি সংস্কার করেছে।

আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রতিটি পানিসম্পদ উপ-প্রকল্পের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়। সমবায় পদ্ধতিতে এসব সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যগণ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। অনেক সদস্য সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজ করছেন। এ কাজে দক্ষতা বাড়াতে সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ, কুটিরশিল্প, টেইলারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক সদস্য বিশেষ করে নারী সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২১০টি ব্যাচে ২,২৬১ জন নারী এবং ২,৯১৬ জন পুরুষসহ মোট ৬,১৭৭ জনকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারাদেশে ১,১৮৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এসব উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিবছর উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বল্পপরিসরে এসব অবকাঠামো সংস্কার করা হয়ে থাকে। একইসঙ্গে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপ-প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪১টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ (৩৩,৭৫০ হেক্টর), ১৮টি নতুন প্রকল্প উন্নয়ন এবং ১৯৭টি সংস্কার (রাজস্ব বাজেটে) করা হয়। রেগুলেটর, ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয় ৭৪টি ও সংস্কার করা হয় ৯৮টি এবং ৫৫টি পাবসস অফিস মেরামত ও ১৬টি নির্মাণ করা হয়েছে।

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

ছক-৪.৩: ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

ক্রমিক নম্বর	প্রধান প্রধান অংগের নাম	অর্জন	
		নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	সংস্কার
১	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৭০.০৪ কি.মি	৭১.৯১ কি.মি.
২	খাল (খনন/পুনর্খনন)	৮০৭.২৬ কি.মি	–
৩	পুকুর (খনন/পুনর্খনন)	১১৮ একর	–
৪	রেগুলেটর	৭৪ টি	৯৮ টি
৫	সেচনালা (ইরিগেশন ড্রেন)	৮ কি.মি	৯.৫৮ কি.মি.
৬	পাবসস অফিস	১৬ টি	৫৫ টি
৭	পাবসস প্রতিষ্ঠা	২৫ টি	–
৮	উপ-প্রকল্প	১৮ টি	১৯৭ টি
৯	উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ	৪১ টি	–

বাগেরহাটের কুমারখালী উপ-প্রকল্প বদলে দিয়েছে কৃষকের জীবন

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়নে মরা পশুরসহ সাতটি খাল ভরাট হয়ে দীর্ঘদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিল। ফলে কৃষিজমিতে সেচসুবিধাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পানির সংকট ছিল এই এলাকার প্রধান অন্তরায়। এছাড়া প্রতিবছর জলাবদ্ধতার শিকারসহ নানা ভোগান্তিতে পড়তে হতো হাজার হাজার মানুষকে। এ সমস্যা দূর করার জন্য স্থানীয় জনগণের প্রস্তাবনারভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্প উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুমারখালী উপ-প্রকল্পে (এসপি নং ৬২০২৭) মরা পশুরসহ সাতটি খাল পুনর্খনন করায় এসব খাল প্রাণ ফিরে পেয়েছে। উপ-প্রকল্পের আওতায় মরা পশুরসহ ২১.৫৪ কিলোমিটার খালের পুনর্খনন করায় এসব খাল এখন প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

প্রায় ৯০০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফসল ও মৎস্য উৎপানের মাধ্যমে ১,০১০ টি পরিবারে প্রায় ৪,৫০০ জন উপকারভোগী সুফল পেতে শুরু করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে নতুন কর্মসংস্থান। সেচ সুবিধা সহজ হওয়ায় খুশি স্থানীয় কৃষকরা। পানির স্বাভাবিক প্রবাহের ফলে বেতাগা, কুমারখালী, ষাটতলাসহ ৯টি গ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন এবং কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নে ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী জমিতে এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে। উপ-প্রকল্পটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলাকার ৩৪৫ জন পুরুষ ও ১৫৫ জন নারী (মোট ৫০০ জন) সুফলভোগীকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে কুমারখালী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ (পাবসস) (রেজিঃ নং -০১/ফকিরহাট)। দৈনন্দিন কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি অফিস ঘর। সমিতির বর্তমান মূলধন ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। মূলধন থেকে সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ও সুবিধা বঞ্চিত সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমিতির আগ্রহী ও বাছাইকৃত ৩১ জন পুরুষ ও ৫৯ নারী (মোট ৯০ জন) সদস্যকে প্রকল্পের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তারা এখন স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যগণ সেলাই ও বাঁশ-বেতের কাজ করে মাসে গড়ে প্রায় ১৫ হাজার টাকা আয় করছেন। এ উপ-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ গত ২০২৩ সালের মে মাসে সমাপ্ত হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

বিগত পনেরো বছরে (২০০৯-২০২৩) এলজিইডির অবকাঠামো উন্নয়ন

নির্ধারিত অভিলক্ষ্য ও রূপকল্প-এর ভিত্তিতে এলজিইডির কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিগত পনেরো বছরে এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামোর পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হলো:

ছক-৪.৪: গ্রামীণ অবকাঠামো

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	পরিমাণ
১	সড়ক উন্নয়ন	৭৫,৮২৫ কিলোমিটার
২	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	৪,৩৫,৩০৭ মিটার
৩	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১,২১,৬২৩ কিলোমিটার
৪	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন	১,৫৮,৫৭৯ মিটার
৫	গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন	২,৮৭৪ টি
৬	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র	১,৬৫৪ টি
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	১,৭৬৭ টি
৮	উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৩৩৭ টি
৯	বৃক্ষরোপণ	৬,৯৯১ কিলোমিটার
১০	সামাজিক সুরক্ষা	১,৫৫,৩৮০ জন প্রান্তিকনারী

ছক-৪.৫: নগর অবকাঠামো

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	পরিমাণ
১	সড়ক উন্নয়ন ও ফুটপাত নির্মাণ	১১,২৬৮ কিমি
২	পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	৪,৬২৫ কিমি
৩	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	১৭,৯৭২ মিটার
৪	সড়ক মেরামত	৪,০৪৯ কিমি
৫	ফ্লাইওভার নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	২ টি
৬	কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৫ টি
৭	বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	৪৭ টি
৮	পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৫৭,২২৪ টি
৯	ডাস্টবিন নির্মাণ	২৬৯ টি
১০	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৫৫ টি
১১	১০তলা বিশিষ্ট ১৩টি পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ	১,১৫৫ টি ফ্লাট
১২	পৌর এলাকায় বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র	২২ টি
১৩	পৌরসভা মাস্টারপ্লান	২৫৫ টি

ছক-৪.৬: ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	পরিমাণ
১	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন	৫৭১ টি
২	সেচ খাল খনন/পুনর্খনন	৭,২০৫ কিমি
৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	১,৮৯৬ কিমি
৪	রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার	১,৮৭৪ টি
৫	সেচনালা (ইরিগেশন ড্রেন) নির্মাণ	৪২৫ কিমি
৬	পাবসস অফিস নির্মাণ	৫২৫ টি
৭	পাবসস প্রতিষ্ঠা	৬১৪ টি
৮	রাবার ড্যাম	৩১ টি

অধ্যায়-০৫

এলজিইডির অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশেষ কার্যক্রম

পার্বত্য অঞ্চল --৪২

হাওর অঞ্চল--৪৩

বরেন্দ্র অঞ্চল --৪৬

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ---৪৭

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম --৪৮

দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম : চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল --৪৯

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম --৫০

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে যেমন সমতলভূমি রয়েছে তেমনি রয়েছে পাহাড়, বরেন্দ্র ভূমি, বিস্তীর্ণ হাওর এবং বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে উপকূলীয় অঞ্চল। অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনাচরণ ও জীবিকার মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, জীবনমানেও রয়েছে ভিন্নতা। এলজিইডি সমগ্র বাংলাদেশে পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। এসব অবকাঠামো নির্মাণের মূল লক্ষ্য মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। এক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান পরিকল্পনার আলোকে যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং চাহিদাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পার্বত্য অঞ্চল

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার আয়তন ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ। ২০২২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১৮ লক্ষাধিক। বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের এ এলাকার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ অধিবাসীই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর। এ অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার দেশের জাতীয় গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে বেশি। অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢল, ভূমিধবস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এসব দুর্গম জনপদে আয়-রোজগার, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ অনেক সীমিত। এছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে লোকালয়গুলো অনেক পিছিয়ে আছে।

দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জলবায়ু ও ভৌগলিক কারণে এলাকার মানুষ সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। টেকসই অবকাঠামোর অভাব চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। অপর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কৃষিপণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ অত্যন্ত দুরূহ। দুর্গম পাহাড়ি পথে যাতায়াত ব্যয়বহুল হওয়ায় অকৃষি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।

এই প্রেক্ষাপটে এলজিইডি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোপূর্বে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলছে। প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ও সড়কের সুরক্ষা এবং সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

পার্বত্য এলাকার প্রকল্পসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার মোট ২৬টি উপজেলায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। ফলে যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত দুর্গম এই অঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্রুত চলাচল সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। একইসঙ্গে এই জনপদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প-এর আওতায় ১১১.২৬ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ৭২৮.৬৮ মিটার সেতু ও ৪৩.৮১ মিটার কালভার্ট নির্মাণ এবং ২১.৩৬ কি.মি. সড়ক প্রতিরক্ষার কাজ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি –

সড়ক উন্নয়ন	:	৫৩৯.৬৩ কি.মি.
সেতু	:	৩৪৩০.৬৮ মিটার
কালভার্ট নির্মাণ	:	৩৫৮.৮৬ মিটার
সড়ক প্রতিরক্ষা	:	৭৭.৮৭ কি.মি.।

হাওর অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে ছোট বড় অনেক হাওর। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের প্রায় ৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয়। বছরের প্রায় সাত মাস এসব এলাকা জলমগ্ন থাকে। হাওর এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। প্রায়শই আগাম বন্যায় ঘরে তোলার আগেই ফসল পানিতে তলিয়ে যায়। এতে স্থানীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

হাওরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি বিশেষ করে ধান ও মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশের যোগান আসে এই হাওর থেকে। প্রকৃতিগত কারণে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণ এলাকার থেকে আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাওর এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে এলজিইডি দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্প দুটি হচ্ছে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি)।

কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে– হাওর অঞ্চলে ডুবো সড়ক, সেতু/কালভার্ট, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও মার্কেট কালেকশন সেন্টার, বোট ল্যান্ডিং ঘাট, সেচ অবকাঠামো, মাটির কিল্লাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও গ্রাম, বাজার ও রাস্তার পাড় বা ঢাল প্রতিরক্ষা, সড়ক অবকাঠামো মেরামত, মৎস চাষ, বিলে মৎস অভয়াশ্রম ও জলজবৃক্ষ রোপন, বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে হিলিপ-এ ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৬.০৩ এবং ৯৬.০০ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৭.১৮ এবং ৯৭.১০ ভাগ। একই সময়ে এইচএফএমএলআইপি-এর ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৯ এবং ৯৬ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৬.৪০ এবং ৯৫.৯০ ভাগ।

ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

হাওর অঞ্চলের জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনে গত জুলাই ২০১৪ থেকে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর সহযোগী প্রকল্প হিসেবে ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাওরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপের মত ছোট ছোট গ্রামকে বর্ষায় হাওরের প্রবল ঢেউয়ের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য ক্যালিপের আওতায় গ্রাম সুরক্ষা দেওয়াল, শুকনো মৌসুমে হাওর এলাকার বিস্তীর্ণ পথে চলাচলের জন্য ডুবো সড়ক এবং আগাম বৃষ্টির পানি থেকে ফসল রক্ষার জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ সড়ক, আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন, জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক ঢালের সুরক্ষায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব সুরক্ষা কাজে পরিবেশবান্ধব ভার্টিবার ও ব্লক ব্যবহার করা হয়। সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে ক্যালিপ।

কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ক্যালিপ। এ কার্যক্রমের আওতায় আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এই প্রকল্পটির আওতায় ১৭৫টি প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা কাজের লক্ষ্যমাত্রায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৩টিসহ এ পর্যন্ত ১৬৯টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৬টির কাজ চলমান রয়েছে। ২০০টি ভিলেজ ইন্টারনাল সার্ভিসের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১ টিসহ এ পর্যন্ত ১৯৭টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩টির কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত ২৮টি মাটির কিল্লার মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১টিসহ এ পর্যন্ত ২৮টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিলের পাড় প্রতিরক্ষার কাজে ৫০টির মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ২৩টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৭টির কাজ চলমান রয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে ৬০ কি.মি. রাস্তার ঢাল প্রতিরক্ষার কাজের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫.৮০ কি.মি. সহ এ পর্যন্ত ৫৬.৮ কি.মি. প্রতিরক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মডেল ভিলেজ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা দু'টির মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টির কাজ চলমান রয়েছে।

৪৫৩টি ব্যাচের ভোকেশনাল (দর্জি, নারী গাড়িচালক, ওয়েলডিং, প্লামবিং, হাউজ ওয়ারিং, মটর সাইকেল; মোবাইল ও পানির পাম্প রিপিয়ারিং) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণসহ এ যাবৎ ৪৫৩টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে এ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৫০৪টি ব্যাচকে পুকুরে মাছ চাষ, ৩৭৮টি ব্যাচকে এ্যাডভান্স ইম্প্রুভমেন্ট (পাট, বাঁশ, নকশি কাঁথা, ব্লক-বাটিক, কারচুপি কারুপণ্য) এবং গ্রাম বনায়ন সংক্রান্ত ২,৯৮৭ ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাওরে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। হাওর এলাকার কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২৮৬টি জলমহালে এ কার্যক্রম চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ২৭৪টি জলমহাল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) গঠন করে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত গঠিত বিইউজির মোট সদস্য সংখ্যা ১৫,৬৭৩ জন, যার মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫,৪৬৬ জন নারী। বিল ইউজার গ্রুপ এ যাবৎ এসব জলমহালের ইজারা বাবদ প্রায় ১৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। উন্নয়ন সংযোগী সংস্থা জাইকার অর্থায়নে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং ইফাদের সহায়তায় হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্প দুটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২২৭টি বিল এবং ২৬০ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪,২৫০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিতরণ করা হয়েছে। এতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন বিইউজি সদস্যরা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকল্প এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিইউজি সদস্যগণ মৎস্য আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। জলমহল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট প্রায় ৫,৯৫২ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯৮.৬৭ কোটি টাকা। মজুরি হিসেবে মৎস্যজীবীগণ প্রায় ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। লভ্যাংশ হিসেবে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলোতে খনন কাজ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, হিজল-করচ গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হচ্ছে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) ও হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিমলিপ) এর আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ১৭২টি বিলে অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা, বিল স্কিনিং, রিসোর্স ম্যাপিং, খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল অনুশীলনসহ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৯ লক্ষ ২ হাজার জলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

মাটির কিল্লা

হাওর অঞ্চলে বোরো মৌসুমে আগাম বৃষ্টিপাতের ফলে মাটির রাস্তাগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। বৃষ্টিপাত হলেও নৌযান চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। পরিবহন সমস্যার কারণে পাকা ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে হিলিপ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত কার্যক্রম 'ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)' এর আওতায় মাটির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

হাওরের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক স্থান (যেমন- খাসজমি অথবা কৃষকের স্বেচ্ছাদানের জমি) সর্বোচ্চ বন্যাসীমার নিচ পর্যন্ত মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। কৃষকেরা এসব উঁচু স্থানে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও মজুদ করেন। পরবর্তীতে পানি বেড়ে নৌযান চলাচলের উপযোগী হলে উৎপাদিত ফসল সুবিধাজনক স্থানে পরিবহন করা হয়। নির্মিত এসব উঁচু স্থান কিল্লা নামে পরিচিত। নবনির্মিত কিল্লা হাওর অঞ্চলে ফসলের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে।

বর্ষাকালে কিল্লাগুলো পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠে। পানির নিচে ডুবে থাকায় বর্ষাকালে হাওরের ঢেউয়ে কিল্লার কোনো ক্ষতি হয় না। আশেপাশের ছোট ছোট উদ্ভিদ কিল্লাকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে। কিল্লাতে গরু ছাগলও রাখা যায়। উঠতি ফসল সুরক্ষায় কিল্লার কার্যকারিতা আজ দৃশ্যমান। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় কেবল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে নির্মিত বগির কিল্লায় ১২৫ মেট্রিক টন ধান সংরক্ষণ ও মাড়াই করা সম্ভব হয়েছে। কিল্লার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় হাওর অঞ্চলে নির্ধারিত ২০টি কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১টি মাটির কিল্লাসহ এ পর্যন্ত ২৮টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ডুবো সড়ক

শুধু বসতভিটার উঁচু জায়গা ছাড়া হাওর অঞ্চল বছরের ছয়-সাত মাস পানিতে ডুবে থাকে। এ সময় চলাচল করতে হয় নৌকায়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন পানি থাকে না তখন সার্বিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জনজীবনে আসে স্থবিরতা। এতে করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এলজিইডি ডুবো সড়ক নির্মাণ করছে। এসব ডুবো সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আরসিসি নির্মিত এসব ডুবো সড়ক হাওরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ডুবো সড়ক ব্যবহার করে কৃষকরা হাওরের ধান ঘরে তুলতে পারছেন। খরচও আগের চেয়ে অনেক কমেছে, কমেছে ফসলের ক্ষতি।

ডুবো সড়ক হাওরবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এ পথ ধরে তাদের জীবন বদলে যেতে শুরু করেছে। হাওরের পানি সরে গেলেই এসব ডুবো সড়ক এনে দিচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি। ডুবো সড়ক শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর যোগাযোগের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সহজেই উপজেলা ও জেলা সদরে যেতে পারছেন। যেতে পারছেন দূরের গন্তব্যে। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৩৩টি উপজেলার হাওর এলাকায় ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত এলাকায় ৭৮০ কি.মি. ডুবো সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৮.৪৯ কি.মি. ডুবো সড়কসহ এ পর্যন্ত ৭৫৬.৯৯ কি.মি. কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২৩.০১ কি.মি. সড়কে কাজ চলমান রয়েছে।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি খরাপ্রবণ এলাকা। এ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানির সংকট প্রকট থাকায় একসময় এখানে একটি মাত্র ফসল হতো। মাটির গঠন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতার কারণে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিশেষ ধরনের গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকা অর্থাৎ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। এ বাস্তবতায় ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে এলজিইডি বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যমে উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এর আওতায় বরেন্দ্র এলাকার তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরেন্দ্র অঞ্চলে ১৫টিসহ মোট ২৪টি বিদ্যমান উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ১৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে এসডিজি -এর পরিবেশগত সুরক্ষা অংশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন ঘটেছে। ২০০৭ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে কয়েকশত প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার (ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র) নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখনও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এলজিইডি বর্তমানে ২টি প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে– বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি), এবং জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)।

এমডিএসপি

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় পল্লি এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৩০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ চলছে। জেলাগুলো হচ্ছে– বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ২২০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৯০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪০৬টির মেরামত কাজ শেষ হয়েছে। ১১৮.৪৭কি.মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব সাইক্লোন শেল্টার বছরজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন– সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদের টিকাদান, বিবাহের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের স্থান, বিরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ঈদের নামাজ আদায় ইত্যাদিতেও ব্যবহৃত হবে।

ইএমসিআরপি

২০১৭ সালের আগস্টে মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জীবন রক্ষা এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থিক সহায়তায় ' জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) বাস্তবায়ন করছে। ইএমসিআরপির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও রোহিঙ্গাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এজন্য ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আশ্রয় কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে।

বন্যা দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরই মূলত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকা ছাড়া দেশের শতকরা ৯০ ভাগ অংশই মূলত সমতল ভূমি। বর্ষায় মৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের সমতল ভূমি, বিশেষ করে তিস্তা, ব্রহ্মপুর, পদ্মা, যমুনা, সুরমা ও মেঘনা অববাহিকার অন্তর্গত অঞ্চল বন্যাকবলিত হয়। উজানের পানিতে ভেসে আসা বিপুল পরিমাণ পলিতে নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ায় অনেক নদী এখন নাব্য সংকটে ভুগছে। পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সাধারণ বর্ষায় নদীর পানি দুকূল ছাপিয়ে গ্রাম-জনপদ প্লাবিত করে। অতিবৃষ্টি হলে বন্যার বিস্তার বৃদ্ধি পায়। স্থিতিকালও প্রলম্বিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এ প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নে পরিবর্তন এসেছে। অসময়ে বৃষ্টিপাত, অল্প সময়ে অধিক মাত্রার বৃষ্টি বিপুল বন্যার সৃষ্টি করছে। বন্যার সময় গ্রামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে উঁচু-বাঁধ বা সড়কের খোলা স্থানে আশ্রয় নিতে হয়। অনেককে ঘরের চালা বা গাছের ডালে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। গৃহপালিত হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু রাখার স্থান সংকুলান না থাকায় এবং পশু খাদ্যের সংকট থাকায় তা নিম্নমূল্যে বিক্রয়ের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাপের কামড় বা পানিতে ডুবে অনেক শিশুসহ অনেকের মৃত্যু ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন এন্ড ভালনারাবিলিটি রিডাকশন (রিভার) শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয় এলজিইডি। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ১৪টি জেলায় ৫০০টি বন্যা দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সে দেশে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গণপ্রস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি সংকটগুলোর মধ্যে অন্যতম। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই সংখ্যা স্থানীয় জনগণের তুলনায় প্রায় তিনগুণ।

বাংলাদেশের আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সহজ করা ও স্থানীয় জনগণের জীবনমান বজায় রাখতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সঙ্কট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) এবং এডিবি'র সহায়তায় বাংলাদেশঃ জরুরী সহায়তা প্রকল্প (ইএপি)। এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করছে।

ইএমসিআরপি প্রকল্পের আওতায় ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ক্যাম্প অভ্যন্তরে ৩০ টি বহুমুখী কমিউনিটি সেবাকেন্দ্র (যেগুলি দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে) নির্মাণ, ১ টি আধুনিক জেটি (নদী তীরস্থ ৬ টি হাটবাজার উন্নয়ন, ১টি রিলিফ বিতরণ ও পরিচালনা কেন্দ্র, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রাখার জন্য ৯ টি মজুদ ঘর ও স্যাটেলাইট কেন্দ্র এবং ১ টি মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও ২৫৫.৭৭ কি. মি. সড়কের উন্নয়ন ও নতুন সড়কসহ ৩৪৫ মি. সেতু প্রায় ১১০০ মিটার কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ১৫৫.৩০ কি.মি. সড়ক উন্নয়নকাজ, ৩২৪ মি. সেতু ও প্রায় ৮০০ মি. কালভার্ট নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে; এবং ৭৭ কি. মি. সড়ক, ১৩০ মি. সেতু এবং প্রায় ৩০০ মি. কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এ পর্যন্ত (আগস্ট ২০২৩) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৫৮.১১ ভাগ ও ৫৩.১৪ ভাগ। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ ও ৯৬.৬৯ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

এডিবির অনুদান সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশের ১১.২৮ কি.মি. উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়ক, ১২.২১ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক, ৬৫.৩০ মি. ব্রিজ, ৩৫০.২০ মি. কালভার্ট, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মেগাক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ও ক্যাম্পের সাথে ২৪.৬৩ কি.মি. সংযোগ-স্থাপনকারী রাস্তা এবং পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের নিমিত্তে ১০.৯ কি.মি. খাল খনন, ৪টি খাবার বিতরণ কেন্দ্র, ১০টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণসহ মোট ১৫টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় ১২.৭৮ কি.মি. উপজেলা সড়ক, ১২.২০ মি. কালভার্ট, ২টি নারী নেতৃত্বাধীন কমিউনিটি সেন্টার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ৮টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার, টেকনাফে ১টি আইসিডিডিআরবি এর দ্বারা পরিচালিতব্য হাসপাতাল ও প্রশাসনিক ভবনসমূহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

দারিদ্র্যহ্রাস কার্যক্রম : চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুরু থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারী-পুরুষদের কীভাবে গ্রামীণ অবাকাঠামো উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে তৎকালীন নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচি থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

প্রচলিত প্রদ্ধতিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। এছাড়া দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগও ছিল সীমিত। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল বা এলসিএস ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণেও এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দরিদ্র পুরুষ বা দুস্থ নারী অথবা নারী-পুরুষদের দ্বারা দল গঠন করা হয়। এলসিএস পদ্ধতিতে প্রতিটি দলে নির্বাচিত একজন দলনেতা ও একজন সদস্য সচিব থাকে। প্রতিটি দলের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়। এলজিইডির কাজ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে এলসিএস দলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাজ বাস্তবায়নের শুরুতে অনুমোদিত প্রাক্কলনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তি হিসেবে অগ্রিম এবং কাজ চলমান অবস্থায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কিস্তি হিসেবে এলসিএস দলের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। কাজ শেষে চূড়ান্ত পরিমাপের ভিত্তিতে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ পদ্ধতিতে এলসিএস দলের সদস্যরা একদিকে যেমন শ্রমিক হিসেবে মজুরি পায় একই সঙ্গে সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশও পেয়ে থাকে।

কিছু কিছু প্রকল্পে নারী এলসিএস সদস্যদের দ্বারা গ্রামীণ হাট-বাজারে মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ করে তাদের মধ্যে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলসিএস দলের সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে কাজের শেষে প্রাপ্ত মজুরি এবং লাভের অংশ দিয়ে সুবিধামত ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটীর শিল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, টেইলারিং ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে এলজিইডি ৯২ হাজার ১১৭ জন নারী এবং ৪৭ হাজার ৬৮৩ জন পুরুষ অর্থাৎ সর্বমোট ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮০০ জনের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এতে ১৩২৪.০৩ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র্য হ্রাসে বিশেষ অবদান রেখেছে।

ছক-৫.১: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মসংস্থান সৃজন

ক্রমিক নং	খাত	কর্মসংস্থান (লক্ষ জনদিবস)
১	পল্লি অবকাঠামো	৮১৮.৪৫
২	নগর অবকাঠামো	১৩১.৫৫
৩	অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১৮৪.৪২
৪	রাজস্ব খাত	১৮৯.৬১
	মোট	১৩২৪.০৩

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের দুস্থ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে ২০০৮ সালের জুলাই মাসে পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরইআরএমপি)-এর কার্যক্রম শুরু হয়। রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রাখা, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়বর্ধণমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান– এই তিনটি কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত গ্রামীণ দুস্থ নারীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়। সারাদেশের সবগুলো ইউনিয়ন থেকে মোট ৫১,৭৪০ জন অতিদরিদ্র নারীকে এই কর্মসূচির আওতায় কাজের সুযোগ দেওয়া হয়।

আরইআরএমপি-এর সফল সমাপ্তির পর একই লক্ষ্যে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে চার বছর মেয়াদে আরইআরএমপি-২ অনুমোদিত হয় এবং ২০১৪ সালের এপ্রিলে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এখানেও সারাদেশের সবগুলো ইউনিয়ন থেকে নারীপ্রধান পরিবারের ৫৯,১৮০ জন অতিদরিদ্র নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়। কর্মকালীন নারীকে মজুরী হিসেবে প্রতি মাসে ৪,৫০০ টাকা দেওয়া হয়, যার মধ্যে ১,৫০০ টাকা বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেকের সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়।

কর্মসূচি শেষে নারীরা যাতে আবার আগের অবস্থায় ফিরে না যান সেজন্য তাঁদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কাজের মেয়াদ শেষে প্রত্যেক নারীর ব্যাংক হিসাবে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২,০০০ টাকা। এই অর্থ ব্যবহার করে তাঁরা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। কেউ শুরু করছেন ব্যবসা, কেউ গড়েছেন গবাদি পশুর খামার, কেউ-বা আবার করছেন কৃষি, সবজি ও মৎস্য চাষ। এভাবেই গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা এসেছেন সামাজিক সুরক্ষার বলয়ে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য এখন উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। এই হার বিশেষ করে অতিদরিদ্র্যের হার আরও কমিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত করতে ২০২০ সালে চার বছর মেয়াদে আরইআরএমপি-৩ এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের সবগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ১০ জন করে মোট ৪৪,৪৬০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এর আওতায় গ্রামীণ বাজার ও সার্ভিস সেন্টার সংযোগকারী প্রায় ৮৯ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রাখা হবে।

কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক নারী দৈনিক ২৫০ টাকা হারে মজুরী পাচ্ছেন, যার মধ্যে ৮০ টাকা সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাবে জমা থাকছে। প্রকল্প শেষে প্রত্যেক নারীর সঞ্চয় দাঁড়াবে ১,১৬,৮০০ টাকা। নারীদের প্রকল্পকালীন আয়বর্ধনমূলক ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

অধ্যায়-০৬

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ---------- ৫২

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প ---------- ৫৩

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ---------- ৫৩

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর ---------- ৫৪

ভূমি মন্ত্রণালয়

শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ---------- ৫৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

অডিটোরিয়াম ---------- ৫৫

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডায়াবেটিস হাসপাতাল ---------- ৫৫

বালিকা এতিমখানা ---------- ৫৫

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ---------- ৫৬

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

পর্যটন কেন্দ্র ---------- ৫৬

কৃষি মন্ত্রণালয়

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগরে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ---------- ৫৬

গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক জীবনমান উন্নয়নের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে এলজিইডি। দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সুফল আজ দৃশ্যমান। সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। প্রতিবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক সাফল্যে এলজিইডি নিজস্ব মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আস্থা অর্জন করেছে। ফলে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি সেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে। এলজিইডির অন্যান্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। আর তাই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প। এলজিইডি এসব কাজ বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ। দেশের চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ দুর্গম ও শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকা এবং শহরের চ্যালেঞ্জিং এলাকায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ছাড়াও অন্যান্য চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ উপাঙ্গের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি।

১৯৯০ সাল থেকে এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে কাজ করে আসছে। শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠু ও মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিইআইএমইউ) স্থাপন করা হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এবং একজন তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলীর ব্যবস্থাপনায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ৪০ জন আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে এসব কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ মাঠপর্যায়ে চলমান কাজের সার্বিক সমন্বয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলায় স্থাপিত এলজিইডির আধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়।

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত এসকল কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)-এর প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)-র সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা শিক্ষা কমিটি সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৭,৯৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ এবং ৩২৫টি বিদ্যালয় মেরামত, ৭৬১টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ১৩৩টি ইউআরসি/পিটিআই/ইউইও/ডিপিইও/ সম্প্রসারণ/মেরামত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি এ পর্যন্ত বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৩৫টি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নিয়েছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের সবগুলো জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ৩৬২টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হবে। নির্মিত অবকাঠামোর সঙ্গে ওই স্থানের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকবে। ইতোমধ্যে ৩৪৮টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৭টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪১টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৬টি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ/জাদুঘরের নির্মাণ শেষ হয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে।

পাঁচতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনের নিচতলা এবং দ্বিতীয়তলায় বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রতি তলায় ৬টি করে মোট ১২টি দোকান থাকবে। তৃতীয়তলায় সামাজিক ব্যবহারের জন্য হল রুম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস এবং লাইব্রেরি কাম মিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থাকবে। দোকান, হল রুম ও ছাদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হবে, যা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে ৪৭০টি উপজেলায় কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৩৬টি ভবন নির্মাণ শেষ করা হয়েছে এবং ১০টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫টির নির্মাণ শেষ হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

গাজীপুর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তরের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কের এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কটি গাজীপুর সদর ও শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত। সাফারি পার্কটি দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পর্যটন, শিক্ষা, গবেষণা, চিত্তবিনোদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। সারাদেশে বন্যপ্রাণির সংরক্ষণে ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কটির উন্নয়ন করা হচ্ছে। গৃহীত প্রকল্পের আওতায় পার্কে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও যানজট নিরসনে এ্যাপ্রোচ সড়ক, পার্কের বাইরে সিকিউরিটি সড়ক, ৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি সেতু এবং পার্কের অভ্যন্তরে এইচবিবি সড়ক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের ১০০% ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং সাফল্যের সাথে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ও জনসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই, আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত উন্নত সেবা প্রদান এবং ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত ভৌত সুবিধা প্রদান করা। একই সঙ্গে ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত জনবলের পেশাগত ও আইটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি। পার্বত্য তিনটি জেলা বাদে দেশের অন্য ৬১ জেলার মহানগর, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব ভূমি নির্মাণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের আওতায় সারাদেশে ক্রমান্বয়ে ৩,৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পের প্রথম পর্বে সমতল এলাকায় ৯৮৭ টি এবং হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় ৫৭টি ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে। সমতল এলাকায় দুইতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,০৩৫ বর্গফুটের একতলা ভবন এবং হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় তিনতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,২১০ বর্গফুটের দুইতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১,০৪৪টি ভূমি অফিসের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

অডিটোরিয়াম

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ বর্তমানে শান্তিগঞ্জ একটি নবসৃষ্ট উপজেলা, এই উপজেলায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকারি অথবা বেসরকারি পর্যায়ে কোন মিলনায়তন অথবা অডিটোরিয়াম নেই। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় জনসাধারণের সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ৪০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় সুপারিশ করেছেন। স্থানীয় জনসাধারণের জরুরি চাহিদা, সরকারি দপ্তরসমূহের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করার লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় ১২৮০ বর্গমিটারের দ্বিতল একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডিকে বরাদ্দ প্রদান করেন। অডিটোরিয়ামটিতে আধুনিক মঞ্চ, ড্রেসিং রুম, ট্রায়াল রুম, ৪০০ আসন বিশিষ্ট গ্যালারী, ৩০-আসন বিশিষ্ট ভিআইপি লাউঞ্জ, সাউন্ড সিস্টেম, স্টেজ ও অডিটোরিয়াম লাইটিং, আধুনিক পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, কার পার্কিং, সুপরিসর লবিসহ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। কর্মসূচিটি জানুয়ারি ২০১৬ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে, কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডায়াবেটিস হাসপাতাল

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত। বিশ্বে প্রতিবছর ৩ লক্ষাধিক ডায়াবেটিক রোগী শনাক্ত হচ্ছে। এদেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ডায়াবেটিক ঝুঁকিতে রয়েছে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিকে আক্রান্ত রোগীর হার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। এ বাস্তবতায় দেশের ডায়াবেটিক সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দেশের ৮টি জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে। এই নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং সমিতি ২০-৩০ ভাগ অর্থায়ন করছে। ডায়াবেটিক সমিতিগুলো কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ দুস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র রোগীর মধ্যে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস চিকিৎসা দেবে। এলজিইডি সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নীলফামারী, লক্ষীপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা , মাগুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা এবং সুনামগঞ্জ জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ করছে। ইতঃপূর্বে নীলফামারী, লক্ষীপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, মাগুরা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কুমিল্লা ও সুনামগঞ্জ জেলার ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে।

বালিকা এতিমখানা

দেশব্যাপী এতিম ও পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত শিশুদের লালনপালন করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোহনগঞ্জে একটি এতিমখানা নির্মাণের জন্য এলজিইডিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বত্বাধিকারী সংস্থার চাহিদাস্বরূপ ১,৩৪০ বর্গমিটার এর ৫তলা একটি ভবন নির্মিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানার এতিম শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে শিশুদের পরিচর্যা নিরাপত্তা, শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে যেন তারা পরবর্তীতে শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। সমাজের অনগ্রসর সুবিধা বঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুদের যথাযথ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য স্বত্বাধিকারী সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরের চাহিদানুযায়ী এলজিইডি উপযুক্ত ও মানসম্মত আবাসন, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, মানসম্মত টয়লেট ইত্যাদির সুযোগ রেখে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়ন

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, দিরাই, সুনামগঞ্জ শীর্ষক কর্মসূচিটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এতিম ও অসহায় মেয়েরা জীবনমান উন্নয়নের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণসহ সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ মাধ্যমে মেয়েরা চাকুরী ও আয়ের সুযোগ পাবে। সর্বপরি এতিম ও অসহায় কিশোরীদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। কর্মসূচিটি জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

পর্যটন কেন্দ্র

নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। আদর্শ নগরের পর্যটন কেন্দ্রটির তিনদিকে হাওর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এছাড়াও উক্ত স্থানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি কলেজ ও একটি বড় বাজার আছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে মানসম্মত আবাসিক ভবন, ক্যাটারিং সুবিধা ও বিনোদনের সুবিধা রেখে ভবন নির্মিত হয়। যার ফলে উক্ত স্থানে ভ্রমণ করতে পর্যটকগণ আগ্রহী হবেন এবং হাওর এলাকার বৈচিত্র্য উপভোগ, স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হবেন। স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাবে, পণ্যের প্রচার ও প্রসার হবে ফলে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও স্থানীয় আদিবাসীকে পর্যটকবান্ধব হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই কর্মসূচির আওতায় দুই তলা ভবন, অভ্যন্তরীণ সড়ক ও মাটি ভরাট, প্রধান ফটক ও বাউন্ডারি ওয়ালের কাজগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচিটি জুলাই ২০১৯ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে, কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পদলভুক্ত কৃষকের দ্বারা নিরাপদ উচ্চমূল্য সম্পন্ন ফসল উৎপাদন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমানো, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের ফসলের লাভজনক মূল্য পাওয়া নিশ্চিত হবে। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয় ভবন ৪-তলা ফাউন্ডেশন ৩-তলা দুইটি অফিস ভবন নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০২০ এ শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের এলজিইডি অংশের গড় অগ্রগতি ৪৫%।

অধ্যায়-০৭

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

ভূমিকা-- ৫৮
প্রশাসনিক ইউনিট-- ৫৯
পরিকল্পনা ইউনিট -- ৬১
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট-- ৬৪
আইসিটি ইউনিট --- ৬৭
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট-------------------------- ৭১
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট-- ৭৪
প্রশিক্ষণ ইউনিট --- ৭৬
ডিজাইন ইউনিট --- ৭৮
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট --- ৮০
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট --- ৮২
সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ------------------------------- ৮৪

ভূমিকা

এলজিইডি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা, যার যাত্রা শুরু হয়েছিলো ১৯৮৪ সালে এলজিইবি নামে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এটি এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর কাজের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। শুরুতে কেবল গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করলেও পরবর্তীতে গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয় এলজিইডি। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের নানান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডিকে সম্পৃক্ত করা হয়। এসবের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ; নগর এলাকার কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, পৌর মার্কেট ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এবং বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।

বাংলাদেশের সমতলভূমি, পাহাড়, বরেন্দ্র অঞ্চল, বিস্তীর্ণ হাওর এবং উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে এলজিইডির কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। মূলত প্রধান তিনটি সেক্টরের আওতায় এলজিইডির অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। এগুলো হচ্ছে– পল্লি উন্নয়ন সেক্টর , নগর উন্নয়ন সেক্টর এবং পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর। তিনটি সেক্টরের কাজগুলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদানের জন্য তিনটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মনিটরিং, কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে এলজিইডিতে ১৪টি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। একটি ইউনিট সাধারণত একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অধীনে পরিচালিত হয়। একাধিক ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে পরিচালিত হয়ে থাকে, যাকে উইং হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এলজিইডির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে এলজিইডি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশে বেকার সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ ও দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে এলজিইডির ভূমিকা অপরিসীম, যা দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্রকেই বদলে দিয়েছে। এই সফলতার পেছনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছে এলজিইডির ইউনিটসমূহ। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম ও কাজের অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক-৭.১: এলজিইডির উইং* ও ইউনিটসমূহ

উইং*	ইউনিট		
পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	সড়ক ও সেতু বাস্তবায়ন এবং ভবন ব্যবস্থাপনা		
সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক নিরাপত্তা		
প্রশাসন	নিয়োগ ও পদায়ন, শৃঙ্খলা ও তদন্ত, আইন এবং ইলেকট্রো মেকানিক্যাল		
নগর ব্যবস্থাপনা	নগর ব্যবস্থাপনা		
ডিজাইন ও পরিকল্পনা	সেতু ডিজাইন	সড়ক ও ভবন ডিজাইন	পরিকল্পনা
মনিটরিং, অডিট ও প্রকিউরমেন্ট	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	প্রকিউরমেন্ট ও অডিট	আইসিটি
মানবসম্পদ	মানবসম্পদ এবং পরিবেশ ও জেন্ডার	মাননিয়ন্ত্রণ	
পানিসম্পদ	পানিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ	পানিসম্পদ অবকাঠামো পরিকল্পনা	

* উইং নামটি প্রস্তাবিত

প্রশাসনিক ইউনিট

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪। এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিট সরাসরি প্রধান প্রকৌশলী পরিচালনা করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ তাঁকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। জনবল নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও আইন এবং ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কর্মকাণ্ড প্রশাসনিক ইউনিটের আওতায় সম্পাদিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডিতে রাজস্ব কাঠামোভুক্ত কার্যসহকারী পদে ৪০০ জন, সার্ভেয়ার পদে ৮৮জন, ইলেকট্রিশিয়ান পদে ৮৪ জন এবং মুয়াজ্জিন পদে ০১ জন কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে ৩ জনকে পদোন্নতি এবং ১১ জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে ২৪ জনকে পদোন্নতি এবং ১০ জনকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী পদে ১৩১ জনকে পদোন্নতি এবং ২৬ জনকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে ৭৮ জনকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত এক বছরে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিবরণ চিত্র ৭.১ -এ দেখানে হলো:

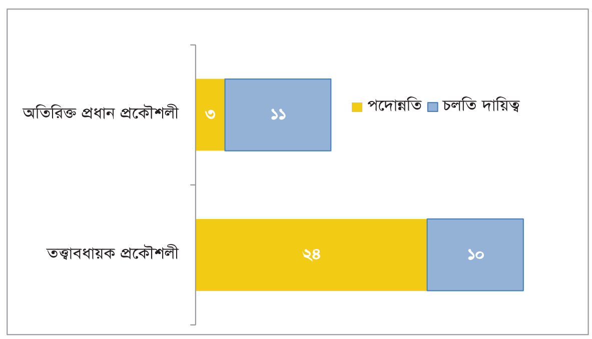

চিত্র-৭.১: বিগত এক বছরে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির চিত্র

অবসর গ্রহণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডিতে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৫১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গিয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য এলজিইডি তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

বিভাগীয় মামলা

কর্তব্য পালনে অবহেলা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ৩৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৬টির ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান এবং ৭টি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। ২১টি মামলা চলমান রয়েছে।

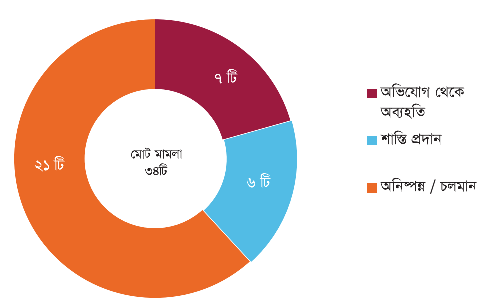

চিত্র-৭.২: বিভাগীয় মামলা

কৈফিয়ত তলব

জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ সময়ের মধ্যে কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগে ১১৯ জন প্রথম শ্রেণির এবং ২২ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। ০৬ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে কর্তব্যে অবহেলায় কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

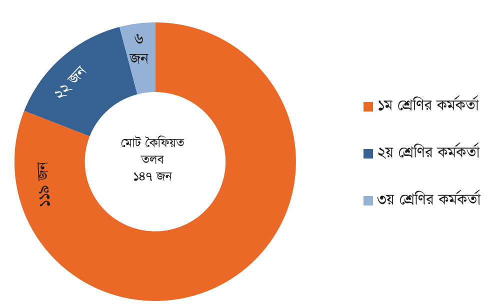

চিত্র-৭.৩: কৈফিয়ত তলব

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আলোকে আইন-কানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, চরিত্র পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফিরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আলোকে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ২০১২ সালের ১৮ অক্টোবর মন্ত্রীসভা বৈঠকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পত্রের দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (ভিষন): সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা

অভিলক্ষ্য (মিশন): রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা

সফলতার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনা ইউনিট

১৯৮২ সালের অক্টোবরে ‘পূর্ত কর্মসূচি’-এর আওতায় প্রথমবারের মতো সরকারের উন্নয়ন বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ শুরু করে। নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বা আইআরডব্লিউপি দিয়েই এই অভিযাত্রা শুরু। এ সময় বিশেষ পল্লীপূর্ত কর্মসূচির প্রকল্প ছক এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩: বৃহত্তর সিলেট জেলা শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। সে সময় প্রকল্প প্রণয়নে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প তৈরিতে প্রথমে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই এবং পরে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্পের ধারণাপত্র বা প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার (পিসিপি) তৈরি করা হতো। পিসিপি অনুমোদিত হলে তার ওপর ভিত্তি করে ‘প্রকল্প প্রস্তাব’ বা প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিপি) প্রণীত হতো। পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার হলে দুটি পৃথক দলিলের পরিবর্তে পিসিপি ও পিপি-র সমন্বিত রূপ হিসেবে ‘উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব’ বা ডিপিপি প্রবর্তন করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পিপি তৈরি হলেও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর পদ সৃষ্টির পর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ৯০ দশকের শেষে এলজিইডিতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিট উপরোক্ত কাজ ছাড়াও খাদ্য সহায়তায় গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকি করেছে। ফলশ্রুতিতে দেশের বর্তমান পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক এর মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইউনিট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর অধিক্ষেত্রভুক্ত। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি টিম এ ইউনিটে কাজ করছে। পরিকল্পনা ইউনিট সাধারণত তিন ধরনের প্রকল্প/কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে, যথা- বিনিয়োগ প্রকল্প, কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প এবং সমীক্ষা/স্টাডিজ। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (পিডিপিপি) প্রস্তুত করে থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত ডিপিপি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট ২৬টি ডিপিপি প্রণয়ন ও ৩৬টি ডিপিপি সংশোধন করে। এই অর্থবছরে ২১টি নতুন ডিপিপি এবং ২২টি সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

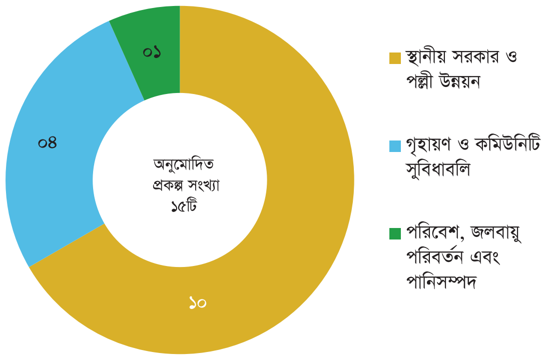

চিত্র ৭.৪: ২০২২-২০২৩ বিভাগ ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

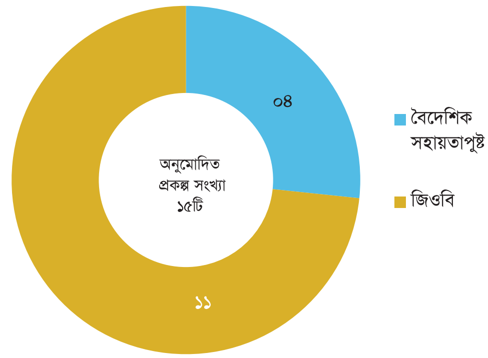

চিত্র ৭.৫: ২০২২-২০২৩ আর্থিক সংস্থানভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

প্ল্যানবুক

এদেশের পল্লি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৮৭০ সালে চৌকিদারী আইন, ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯ সালে বেঙ্গল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্টসহ ১৯৫৩ সালে ভি-এইড বা ভিলেজ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ও ১৯৬২ সালে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের পর সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ সকল কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় প্রায় শত বছর ধরে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মিত হলেও তা কোনো মানচিত্রভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় করা হয়নি। স্থানীয়ভাবে অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে এসব নির্মাণ কাজ অনেকটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে করা হতো। কোনো পদ্ধতি বা ভৌগলিক অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এতে সংশ্লিষ্ট ছিল না।

এ প্রেক্ষাপটে সঠিক স্থান নির্বাচন, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিরিখে স্কিমগুলো কীভাবে সঠিক পরিকল্পনাভিত্তিক হতে পারে সেই বিবেচনায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উপজেলা ও ইউনিয়ন প্ল্যানবুক প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই প্ল্যানবুক অনুযায়ী এলাকার মানচিত্রভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিলো স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

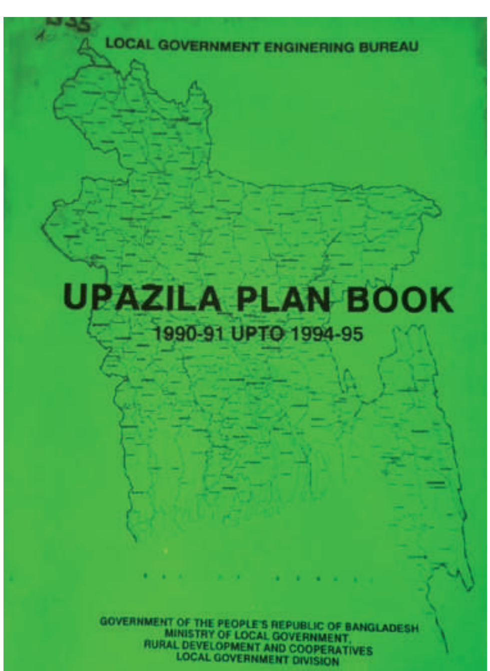

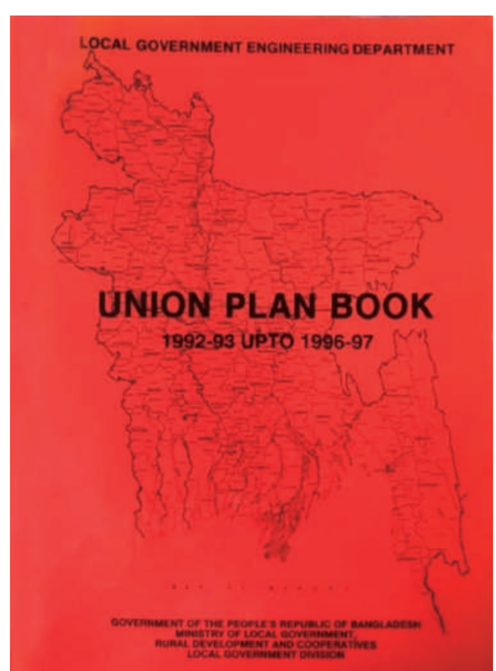

উপজেলা প্ল্যানবুক

গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে স্কিম চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ১৯৯০-১৯৯১ থেকে ১৯৯৪-১৯৯৫ মেয়াদে উপজেলা প্ল্যানবুক তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্ল্যান বুকের আওতায় সড়ক, ড্রেনেজ, বাঁধ, সেচ ও ভূমি ব্যবহারের ওপর ৩৬টি নকশা প্রণয়ন করা হয়। স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে এ প্ল্যানবুকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, হাটবাজার উন্নয়ন, পুকুর খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও সেচ সুবিধাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্ল্যানবুকটি হালনাগাদকরণে উপজেলা পরিষদসমূহের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন প্ল্যানবুক

স্থানীয় জনসাধারণের অনুভূত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সড়ক, সেতু/কালভার্ট, ক্ষুদ্র পরিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামো যেমন- বাঁধ, খাল, স্লুইসগেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, গোডাউন, স্কুল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডি ১৯৯২-১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬-১৯৯৭ মেয়াদে ইউনিয়ন প্ল্যানবুক তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে।

উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশের সব উপজেলার জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত নগরায়নে দিক-নির্দেশনা হিসেবে এ মাস্টারপ্ল্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চলমান 'উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ৮টি নতুন উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং ৪টি উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান পর্যালোচনা করা হবে। মাস্টারপ্ল্যানে প্রত্যেক উপজেলায় -উপযুক্ত আবাসন, হাসপাতাল, মার্কেট, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ, কৃষি খামার, শিল্প কারখানার জন্য স্থান নির্ধারণ করা থাকবে।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডিতে ডেল্টা সেন্টার গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সারাদেশে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে এলজিইডি ১৭টির বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ সম্পর্কিত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, ডিপিপি প্রণয়ন, অনুমোদন ও সফল বাস্তবায়ন এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫-২০৩০ মেয়াদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২টি সূচক রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ০৯টি অভীষ্টের সাথে এলজিইডির কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডির এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে এ ইউনিট থেকে এলজিইডির এসডিজি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এলজিইডিতে গঠন করা হয়েছে এসডিজি সেল। এসডিজি সূচক ৯.১.১ এর তথ্য/উপাত্ত প্রদানের জন্য এলজিইডি দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ উপাত্ত প্রদানের কাজও এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এছাড়া, এ বিষয়ক বিভিন্ন সভা/সেমিনার/কর্মশালায় এলজিইডির পক্ষে এ শাখার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং এই শাখার একজন নির্বাহী প্রকৌশলীকে এসডিজি ফোকালপয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মতো বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান (এনএপি) প্রণয়ন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে আগামী ২৮ বছরে বাংলাদেশের মূল পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘঅচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতে ১১টি ক্লাইমেট স্ট্রেস এলাকা এবং ১১৩টি ইন্টারভেনশন বিবেচনা করা হয়েছে। এলজিইডির নতুন/চলমান প্রকল্পসমুহ এই পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ডিজাস্টার ইম্পেক্ট এসেসমেন্ট

জলবায়ু এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রকল্পের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে তা নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ডিআইএ-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ৬৪টি জেলায় ডিআইএ পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় টুল 'ডিজিটাল রিস্ক ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম (ডিআরআইপি)' তৈরি করা হয়েছে। নতুন প্রকল্প প্রণয়নকালে এ প্লাটফর্ম ব্যবহার করে প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ও ঝুঁকি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে

প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজনে পরিকল্পনা ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জুন ২০২২ সালে প্রকাশিত 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' এর আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা ইউনিট কর্তৃক জুন ২০২৩-এ সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

(পিপিএস) সফটওয়্যার এর ব্যবহার

প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রজেক্ট প্রসেসিং, অ্যাপ্রাইজাল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিপিএস) সফটওয়্যার চালু করেছে। পরিকল্পনা ইউনিট হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্প হতে ৬টি নতুন প্রকল্প পিপিএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনলাইনে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম

বেশির ভাগ পল্লি সড়ক নির্মাণের ৫-১০ বছরের মধ্যে লাইফ টাইম শেষ হয়ে যায় এবং তখন এসব সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করার প্রয়োজন হয়। এসব রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করতে গিয়ে সড়কের পুরনো ম্যাটেরিয়াল তুলে ফেলে নতুন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে পুনঃনির্মাণ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব পুরনো স্যাল্‌ভেজ ম্যাটেরিয়াল আবর্জনা হিসেবে রাস্তার পাশের জমিতেই ফেলে দেয়া হয়, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো স্যাল্‌ভেজ ম্যাটেরিয়াল পুনর্ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে সু-নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয়না। গবেষণা সেলের আওতায় স্যাল্‌ভেজ ম্যাটেরিয়াল পুনর্ব্যবহার বিষয়ক একটি গবেষণা কার্যক্রম এ বছর সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এ গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট

শুরুতে এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প মনিটরিং এর কাজ প্রকল্প প্রণয়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ দশকের প্রথম দিকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেকশন বা এমআইএস স্থাপন করা হয়। এরপর একই দশকের শেষের দিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইউনিট (পিএমএন্ডই) গঠন করা হয়। সেই থেকে এ ইউনিট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এই ইউনিট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (এমএন্ডই) ইউনিট নামে পরিচিত। প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমএন্ডই ইউনিট ব্যাপক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে, যা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ইউনিট এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিল অবমুক্তকরণে সহযোগিতা করে এ ইউনিট। এছাড়া প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিভাগীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমএন্ডই ইউনিট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় সংসদের চাহিদা নিয়েও কাজ করে। এ ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নির্ধারিত ছকে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণসহ তাৎক্ষণিক বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন সরবরাহ করে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর গুনগত রক্ষার বিষয় সরেজমিনে পরীবিক্ষণের জন্য এলজিইডি ২০টি পরিদর্শন দল। এসব দল এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন এমএন্ডই ইউনিটের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে পাঠানো হয়। এছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সরবরাহ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন এর সঙ্গে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং ডিপিইসি, পিইসি, একনেক সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত আইবিএএস প্লাস প্লাস (iBAS ++) সফটওয়্যার-এ ওই সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়।

প্রতি অর্থবছর শেষে এলজিইডির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন অনলাইনে এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনা অনুযায়ী মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা আর্থিক বছরের শুরুতেই এপিএ প্রণয়ন করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী এবং এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলাওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সে অনুযায়ী বছরব্যাপী এপিএ বাস্তবায়নপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয় এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়।

প্রাক-এডিপি পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাসওয়ারি অগ্রগতি, তুলনামূলক কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টিম, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গুণগতমান রক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট নিবিড় তদারকি করে থাকে।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানসহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় তদারকি করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৬টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বছরে অন্তত একবার এলজিইডি সদর দপ্তরে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে এলজিইডির কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় এলজিইডির সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক ইস্যুতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জবাব প্রদানের জন্য প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৩৭৪টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডির প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

জাতীয় দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকায় এলজিইডি কার্যক্রম বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট ১,৩৮৮টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সাফল্যসূচক সংবাদ ছিল ১৯৮টি। যাচাই করে দেখা যায় ৬২টি সংবাদ ভিত্তিহীন এবং ১০৪টি এলজিইডি সংশ্লিষ্ট নয়। অবশিষ্ট সংবাদের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস ছক ৬.১ এ দেখানো হলো:

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৮৮০টি (মৌখিকভাবে ১৪৮টি ও পত্র আকারে ৭৩২টি) নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ কাজের ২১৫টি সংশোধন করা হয়েছে। ৪০২টি সংবাদের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ২৬৩টি সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ছক ৭.২: জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩ সময় বিষয়ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের সংখ্যা

নং	যে বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে	সংখ্যা
১	ব্যক্তিগত, দাপ্তরিক ও দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম	১৫টি
২	উন্নয়নমূলক কাজের মন্থর গতি অথবা পরিত্যক্ত	১৮৪টি
৩	বাস্তবায়িত ও চলমান কাজের ত্রুটি সংক্রান্ত	১৫২টি
৪	সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের দাবি	৩২০টি
৫	নতুন সেতু নির্মাণের দাবি	১৬৭টি
৬	অন্যান্য	৪২টি

পরিদর্শন দলের সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের গুণগত মান রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে সারাদেশে এলজিইডির অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শন দল গঠন করা হয়। বর্তমানে ২০টি অঞ্চলের প্রতিটির জন্য একটি করে পরিদর্শন দল রয়েছে। প্রতিদলে বিভিন্ন স্তরের ৩ জন প্রকৌশলী রয়েছেন। এসব দল মাসিকভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণগুলো প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করে। রিপোর্ট মূল্যায়নের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৮টি পরিদর্শন টিম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২০টি পরিদর্শন টিম এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা

করে ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশ প্রদানসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলজিইডির পরিদর্শন টিমের পরিদর্শনে ১,৪২৪টি কাজের মধ্যে ৪১৫টি ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩০৭টি কাজ সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০৮টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়া গত অর্থবছরে বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ ২৭০টি স্কিম পরিদর্শন করে ৩৯টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ৩১টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অধিকন্তু ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৯৩০টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ২০৭টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ১৫৩টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৪টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ১,২৪৭টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৫০১টি কাজকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার মধ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৪২৩টি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৮টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ছক ৭.৩: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কাজ পরিদর্শন ও গৃহীত ব্যবস্থা

পরিদর্শন দল	মোট পরিদর্শন	ত্রুটিপূর্ণ	সংশোধন	সংশোধন চলমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	২৭০	৩৯	৩১	৮
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯৩০	২০৭	১৫৩	৫৪
প্রকল্প পরিচালক	১,২৪৭	৫০১	৪২৩	৭৮
পরিদর্শন টিম	১,৪২৪	৪১৫	৩০৭	১০৮
মোট	৩,৮৭১	১,১৬২	৯১৪	২৪৮

আইসিটি ইউনিট

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশজুড়ে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। এলজিইডি গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিক থেকে সংস্থার সদর দপ্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু করে। ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। সদর দপ্তরে ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় ই-জিপি, ই-নথিসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম সহজ ও নির্ভুল করার জন্য বেশ কিছু কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি)-এর নেতৃত্বে আইসিটি ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশেন সিস্টেম (এমআইএস) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মে মাসে জিআইএস ও এমআইএস সেকশন অন্তর্ভুক্ত করে আইসিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিআইএস

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে প্রথম পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডিতে জিআইএস স্থাপন করা হয়। সারাদেশের সকল উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ তখন থেকেই হাতে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ২০০৮ সালে সারাদেশের সব উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পর ২০১১ সালের ১২ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ উন্মুক্ত করেন।

উদ্দেশ্য

জিআইএস ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জিআইএস প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক তথ্য বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষণ করা হয়। এসব তথ্য জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এই ডাটাবেজ ও তথ্য স্থানীয় অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

নিয়মিত কার্যক্রম

- জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ হালনাগাদ করা
- সড়কের ইনভেন্টরি অনুসারে রোডম্যাপ হালনাগাদ করা
- জেলা ও উপজেলা ম্যাপ হালনাগাদ করা
- এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ম্যাপ প্রস্তুত।

চলমান কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে আরসিআইপি প্রকল্পের আওতায় ডেস্কটপ বেজড "আরএসডিএমএস" সফটওয়্যারকে ওয়েববেজড সফটওয়্যার এ পরিণত করার কাজ চলছে, যা এলজিইডির গ্রামীণ সড়ক ও সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তদারকির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে। উল্লেখ্য, এই সফটওয়্যারটি সারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলা ও ইউনিয়নের সকল রাস্তা, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় তথ্য ধারণের কাজে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে এই সফটওয়্যারের বিটা ভার্সন প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশের ৩,৫৫,০০ কিমি রাস্তার সার্ভে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার তথ্য এই সফটওয়্যারে সংরক্ষিত থাকবে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জেলা ও উপজেলা ম্যাপ

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে পুরোনো থানা ম্যাপ, টপো ম্যাপ, স্যাটেলাইট ইমেজ ও এরিয়াল ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে থানা বেইজ ম্যাপ তৈরি শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ডিজিটাইজিং টেবিল ব্যবহার করে এসব ম্যাপের জিও রেফারেন্সিং ও ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথমে জিপিএস সার্ভে এবং পরে স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় মাঠপর্যায়ে এসব ম্যাপের সঠিকতা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২০০৮ সালে সারাদেশের উপজেলা ম্যাপ তৈরি সম্পন্ন হয়। এসব ম্যাপ ল্যামবার্ট কনিকাল কো-অর্ডিনেট (এলসিসি) সিস্টেমে ১:৫০০০০ স্কেলে প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যাপে সড়ক, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ ১৯ ধরনের তথ্য রয়েছে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

প্রকল্পভিত্তিক ম্যাপ

প্রস্তাবিত বা বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় যাতে করে সহজে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। পাশাপাশি সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তথ্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে যুক্ত করা হয়েছে। এবং সে মোতাবেক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

পৌরসভা ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ এলজিইডির জিআইএস সেকশনে সংরক্ষিত আছে। পাশাপাশি ম্যাপসমূহ ওয়েব পোর্টালেও দেখা যায়।

অন্যান্য বিশেষ ধরনের ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় হ্যাজার্ড ম্যাপ, এ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপ, ডিজাস্টার ভালনারাবিলিটি ম্যাপ, জেলা অফগ্রিড ম্যাপ, ট্রাফিক মুভমেন্ট ম্যাপ, স্লাম এরিয়া ম্যাপসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই)

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই) প্রস্তুতির কাজ চলছে, যেখানে নীতিমালা প্রণয়ন, ডাটা শেয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে এলজিইডি মুখ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ও চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ১৫,১৮৪টি বিদ্যালয়ের টপোগ্রাফিক সার্ভে করা হচ্ছে। এর মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৯৫টি এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে টোটাল স্টেশনের মাধ্যমে সার্ভে করা হবে। সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক জিআইএস এমআইএস অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতির কাজ চলছে। টোটাল স্টেশন ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ১১,৫৭৭টি বিদ্যালয়ের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্ভে কাজও সম্পন্ন হয়েছে। নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের তথ্য মোতাবেক ডেটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে।

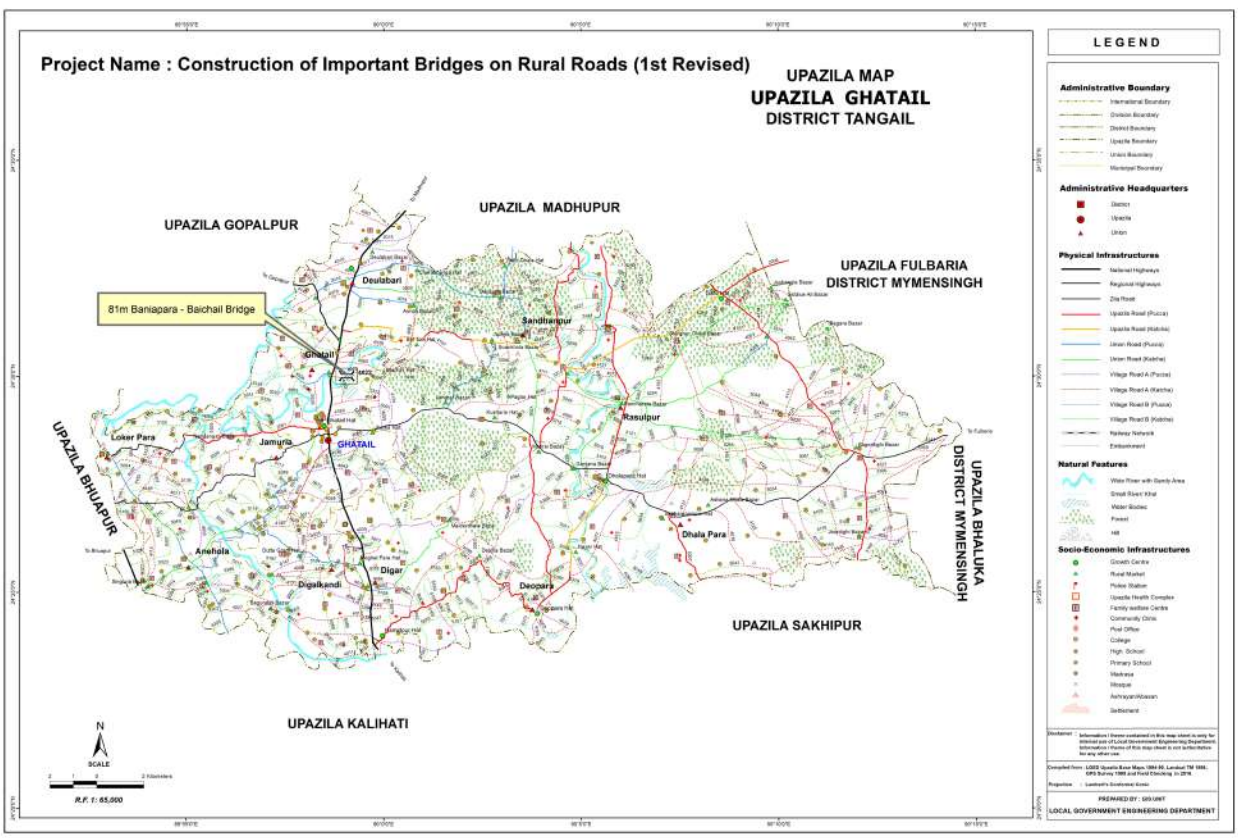

এমআইএস

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা এমআইএস, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সহজে ও সুচারুরূপে সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিয়মিত কার্যাবলী

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)-এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর ও ঢাকা এনেক্স ভবনের সব কম্পিউটার ও মোবাইলে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এলজিইডি সদর দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগের গতি ৫৮২ এমবিপিএস, যার মাধ্যমে প্রায় ৪,৮৬৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন। ল্যানের মাধ্যমে ৮৪৪ জন ব্যবহারকারীকে আধুনিক আইপি ফোন ব্যবহার করে ইন্টারকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

- এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের (এ্যানেক্স ভবন) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ল্যানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ওয়েব প্রক্সিসার্ভার ও সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলজিইডির ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন তৈরি, ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- ই-মেইল, এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্ত-রীণ ও বহির্ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা।

এমআইএস সুবিধা

ল্যান, ইন্টারনেট ও আইপি ফোন

ল্যান দ্বারা স্বল্পদূরত্বে থাকা কম্পিউটার, প্রিন্টারসহ অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে একাধিক ব্যবহারকারী কমন রিসোর্স দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন, ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়। এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ল্যানে সংযুক্ত রয়েছে। ল্যানে ৩,৬৪৮টি পোর্টের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ৩,১৭৪টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারে সংযুক্ত রয়েছে।

ওয়েবসাইট

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.lged.gov.bd) চালু করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে এই ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেজ রয়েছে। স্থানান্তরিত ওয়েবসাইটির সঙ্গে পুরাতন ওয়েবসাইটের সংযোগ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এনওসি ও জিও ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেজ তৈরি করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে এলজিইডির মোট ২,৫২০টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি এলজিইডি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

এলজিইডি ওয়েব-মেইল সার্ভিস

এলজিইডির সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দের পদবি অনুযায়ী ইমেইল আইডি রয়েছে, যা এলজিইডির আইসিটি ইউনিট কর্তৃক নিজস্ব ইমেইল সার্ভিস দ্বারা ২০১১ সাল থেকে পরিচালিত। এছাড়াও ই-জিপি সিস্টেমে দরপত্র প্রকাশ করার কাজে রিকভারি ইমেইল হিসাবে দপ্তরসমূহের ইমেইল আইডি তৈরি করা রয়েছে। নিয়মিত ইমেইল আইডি'র পাশাপাশি ই-জিপি আইডি রিকভারি ইমেইলসহ প্রায় ৫০০০ ইমেইল আইডি রয়েছে। এই মেইল সার্ভিস দ্বারা প্রশাসনিক সকল গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাগজপত্র অতি সহজে দ্রুতসময়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও, সকল ইমেইল আইডির প্রয়োজনীয় স্টোরেজ সুবিধাসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। বর্তমানে এই ইমেইল সার্ভিস এলজিইডির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। এলজিইডি আইসিটি ইউনিট নিজস্ব জনবল দিয়ে নিয়মিত এই সার্ভিস এলজিইডি সদর দপ্তরসহ সারাদেশে এলজিইডির মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে দিয়ে আসছে।

এ্যান্টি-ভাইরাস

২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটারে ভাইরাস গার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে, এতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের আলাদা এন্টিভাইরাস ক্রয় করতে হয় না।

পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

এলজিইডির প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েবভিত্তিক পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে সকল বদলি-পদোন্নতি বিষয়ক কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ই-টিকেটিং

ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের প্রতিদিনের আইটি বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের রেকর্ড রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহারকারী তাদের ফিডব্যাক দিতে পারেন। ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক ও মাল্টিমিডিয়া বিষয়ক প্রায় ৬,৫৮৫টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এলজিইডি সদর দপ্তরসহ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্বের নিয়মের পাশাপাশি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমেও বিভিন্ন নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এমআইএস সেকশন এ সংক্রান্ত কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে।

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী এলজিইডির সকল সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তর করার কাজ চলছে, যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন নাগরিক তার উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য দেখতে পারবেন এবং কাজ সম্পর্কিত মতামত জানাতে পারবেন।

সার্ভার রুম

এলজিইডি সদর দপ্তরে অবস্থিত নিজস্ব সার্ভার রুমে সকল নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং ২৭টি ফিজিক্যাল সার্ভার রয়েছে। এছাড়াও একটি পাওয়ার রুমের মাধ্যমে সকল ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২৬টি ফিজিক্যাল সার্ভারে ৪৪টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস রয়েছে; এছাড়া সম্প্রতি সার্ভার রুমে ২০ টেরাবাইট সেন্ট্রাল স্টোরেজ (এসএএন) এবং ১২ টেরাবাইট স্টোরেজসহ ব্যাকআপ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

এলজিইডির সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট

এলজিইডি জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। পল্লি সড়ক ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে। বিগত তিন দশকে উপজেলা সড়ক সম্প্রসারণে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। একইসঙ্গে ইউনিয়ন সড়কগুলো গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

বছরব্যাপী সড়ক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় দুর্ঘটনাও। ফলশ্রুতিতে পরিবহন সেবার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরে প্রথম স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রদান করে। দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য ১৯৯৯ সালে এলজিইডিতে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স সেল (আরআইএমসি) গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে এর নামকরণ করা হয় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (আরআইএমএমইউ), যা ২০১১ সালে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট (আরএমআরএসইউ) এ রূপান্তরিত হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর নেতৃত্বে ২০ জনবল নিয়ে এ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য

- পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষতির হার কমিয়ে আনা;
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও দ্রুত পরিবহন নিশ্চিত করা;
- পরিবহন ব্যয় কমানো;
- অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়ন;
- নিরবচ্ছিন্ন সড়ক পরিবহন সুবিধা প্রদান;
- সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন;
- দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনা;
- সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা উন্নয়ন।

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, নীতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় তা হলো:

<table>
<tr><td rowspan="2">বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট (এ্যাক্ট) (ইসিএ) ১৯৯৫ (রিভাইজড ২০১০)</td><td>পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা</td><td>বাংলাদেশ ন্যাচারাল ওয়াটার বডিস কনজারভেশন অ্যাক্ট ২০০০</td><td rowspan="2">সড়ক পুনঃশ্রেণীবিন্যাস গেজেট ২০১৭ এবং রোড ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড ২০২১</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে অনুসরণকৃত নীতি-কৌশল</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পারসপেক্টিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০২১-২০৪১</td><td rowspan="2">ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান</td></tr>
<tr><td>রুরাল রোড এন্ড ব্রিজ মেনটেন্যান্স পলিসি ২০১৩</td><td>বাজেট ফ্রেম ওয়ার্ক, ন্যাশনাল গোলস এন্ড অবজেকটিভস</td></tr>
</table>

দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৫৫ কিলোমিটার পল্লি সড়ক আছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৫০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং পল্লি সড়কের ওপর প্রায় ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ১১৭ মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১২ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

সড়ক গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। গ্রোথসেন্টার ও হাট-বাজার, কৃষি ও অকৃষি খামার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জনসাধারণের যাতায়াত সুগম করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ও কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধি, খামারপর্যায়ে কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশই পল্লি এলাকায় বাস করে, তাই বিপুল এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিকাশে এসব সড়কের রয়েছে ব্যাপক অবদান।

এসব পল্লি সড়ক বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখতে সড়কের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে এলজিইডির অনুকূলে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। প্রতি বছর এই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়, যার অন্যতম কারণ-

- গ্রামীণ সড়কে যানবাহন বিশেষ করে ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি;
- বন্যা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি;
- গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সহজ যোগাযোগ ও সড়কের পাকা অংশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সড়কগুলো প্রশস্ত করা এবং ডিজাইন লাইফ শেষ হওয়া সড়কের বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধি।

সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছরের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুরুতে বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে রাফনেস সার্ভে এবং সেতু/কালভার্টের ডিটেইলড কনডিশন সার্ভে করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রোড এন্ড স্ট্রাকচার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-৮ (আরএসডিএমএস-৮) সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৭,৪৬৪ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। উক্ত চাহিদার বিপরীতে রাজস্ব বাজেট হতে 'গ্রামীণ সড়ক', সেতু ও কালভার্ট মেরামত ও সংরক্ষণ উপখাতে ২,৮১৫.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়, উক্ত বরাদ্দের দ্বারা ৬,৭৫০ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক, ১,৬৮০ মিটার সেতু এবং ৫২০মি. কালভার্ট মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং উত্তম চর্চা সফলভাবে প্রয়োগের ফলে প্রতিবছরের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ শতভাগ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এলজিইডি সাধারণত সড়কের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতেও করা হয়।

কার্যকরি ও সুষ্ঠু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ এ অনুমোদিত 'পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা' অনুযায়ী এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়। এই অর্থে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত করায় রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

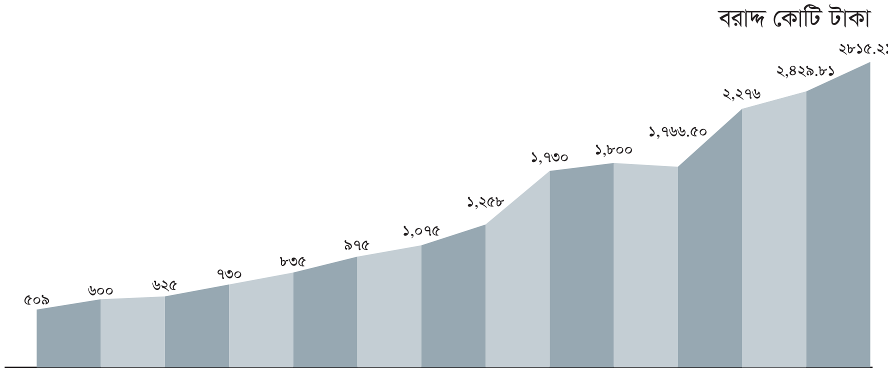

চিত্র- ৭.৬ : সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বছরভিত্তিক রাজস্ব বরাদ্দ

সড়ক নিরাপত্তা

বর্তমানে পল্লি সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনার হার জাতীয় মহাসড়ক অথবা আঞ্চলিক সড়কের সংঘটিত দুর্ঘটনার তুলনায় অনেক কম হলেও ভবিষ্যতে এই হার বৃদ্ধির যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এরূপ শঙ্কা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় স্থানে সতর্কতামূলক সংকেত, গতিরোধক ও রোড মার্কিং স্থাপন করা হচ্ছে। সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় সড়ক নিরাপত্তা খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫.৭৬ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৮.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা মোট বরাদ্দের যথাক্রমে ১.২৯ জন ও ১.৩৭ শতাংশ এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫২.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা মোট বরাদ্দের ১.৮৯ শতাংশ। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডির জেলা ও উপজেলা পর্যায়েয় কর্মকর্তাদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

ছক-৭.৪ : ধরন অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

(কোটি টাকা)

নং	রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	পরিমাণ	ব্যয়
০১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১৩,৭৮০ কি.মি.	১৮৭.৯৩
০২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৬,৭৫০ কি.মি.	২,৫৭২.৬৫
০৩	সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	১,৬৮০ মি.	৫.০০
০৪	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৫২০ মি.	২০.০০
০৫	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ	-	২৯.৬৩
		মোট	২,৮১৫.২১

ছক-৭.৫ : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

(কোটি টাকা)

নং	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	স্কিমের সংখ্যা	ব্যয়
০১	রি-সিল	২৯১টি	১১৯.৯০
০২	ওভার-লে	১,৭৩৩টি	১,০৭২.৯০
০৩	সড়ক মজবুতকরণ	১,২৫৮টি	৯২১.৫০
০৪	সড়ক প্রশস্তকরণ	৩৩৬টি	৪৫৮.৩৫
০৫	সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	৩৯টি	৫.০০
০৬	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	১৩৬টি	২০.০০
	মোট	৩,৭৯৩টি	২,৫৯৭.৬৫

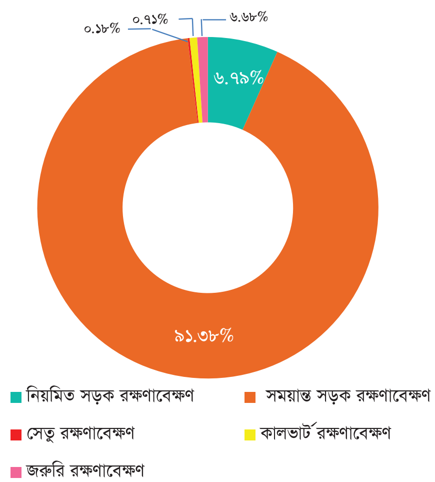

চিত্র - ৭.৭ : ধরন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

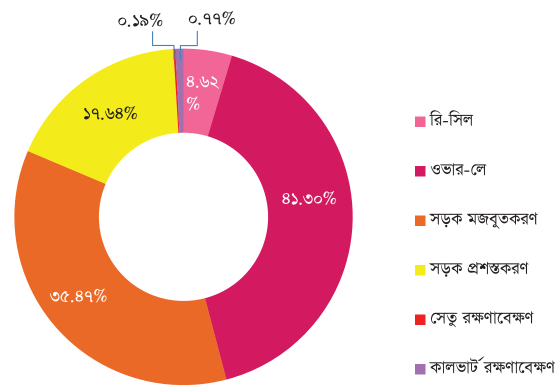

চিত্র - ৭.৮ : সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সবার জন্য সমান সুযোগসহ সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সুসংহত জাতীয় ক্রয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

বাংলাদেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ (পিপিএ) কার্যকর করার আগে সকল ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদিত হতো 'চুক্তি আইন' অনুসারে, যা ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। পিপিএ ২০০৬ এর সাথে পিপিআর ২০০৮ বিদ্যমান আইনের ওপর সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করেছে। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তন করে ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অর্থের মূল্য (ভ্যালু ফর মানি) নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এক অনন্য উচ্চতায় উঠে এসেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি দেশের ক্রয়নীতি অনুসরণ করে সকল ক্রয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। সরকার 'দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩' জারি করার পর জানুয়ারি ২০০৪ এ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'প্রকিউরমেন্ট ইউনিট' নামে একটি ইউনিট চালু করা হয়। এই ইউনিট পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইনস ২০১১ অনুসরণে ক্রয় কাজ সম্পাদনে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরু থেকেই এলজিইডি ই-জিপি অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল ব্যবহার করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর তা ই-জিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তির বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কাজ অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্র-পত্রিকা, ই-জিপি পোর্টাল, এলজিইডি ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

এলজিইডির ২০১৯ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই ইউনিটের মোট জনবল ৮ জন। এই ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচালিত হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট) ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এই ইউনিটে কর্মরত রয়েছেন।

কার্যাবলি

- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা;
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান;
- অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে চাহিদার ভিত্তিতে বহির্সদস্য মনোনয়ন দিয়ে সহায়তা প্রদান;
- পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান;
- এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ক্রয় আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

ই-জিপি বাস্তবায়ন

সরকারি ক্রয় কাজে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি সম্পর্কিত সকল সহায়তা প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও এ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রগতি

শুরু থেকেই ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম সরকারি দপ্তরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৭ লক্ষ ৩৯ হাজারের বেশি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৭ শতাংশ দরপত্র-ই এলজিইডির। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রগণ্য, যা বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

অবকাঠামোগত অগ্রগতি

এলজিইডি সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং এলজিইডির প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার ক্রয়কারীসহ মোট ১,২৭২টি অফিস ই-জিপি এর আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা দ্রুত নিরসনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ই-জিপি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণকে ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে ২২টি আঞ্চলিক ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (ডিআইএমএপিপিপি) প্রকল্পের আওতায় ৮৮৮টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট, ইনভেন্টরি এবং মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য proinfo.lged.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আপডেটের কাজ চলছে।

সক্ষমতা উন্নয়ন

ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডির মাঠপর্যায় ও সদর দপ্তরের ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঠিকাদারগণকে ই-জিপি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি এবং মাঠপর্যায়ে ২২টি আধুনিক ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার স্থান করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ স্থানীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে।

ই-জিপি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায় এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ২২৯ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত পুলের প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণকে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৬,৭৯২ ট্রেইনি- ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ই-জিপি সম্প্রসারণে সিপিটিইউ'র সহ-বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন

সারাদেশে ই-জিপি সম্প্রসারণ ও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার নিবিড় তদারকি, সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ডিআইএমএপিপিপি শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির আওতায় এলজিইডি ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে দেশের অন্য ৯টি সিটি কর্পোরেশন অর্থাৎ মোট ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তমানে এলজিইডি প্রতিপালন করছে।

ই-সিএমএস ও এনটিডিবি বাস্তবায়ন

সম্প্রতি সিপিটিইউ কর্তৃক ই-জিপি সিস্টেমে আহ্বানকৃত দরপত্রের ক্ষেত্রে চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যায়ে মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-সিএমএস) চালু করা হয়েছে। ই-সিএমএস এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড বাজেট এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম (আইবাস) এর সংযোগ রয়েছে; এর ফলে চুক্তি বাস্তবায়নকালে ঠিকাদারদের পুরোপুরি অনলাইন পদ্ধতিতে বিল প্রদান করা সম্ভব হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ই-সিএমএস এর উপরে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ইউনিট

কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। কর্মীর উন্নত দক্ষতা কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ অনুধাবন থেকেই ১৯৮২ সালে তৎকালীন ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালে এলজিইবি প্রতিষ্ঠার পর তা আরও নিবিড় হয়।

১৯৮৪ সালে ঢাকা সদর দপ্তরে ১টি ও ৯ জেলায় ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় প্রথমে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) এবং পরবর্তীতে ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) এর মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ সে সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। সড়ক ও সেতু নির্মাণ, পরিকল্পনা, গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে একই প্রকল্পের আওতায় আরও ৬ জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সাল পরবর্তী সময়ে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২১ (আরডিপি-২১) থেকে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা হতো। বর্তমানে ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট ও অঞ্চল পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এলজিইডির সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্প সহায়তায় চালু হলেও প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদর দপ্তরে ৪ জন এবং ১০টি অঞ্চলে ১০ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলীর (নির্বাহী প্রকৌশলী) পদ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানবসম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার), ৪ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী) এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (অঞ্চল) এর তত্ত্বাবধানে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনার জন্য বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোর্সের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশপাশি উপকারভোগীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুস্থ নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এলজিইডি দেশের বিদ্যমান অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গেও যৌথভাবে বিশেষ কোর্স বাস্তবায়ন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কুমিল্লা-বার্ড), পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ-বগুড়া), বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) ইত্যাদি। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ এলজিইডির আমন্ত্রণে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ওপর একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ৮টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নীত করার সুপারিশ করে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আলাদা কেন্দ্র গঠন করার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের চাহিদা মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহায়তায় একই বিষয়ের ওপর একটি চাহিদা মূল্যায়নে সমীক্ষা করা হয়েছিল।

মানবসম্পদ উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একদিকে যেমন এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করছে, অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব ও ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২,৬০৭টি ব্যাচে ১৬৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে ৯৩,২১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে ৩,২৭,২৩৩ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৬৮,৯৩৭ জন পুরুষ এবং ২৪,২৮১ জন নারী। এসব প্রশিক্ষণে ব্যয় হয়েছে ৩৪.৮২ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৬% রাজস্ব বাজেটের এবং ৯৪% উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ব্যয় হয়েছে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৪৯ ভাগ উপকারভোগী, যাদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর শতকরা ৩০ ভাগ ঠিকাদার ও এলসিএস শ্রমিক, যাদের নির্মাণ কাজে দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে এলসিএস শ্রমিকদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়, যাতে কাজ শেষে তারা উপার্জিত অর্থে স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রশিক্ষণে ১৯ শতাংশ এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ২ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অংশ নেন।

ছক-৭.৬: ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

নং	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা			শতকরা হার
		পুরুষ	নারী	সংখ্যা	
১	এলজিইডির কর্মকর্তা/কর্মচারী	১৫,৮৫৯ জন	২,০৯৮ জন	১৭,৯৫৭ জন	১৯%
২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা/কর্মচারী	১,৫৬১ জন	১২৪ জন	১,৬৮৫ জন	২%
৩	চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল, ঠিকাদার ইত্যাদি	১৬,৩৬৭ জন	১১,৫৭১ জন	২৭,৯৩৮ জন	৩০%
৪	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্মীর ইত্যাদি)	৩৫,১৫০ জন	১০,৪৮৮ জন	৪৫,৬৩৮ জন	৪৯%
	মোট	৬৮,৯৩৭ জন	২৪,২৮১ জন	৯৩,২১৮ জন	১০০%

সেমিনার/ওয়ার্কশপ

২০২২-২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে দেশের অভ্যন্তরে মোট ১,৮৪৯টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫২,০২৭। এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৭৭.৫৫ লক্ষ টাকা মাত্র। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬,৩৩৫ জন পুরুষ (১২%) এবং ৪৫,৬৯২ জন নারী (৮৮%)।

ছক-৭.৭: জেন্ডার ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা

নং	সেমিনার/ ওয়ার্কশপের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
		পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা	
১	১,৮৪৯	৬,৩৩৫ জন	৪৫,৬৯২ জন	৫২,০২৭ জন	১৭৭.৫৫ লক্ষ টাকা

ডিজাইন ইউনিট

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পথিকৃত। আর এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট নিরন্তর কাজ করে চলেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) এর আর্থিক সহায়তায় বুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের মাধ্যমে মাটির কাজের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই ম্যানুয়াল অনুযায়ী মাটির রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন খাল এবং মজাপুকুরের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো।

১৯৮৯ সালে সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (নোরাড) এর আর্থিক সহায়তায় রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) এর অন্তর্গত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-আইডিপি (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪) এর আওতায় রোড স্ট্রাকচার ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এই ম্যানুয়ালে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন স্প্যানের সেতু ও কালভার্টের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণে এসব ডিজাইন অনুসরণ করা হতো।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এসব জেলায় ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিট। এসব ইউনিটের পরামর্শক প্রকৌশলীদের সহায়তায় সড়ক, সেতু, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো, গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজারের ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। ফরিদপুরে আরইএসপি সদর দপ্তরে ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৯৯০ সালে দ্বিতীয় রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি-২) এর কার্যক্রম শুরু হলে এতে আইডিপির পাশাপাশি ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) সংযোজিত হয়। আইএসপির আওতায় তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তর ঢাকায় একটি ডিজাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিটে নিয়োজিত পরামর্শক প্রকৌশলী কর্তৃক আইডিপিভুক্ত ছয় জেলার বাইরে অবশিষ্ট জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সেতু, ভবন বিশেষ করে এলজিইডির জেলা কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, সি-শ্রেণির পৌরভবন ইত্যাদির কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত অবকাঠামোর জন্য প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষা করা হতো।

পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প চালু হলে এর অবকাঠামোর ডিজাইনও আইএসপির পরামর্শক প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা হতো। এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং এলজিইডির প্রকৌশলীদের নিজস্ব উদ্যোগে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণীত হয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষণ, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প, যেখানে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল না সেসব প্রকল্পের অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়নে সহযোগিতা করার অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকে এলজিইডিতে একটি স্বতন্ত্র ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাস্তবতায় ২০০৮ সালে ছোট পরিসরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব জনবল দ্বারা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন পরীক্ষা নিরিক্ষা কাজ শুরু হয়। একই সাথে পরামর্শকদের পাশাপাশি ডিজাইন ইউনিটের নিজস্ব জনবল দ্বারা ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। সাধারণভাবে আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক, পরিবেশ, যানবাহন ব্যবস্থা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সেতু ডিজাইন করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডিজাইনরা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতিরেকে ৬৫ মিটার দৈর্ঘ্য পিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৪০মিটার দৈর্ঘ্য আরসিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৬০মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আরসিসি থ্রু আর্চ গার্ডার সেতু, ১০০ মিটার স্প্যানের স্টিল ট্রাস সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও ১৯ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত স্ল্যাব সেতু (কার্ভড অথবা স্টেইট), ২৭ মিটার পর্যন্ত আরসিসি গার্ডার সেতু এবং ৩০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ভ্যারিয়েবল গার্ডার ডেপথের কন্টিনিউয়াস স্প্যানের সেতু ডিজাইন করে থাকে। এলজিইডি ইতিমধ্যে ১৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতুর ডিজাইনও প্রণয়ন করেছে।

শুধু সেতু নয়, সড়ক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও এলজিইডির অগ্রযাত্রা অসামান্য। আশির দশকে আধা-পাকা প্রাইমারি স্কুলের ডিজাইন দিয়ে শুরু করা এলজিইডি বর্তমানে নিজস্ব জনবল দ্বারা বহুতল প্রাইমারি স্কুল, পিটিআই ভবন, উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ১,৫০০ সিটের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অডিটোরিয়াম, বহুমুখী বাণিজ্যিক ভবন, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরিসহ বহুমাত্রিক আধুনিক ভবনের ডিজাইন প্রণয়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সকল ধরনের সড়ক এখন ডিজাইন করে এলজিইডি।

তিস্তা, ধরলা, মধুমতি, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, মেঘনার মত বড়, গভীর এবং খরস্রোতা নদীতে এলজিইডি ইতোমধ্যে সেতু নির্মাণ করেছে। ৬০ মিটারের অধিক দৈর্ঘের এবং ১,৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাসের পাইল স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, এসব নদীতে। ছোট সেতু দিয়ে শুরু করা এলজিইডির নিজস্ব জনবলের দ্বারা ডিজাইনকৃত সেতুর পাইল নির্মাণে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে বার্জ মাউন্টেড ব্যবস্থা, কোফার ড্যাম, ভাসমান কোফার ড্যাম ও হেভি স্টেজিং ইত্যাদি।

এলজিইডির ডিজাইন ইউনিটে ১৩টি হাই কনফিগার্ড কম্পিউটারসহ ৮০টি কম্পিউটার, আধুনিক পিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজাইন প্রণয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে লাইসেন্সকৃত MIDAS CIVIL, ETABS, SAP, SAFE, CSI BRIGE, STAAD Pro. এর মত বিশ্বমানের ডিজাইন সফটওয়্যার। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে সেতু এবং সড়ক ও ভবন এই দুই শাখায় দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডিজাইন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই ইউনিটে রয়েছে ৭ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৭ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও ৬ জন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ১৮ জন প্রকৌশলী, ১ জন আর্কিটেক্ট এবং বেশ কয়েকজন নকশাকার, শিক্ষানবিশ ডিজাইনার ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরামর্শক।

ডিজাইন ইউনিট সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ

- সেতু, ফ্লাইওভার, কালভার্ট, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পার্ক, ল্যান্ড স্কেপিং, স্লোপ প্রটেকশন, পৌরভবন ইত্যাদির স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন পর্যালোচনা;
- স্থাপত্য ও ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;
- মাঠপর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান;
- এলজিইডির প্রকৌশলীদের ডিজাইন, ড্রইং ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ডিজাইন ইউনিট এ কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন;
- আরসিসি ও পিসি গার্ডার সেতুর ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন; সেতু, সড়ক ও ভবনের ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এবং দরতালিকা ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা;
- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিভিন্ন ধরনের মোট ৮৬৭টি অবকাঠামোর ডিজাইনের নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করে। অবকাঠামোর সম্পাদিত ডিজাইনের বিস্তারিত তথ্য নিচে চিত্র-৬.১৭ এ তুলে ধরা হলো:

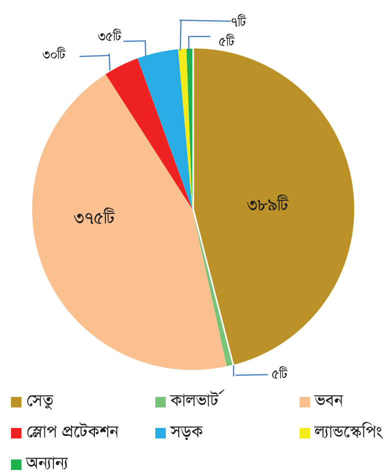

চিত্র-৭.৯: ডিজাইন প্রণয়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অর্জন

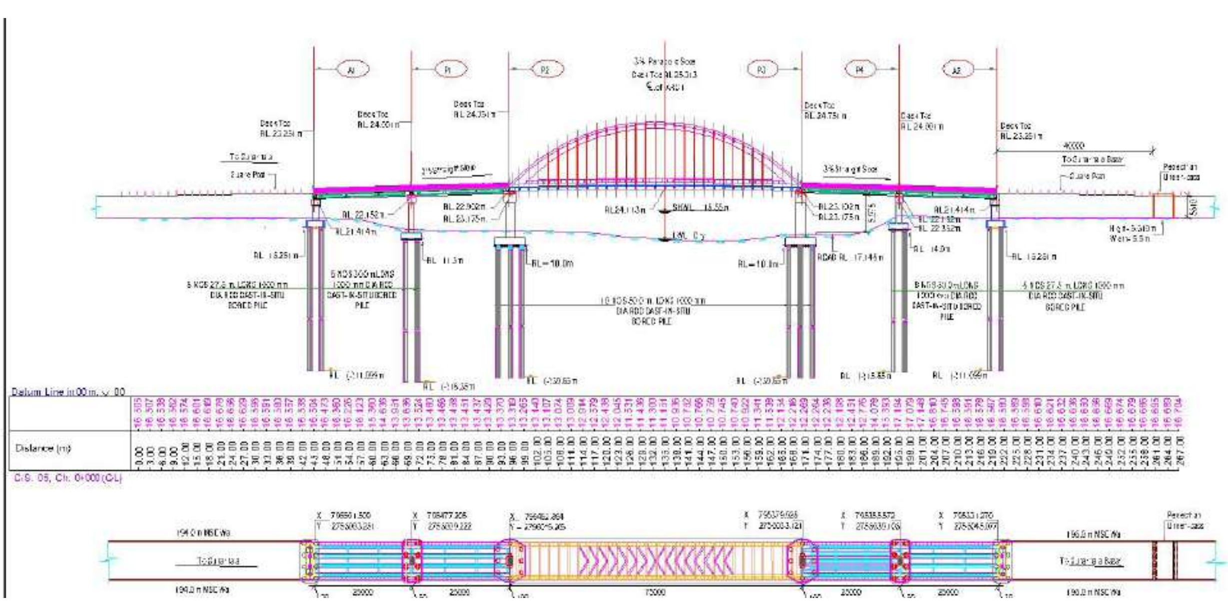

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট

যেহেতু নির্মাণ কাজকে শিল্প বলে আখ্যায়িত করা হয় সেহেতু এর লক্ষ্য থাকে গুণগত উৎকর্ষ অর্জন। কোনো সামগ্রী অথবা সেবা যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং তা যথাযথ ব্যবহার উপযোগী কিনা, সে বিষয়টি নিশ্চিত করাকেই গুণগত মান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাপকাঠি বজায় রাখতে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। এসব পরীক্ষাগারে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের গুণগত মান নির্ণয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।

নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচির (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) আওতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইডি ফরিদপুরে প্রথম মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প– আইডিপি: ১৯৮৫-৯০) এর আওতায় ঢাকা ও প্রকল্পভুক্ত ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম-এ চার জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রকল্পের (ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট– আইএসপি: ১৯৯০-৯৬) আওতায় ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫৯ জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এসব ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের নিরিখে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২০০৩ সালে প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত একজন সহকারী প্রকৌশলীকে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানরাও এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। এর ফলে এই ইউনিটটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর সহযোগিতায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) সেটআপ প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট থেকে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাননিয়ন্ত্রণ) এর নেতৃত্বে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১২ জন জনবল ও জেলা-উপজেলাসহ উন্নয়ন প্রকল্পের ১৪ জন সহ মোট ২৬ জন জনবল দ্বারা এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সুবিধাদি

এলজিইডির জেলা ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ল্যাবরেটরিতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডির কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন লোড ডিভাইসের ক্যালিব্রেশনের ব্যবস্থা আছে।

এলজিইডি ল্যাবরেটরিতে যেসব পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ফাইননেস টেস্ট সহ সিমেন্টের সকল টেস্ট
- কোর কাটিং এর মাধ্যমে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট
- মার্শাল মিক্সড ডিজাইন
- স্ট্যাবিলিটি ডিটারমিনেশন অব বিটুমিনাস স্যাম্পল
- এক্সস্ট্রাকশন টেস্ট অব বিটুমিনাস কার্পেটিং
- রোটারী হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ ব্যবহার করে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
- মাটির আনকনফাইন্ড কমপ্রেশন টেস্ট
- মাটির কনসলিডেশন টেস্ট
- মাটির ডিরেক্ট শিয়ার টেস্ট
- কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি)
- স্টিলের টেনসাইল স্ট্রেংথ ও ইলংগেশন টেস্ট
- কংক্রিট মিক্স ডিজাইন ও কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট।

বিশেষায়িত পরীক্ষা

নির্মাণ সামগ্রীর যেসব পরীক্ষার সুবিধা এলজিইডির ল্যাবরেটরিতে নেই সেসব পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

গবেষণা

বর্তমানে নরম মাটিকে জেট গ্রাউটিং পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে উপযুক্ত ভারবহন ক্ষমতা সম্পন্ন উন্নততর শক্ত মাটিতে পরিণত করা যায় তার উপর একটি প্রায়োগিক গবেষণা চলমান রয়েছে। এছাড়াও পরিত্যাক্ত প্লাস্টিক কিভাবে বিটুমিনাস কার্পেটিং -এ ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে প্রকল্পের সহায়তায় একটি প্রায়োগিক গবেষণা চলছে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি

কেন্দ্রীয় ও জেলা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতিবছর উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মোট ১৮০ কোটি ১৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা আয় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ ও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অত্র ইউনিটের প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট এ সকল প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ল্যাবরেটরির বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাক্ষেণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের ল্যাবরেটরিসমূহ হলো:

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ১ টি

২। আঞ্চলিক মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ২০ টি (পরিবেশ বিষয়ক)

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ৬৪ টি

৪। উপজেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরি স্থাপন- ৮ টি বিভাগের ২৩০ টি উপজেলায় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সমস্ত ল্যাবরেটরিতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এলজিইডির সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংগৃহীত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এলজিইডির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরিগুলোতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে:

- কংক্রিট মিনি মিক্সার মেশিন
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালান্স
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
- ডায়নামিক কোন পেনিট্রোমিটার (ডিসিপি)
- লস এঞ্জেলস এ্যাবরেশন (এলএএ) মেশিন
- ল্যাবরেটরি ওভেন
- মর্টার মিক্সার মেশিন
- কোর ড্রিল মেশিন
- বিটুমিন সফ্টনিং পয়েন্ট টেস্টার
- বিটুমিন এক্সট্রাক্টর মেশিন
- ফ্লাস ফায়ার টেস্টার
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাক্ষেণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডির মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুণগতমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

বাংলাদেশ বর্তমানে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং উন্নত জীবনযাপনের আশায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহর অভিমুখী হওয়ায় শহরের ও নগরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। একই সঙ্গে নগরগুলোতে দেখা যায় অপর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নগর স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতা, নগর দারিদ্র্য এসব নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত শহরগুলো। এই বাস্তবতায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর পর্যায়ে প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

অতঃপর দেশের মাঝারি শহরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এসটিআইডিপি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়।

পরবর্তীতে আরও ব্যাপকভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) শিরোনামে একটি প্রকল্প ২০০০ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডিতে 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এমএসইউ এর কার্যক্রম ৬টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মূলত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টস, ট্রেড লাইসেন্স এবং অবকাঠামোর ইনভেন্টরি ও পানির বিল কম্পিউটারাইজেশন– এই ৫টি বিষয়ে এমএসপিভুক্ত ১৭টি সহ মোট ১৫০টি পৌরসভায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই সহায়তার আওতায় বর্ণিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে অবকাঠামো ইনভেন্টরি বাদে বাকি ৪টি কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি) আওতায় 'আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট' (ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং একই কার্যক্রম আরও ৪টি রিজিওয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে এমএসইউ এর পরিচালক ইউএমএসইউ এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইউএমএসইউ এর আওতায় ৩৩টি পৌরসভায় কম্পিউটারাইজেশন সেবা সম্প্রসারণ করা হয়। এদিকে ২০০২ সালে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডির পূর্ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরসভার 'ন্যাশনাল ডাটাবেজ' হালনাগাদ কাজে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরগুলো উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় অপার সম্ভাবনার উৎস। সে কারণে নগরে বসবাসরত নাগরিকদের আবাসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি নগর সেক্টরে বর্তমানে ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

এলজিইডি বাংলাদেশের ২৫৫টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাসহ) এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ(সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল পৌরসভার ১টি মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

এছাড়া তৃতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি পৌরসভা ও ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও পৌরবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোনো অংশ অথবা বিষয়ের ওপর এলাকাবাসীর মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য ন্যূনতম এক মাস গণশুনানির পর সকলের মতামতের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পৌরপরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে সম্পন্নকৃত মহাপরিকল্পনাগুলো পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালে টুঙ্গীপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ এ গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মহাপরিকল্পনাগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট এসব মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে।

নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) এর আওতায় ৬১টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প (সিটিসিআরপি) এর আওতায় ২২টি পৌরসভা এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভর্নেন্স প্রকল্প (ইউডিসিজিপি) এর আওতায় ৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩১টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

দক্ষতা উন্নয়ন

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পূর্বোল্লেখিত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় গঠিত এমএসইউ এবং প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর আওতায় সারাদেশে গঠিত ১০টি মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেড লাইসেন্স ও ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পৌরসভার আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নাগরিক অংশগ্রহণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম।

এছাড়া হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট ও ওয়াটার বিলিং ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত অফলাইন সফটওয়্যারকে নতুনভাবে একটি অনলাইন ওয়েব বেজড অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন এর মোবাইল অ্যাপস, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপস, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপ, ইউজার ম্যানেজমেন্ট ও অডিট ট্রায়েল, হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, মুভেবেল এ্যাসেস্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার বিলিং (ডায়ামিটার ও মিটার) এর মোবাইল অ্যাপস এবং নন মোটোরাইজড ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাপনা করা যাবে।

১০টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে দেশের সকল পৌরসভা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে এ কার্যক্রম চলছে। এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন) ও পরিচালক (এমএসইউ) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০টি অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার উপ-পরিচালকগণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন। অঞ্চলগুলো হচ্ছে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২- ২০২৩ অর্থবছরে ৩ টি ব্যাচে সর্বমোট ৬১ জন কর্মকর্তা / কর্মচারী, জন প্রতিনিধি ও অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এলজিইডি'র সদর দপ্তরে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট পৌরসভাসমূহে দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় নগর ব্যবস্থপনা ইউনিটের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক "পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পৌরসভা সড়ক উন্নয়ন এবং পৌরসভা ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণে নির্বাহী প্রকৌশলী, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, শহর পরিকল্পানাবিদ, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ড্রাফ্টসম্যান ও সার্ভেয়ারদের ৫(পাঁচ) দিন ব্যাপি পৃথক ৮টি ব্যাচে মোট ৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৯২ জন পুরুষ ও ২ জন নারী।

সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডির সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট গঠন করা হয়। পানিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির পানিসম্পদ সেক্টর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগে সহায়তা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণের পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য।

এই ইউনিটের অধীনে দুটি শাখা রয়েছে, যার একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখা এবং অন্যটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা। উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নের বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করা পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখার কাজ। অন্যদিকে বাস্তবায়নের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক এবং সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার কাজ। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা) এর অধিক্ষেত্রের আওতায় দুইজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এই ইউনিটের দুটি শাখার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই, মাঠপর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্পের অন্তর্গত অবকাঠামোর নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে সকল পক্ষ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর পাবসস এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এলজিইডি যৌথভাবে একবছর উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এরপর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লিজ চুক্তির মাধ্যমে পাবসস এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪টি ধাপ ও ৩৬ থেকে ৩৮টি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং ১০ থেকে ১২টি শর্তপূরণ করতে হয়। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮-৩০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এই ইউনিটের আওতায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জাইকা) শীর্ষক ২টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প ২টির মাধ্যমে ১৯৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/ পুনর্বাসন/ কার্যকারিতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া একই অর্থবছর থেকে ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, ২৭৫টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন/কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১২০৭ একর পুকুর, ২৫১৫.৮০ কি.মি. খাল, ৩৩৭.৩০ কি.মি. বাঁধ, ১০৫টি পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো ও ১০১টি (মোট ৭৯২টি) পাবসস অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা বাস্তবায়িত সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে উপ-প্রকল্প হস্তান্তরের পর বাস্তবায়ন পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে (জরুরি, নিয়মিত ও সময়ান্তর) প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়ত দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এমআইএস অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা। এমআইএস এ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৯৯৫ ইং সাল থেকে অদ্যাবধি মোট ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১১৩০টি উপ-প্রকল্প আইডব্লিউআরএম (ওএন্ডএম) এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। এসকল উপ-প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর সময়ান্তর ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পাবসসও নিজস্ব অর্থায়নে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অর্ন্তভুক্ত করে অনলাইনে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উক্ত সফটওয়ারের ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাবসসসমূহের সার্বিকভাবে মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইডব্লিউআরএম এমআইএস সফটওয়ার একটি কার্যকর ব্যবস্থা।

উপ-প্রকল্পের অধীনে সেচ ও নিকাশ কাঠামাগুলো যাতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বেগবান হয় সে বিষয়ে এলজিইডির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পাবসস'কে অধিকতর দায়িত্ববান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ২০২২-২০২৩ ইং অর্থবছরে জিওবি অর্থায়নে ২টি অঞ্চলে ১১৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পাবসস উপকারভোগীদের কাছ থেকে মাসিক সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস্য থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। জরুরী ও সময়ান্তর বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ওএন্ডএম) এর মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটে সেচ ও নিকাশ (ড্রেনেজ) কাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫৫ টি জেলায় ১৯৭টি উপ-প্রকল্প এবং ৪২৬টি স্কিমের বিপরীতে ২৫.৯২ কোটি টাকা সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হয়। গৃহীত কার্যক্রমের শতভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, যা পাবসসসমূহের কার্যক্রম টেকসই করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

**"মানুষের জীবনমান উন্নত হবে, এই বাংলাদেশের একটি মানুষও দরিদ্র,
গৃহহারা থাকবে না, বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না এবং সার্বিকভাবে এই দেশ হবে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ"**
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি ---------- ৮৮

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ---------- ৮৮

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ---------- ৮৮

জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: আইজিইপিএল----------৮৯

দিবাযত্ন কেন্দ্র ----------৮৯

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন ----------৯০

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৩ ----------৯১

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর----------৯২

নগর উন্নয়ন সেক্টর ----------৯৪

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর----------৯৬

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২৩----------৯৮

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৮৫ সালে এলজিইবি গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ উদ্দেশ্যে ফরিদপুরে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাটির কাজে পাইলট ভিত্তিতে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১৯৯৫ সালে পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালে পরিপূর্ণ অধিদপ্তরের মর্যাদা লাভের পর এলজিইডি নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কাজে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে।

বিগত প্রায় চার দশকে নারী উন্নয়নে গৃহীত এলজিইডির কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো– নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি; গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি; পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখা; নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত মজুরি, এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম, যেমন– গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজ ইত্যাদি পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে। ফলে তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। নিশ্চিত হয়েছে সুপেয় খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করেছে। একইসঙ্গে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের কারণে আজ অনেক প্রান্তিক নারী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সামাজিকভাবে ও সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করে দেশ গঠনে অবদান রাখছেন। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছেন অনেক নারী।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিলক্ষ্যে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও শুদ্ধচর্চা।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। একজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মকর্তা ফোরামের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ফোরামের সদস্য। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।

এলজিইডিতে জেন্ডারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "ইন্সটিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন এলজিইডি" শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০০২ সালে প্রথম এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ সময় ২০০২-২০০৭ মেয়াদে সার্বিক এলজিইডি এবং পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরভিত্তিক চারটি আলাদা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা জুলাই ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে সেক্টরভিত্তিক দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এদিকে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ায় এই নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে ৯টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কৌশলগত বিষয়গুলো হচ্ছে– নীতি অনুসরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন

ও অর্থায়ন। এ সময়ে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাগুলো সংশোধন করা হয়, যা ২০১৪ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। এতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ভিত্তি দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ছক। এসব ছকের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঁচবছরের জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ : আইজিইপিএল

প্রতিষ্ঠার পর থেকে তৎকালীন এলজিইবি ৭০-এর দশকের 'উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট (ডব্লিউআইডি-উইড)' কনসেপ্ট অনুসরণে গ্রামীণ দুস্থ নারীদের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে। সেসময় 'উইড'-এর অন্তর্গত নারী উন্নয়ন বিষয়টি ছিলো মূলত উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্ত করে তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানো। পরবর্তীতে ৯০-এর দশকে যখন জেন্ডার কনসেপ্ট (জেন্ডার এণ্ড ডেভেলপমেন্ট– গ্যাড) এলো তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে নারীর জন্য সমতাভিত্তিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সামনে আসে। এই কনসেপ্টের ভিত্তিতেই ১৯৯৮ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ এর মাধ্যমে প্রথম জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকল্পভুক্ত এলাকায় তা বাস্তবায়ন শুরু করে।

এলজিইডির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য ২০০০ সালে 'এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' (গ্যাড ফোরাম) গঠিত হয়। গ্যাড ফোরামের তত্ত্বাবধানে ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদিত হলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল সংশোধন ও কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। তবে 'গ্যাড ফোরাম' এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ফোরাম প্রতিষ্ঠার দুই দশক পরেও এলজিইডিতে জেন্ডার কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই বাস্তবতায় এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক 'ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্র্যাকটিসেস ইন এলজিইডি' (আইইজিপিএল) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডিতে জেন্ডার কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এগিয়ে আসে। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল– (১) এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; এবং (২) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মূলধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অনুশীলনের জন্য চারটি সরকারি সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি। দুই বছর মেয়াদী প্রকল্পটি গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ শেষ হয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম–

ক) জেন্ডার অডিটের মাধ্যমে এলজিইডিতে জেন্ডার উন্নয়নের বিদ্যমান অবস্থা যাচাই;

খ) চাহিদা নিরূপণ;

গ) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রকল্প-পরিকল্পনা ও জেন্ডার সংবেদশীল অবকাঠামো নির্মাণ সহায়িকা);

ঘ) সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জেন্ডার সংবেদনশীল করা;

ঙ) একাধিক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন;

চ) এলজিইডির বিদ্যমান জেন্ডার সমতা কৌশল পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০৩০ মেয়াদে হালনাগাদ করা;

ছ) এলজিইডির 'যৌন হয়রানী প্রতিরোধ' বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন (মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায়);

জ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ওয়েবভিত্তিক মনিটরিং ফরমেট প্রণয়ন ও তা ব্যবহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঝ) সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের অংশ গ্রহণে দুই দিন ব্যাপী জাতীয় কর্মশালার আয়োজন;

প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৬ ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৭৬টি ব্যাচে সম্পন্ন এসব প্রশিক্ষণে মোট ২০৩৬জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে শতকরা ১১ ভাগ নারী ও শতকরা ৮৯ ভাগ পুরুষ। জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য এলজিইডির প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিট গঠনের পূর্ব পর্যন্ত এই কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আইইজিপিএল প্রকল্পের রিভিউ মিশন পরবর্তীতে আরো একটি টিএ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে।

দিবাযত্ন কেন্দ্র

শিশুকে কর্মজীবি মায়ের কাছাকাছি রেখে কোনো রকম মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি, শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানের অধিকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডিতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিস সময়ে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। পরিচালনা কমিটি তিনমাস অন্তর দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। শিশুদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে একজন সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছেন। দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিসেবার বিষয়ে অভিভাবকগণের সঙ্গে পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত মতবিনিময় করে থাকেন। সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের উদ্যোগে ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দিনটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকায় এলজিইডি প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় যেসব প্রান্তিক নারী সাবলম্বী হয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয় এদিন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য:

'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন
জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'

প্রতিপাদ্যে জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। প্রথাগত সনাতন পদ্ধতিতে অনেক সমস্যা এখন আর সমাধান করা সম্ভব নয়। যে কোনো কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এখন নিতান্তই সময়োপযোগী, বিশেষ করে বাংলাদেশে। কারণ বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার একদিকে যেমন সময় সাশ্রয়ী, পাশাপাশি অত্যন্ত কার্যকর।

পল্লি ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক সমৃদ্ধিতে কাজ করে এলজিইডি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এসব কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে প্রতিষ্ঠানটি। এই উদ্যোগের ফলে অনেক প্রান্তিক নারী আজ সাবলম্বী হয়েছেন। অনেকেই আবার অন্য নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এসব অর্জনে এলজিইডির কর্মকাণ্ডের ব্যাপক অবদান রয়েছে। উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

জেন্ডার বৈষম্য কমলেও তা সম্পূর্ণরূপে নিরসণ হয়নি। এজন্য এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। বৈষম্য নিরসনে নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর তা থেকে উত্তরণের নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ দেওয়া যাক–

- ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কাজে প্রায়শই নারী-পুরুষের মজুরি-বৈষম্য তৈরি করা হয়। কাজ হারাবার ভয়ে নারী শ্রমিকরা বিষয়টি গোপন রাখেন। তাই মজুরির পার্থক্য করা হলেও এবিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। মজুরি পরিশোধের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার বৈষম্য কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে। ক্যাশ টাকা পরিশোধ করলে কম মজুরি দিয়ে মাস্টাররোলে বেশি টাকা দেখানোর সুযোগ রয়েছে। মোবাইলের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধে এটা সম্ভব নয়।
- যেসব শ্রমিককে কোনো কাজে নিয়োগ করা হয়, কম্পিউটারে তাদের নামের তালিকা করে প্রতিদিনের হাজিরা রেকর্ড করা যেতে পারে। এতে কোন্ শ্রমিক কতোদিন কাজের সুযোগ পেলো তা নিরীক্ষণ করা সহজতর হবে। ইচ্ছে মতো কোনো নারী শ্রমিককে কাজ থেকে বাদ দেওয়া হলে তা বের করে জবাবদিহির আওতায় আনা যাবে।
- কাজ চলমান অবস্থায় সাইটে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করে অনলাইন কানেকশনের মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে কাজের সাইটে নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা রাখার বিষয়গুলো চুক্তি অনুযায়ী করা হচ্ছে কি-না তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব। একইসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- নারীদের বিশেষ করে যেসব নারীরা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাদের মধ্যে ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং তৈরি করা যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে, যা নারীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে। কাজ বাস্তবায়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার একদিকে যেমন কাজের গতি বাড়াবে,

তেমনি জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে ভূমিকা রাখবে। নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সঞ্চয়, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি – এসব কার্যক্রম নারীর উন্নয়ন এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে যেমন উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে, তেমনই নারীদের ক্ষমতায়ন ও পুরুষের সঙ্গে সমতারভিত্তিতে অধিকার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। আর এ জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৩

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। স্বাধীনতার পর যে বাংলাদেশের জন্যসংখ্যা ছিলো সাড়ে ৭ কোটি তা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১৬ কোটি। অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। এতো বিপুল জনসংখ্যার একটি দেশে নারী পুরুষ উভয় মিলে কাজ না করলে দেশের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। তাই নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য কমিয়ে উভয়ের যৌথ কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে হাঁটছে। এই কার্যক্রমে এলজিইডির রয়েছে অনন্য অবদান।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে অনেক প্রান্তিক নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, শ্রমিক মজুরির সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে অনেকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারীদের ২০১০ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি। এর অন্যতম উদ্দেশ্য অন্য নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরাও স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য বিলোপ করার সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ১২৭ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয় নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের ১০ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম সুমি বেগম

পরিবারে অভাব অনটনের কারণে সুমি বেগম লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। মাত্র ১২ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সুমি এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্পের সহায়তায় আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রশিক্ষণ, সঞ্চিত অর্থ ও ঋণ– এই তিন মিলিয়ে কৃষি চাষ ও গবাদি পশুপালন করেন। কয়েক বছরের শ্রমে এখন তিনি স্বাবলম্বী নারী। স্বচ্ছল এক পরিবারের কর্ণধার। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় অজিদা আক্তার

পরিবারে অভাব অনটনের কারণে সুমি বেগম লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। মাত্র ১২ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সুমি এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্পের সহায়তায় আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রশিক্ষণ, সঞ্চিত অর্থ ও ঋণ– এই তিন মিলিয়ে কৃষি চাষ ও গবাদি পশুপালন করেন। কয়েক বছরের শ্রমে এখন তিনি স্বাবলম্বী নারী। স্বচ্ছল এক পরিবারের কর্ণধার। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় মোছাঃ রোকেয়া খাতুন

রোকেয়া খাতুন রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার নোহালী ইউনিয়নের বাঘধরা গ্রামের বাসিন্দা। স্বামী, এক মেয়ে ও দুই ছেলে নিয়ে এখন তার সুখের সংসার। সংসারের এই সুখ উত্তরাধিকার সূত্রে পাননি। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে কষ্টের দীর্ঘ সংগ্রাম। এলজিইডির প্রভাতী প্রকল্পে এলসিএস সদস্য হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পরেই বদলে গেছে তাঁর জীবন। এজন্য রোকেয়াকে নিতে হয়েছে সাহসী কিছু পদক্ষেপ, যথাযথ পরিকল্পনা ও পরিশ্রম। তিস্তার প্রত্যন্ত চরের দরিদ্র পরিবারে সহযোগিতার হাত বাড়ান তিনি। অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম কমলা বেগম

কমলা বেগমের জন্ম খাগড়াছড়ি পৌরসভার এক দরিদ্র পরিবারে। বাল্য বয়সে বিয়ে হয়। বেকার স্বামীর নির্যাতনে প্রথম বিয়ে টেকেনি। দ্বিতীয় সংসারেও অভাব পিছু ছাড়েনি। তবু তিনি নিজ পায়ে দাঁড়াবার ভরসা হারাননি। এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সহযোগিতায় সেলাই শেখেন। উপহার পান একটি সেলাই মেশিন। এখান থেকেই জীবন বদলে যাওয়ার গল্প শুরু। কমলা ধৈর্য, পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও সততাকে পুঁজি করে সফলতা অর্জন করেন। অনেক অসহায় দুস্থ বেকার নারী কমলার কাছে সেলাই শেখেন। তাঁর সন্তানেরা লেখাপড়া করছে। তিনি এখন এলাকায় সেলাই দিদিমণি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় মোছাঃ হাছনা বেগম

হাছনা বেগম জয়পুরহাট পৌরসভার সাহেব পাড়ার বাসিন্দা। পরিবারে অভাব থাকায় মাত্র ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়। রিকশাচালক স্বামীর সংসারেও দুর্ভোগ পিছু ছাড়েনি। বিয়ের পর দীর্ঘসময় সন্তান না হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের শিকার হন। একাধিকবার তাঁকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবু হাছনার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন দুঃসময় কেটে যাবেই। অবশেষে মনের জোরের জয় হয়েছে। এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সহায়তা দর্জির কাজ তাঁকে সফল নারী হিসেবে পরিচিত করেছে। সংসারে এসেছে সুখ। হাছনা এখন নিজ প্রতিষ্ঠানের তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানীর স্বপ্ন দেখেন। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় টুম্পা ঘোষ

টুম্পা ঘোষ খাগড়াছড়ি পৌরসভার বাসিন্দা। বাবা বেলুন বিক্রি করে সংসার চালাতেন। লেখাপড়ার প্রতি অপরিসীম আগ্রহে এসএসসি পাশ করেন টুম্পা। প্রবাসী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামী আর বিদেশ যায়নি। স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সংসার চালানোর দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় টুম্পাকে। এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সহায়তায় সেলাই প্রশিক্ষণে ভর্তি হয়ে খুব ভালো ফলাফল করেন। সেলাই মেশিন উপহার পেয়ে দর্জির কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি চলে হাতের নকশার কাজও। এখন টুম্পার উপার্জন বেশ ভালো। দুটো সন্তানের আবদার মেটাতে পারেন তিনি। পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠানটিকে বড় করে তোলাই টুম্পার ধ্যানজ্ঞান এখন। এ অনন্য সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে নগর উন্নয়ন সেক্টরে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম মোছাঃ শামীমা আক্তার

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চর মাহমুদপুর গ্রামের বাসিন্দা শামীমা আক্তার সীমা। গ্রামের সাধারণ এক নারী। যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূরে ঠেলে স্বাবলম্বী হয়েছেন। সফলতার গল্পে এখন অসাধারণ এক নারী, যাকে এলাকার মানুষ সাহসী, পরিশ্রমী, দৃঢ় প্রত্যয়ী, সংগ্রামী ও সফল হিসেবে চেনেন। সীমার জীবন বদলে দিতে সহযোগী হয়েছে এলজিইডি। জীবনের আর্থিক সংকট দূর করতে হাতে তুলে নেন কোদাল। মাটি কাটার কাজ দিয়ে উপার্জন শুরু। তারপর পরিশ্রমে, মেধায়, সাহসে নানান উদ্যোগ নিয়ে এখন আর্থিকভাবে সচ্ছল। সীমা আরও বড় স্বপ্ন রচনা করছেন নিজ এলাকা তথা দেশের জন্য। অনন্যসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে শামীমা আক্তার সীমা ১ম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় মোছাঃ আঞ্জুমান আরা

আঞ্জুমান আরা ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার জগৎগঞ্জ ইউনিয়নের বাদিহাটি গ্রামের মেয়ে। বাঁচার তাগিদে বিধবা মায়ের সঙ্গে ঢাকায় আসেন। গৃহকর্মীর কাজে নিযুক্ত হন। এরপর এক সময় গ্রামে ফিরে এসে পাবসস সদস্য হন। বন্ধুর মতো সহযোগিতা করেছে এলজিইডির পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি- পাবসস। কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ, সবজি ও আনারস চাষ, হাঁস ও মুরগি পালন করে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। স্বাবলম্বী হওয়ার সুখ অসহায়দের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি। অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি উন্নয়ন সেক্টরে আঞ্জুমান আরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় (যৌথভাবে) মোছাঃ দিলবাহার বেগম

দিলবাহার বেগম হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলাধীন নয়ানগর গ্রামের বাসিন্দা। আকস্মিতভাবে তাঁর সংসারে নেমে আসে সংকট। বিদেশে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়ে প্রতারণার শিকার হন তাঁর স্বামী। সন্তানদের মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এলজিইডির 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প' এর সহায়তা দিলবাহার বেগমের সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। দিলবাহার নিজ এলাকায় এখন অনুসরণীয় এক নারী। অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি উন্নয়ন সেক্টরে দিলবাহার বেগম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় (যৌথভাবে) রাহেলা হক

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার বড়ইউড়ি ইউনিয়নের হাওর বেষ্টিত হলদারপুর গ্রামের বাসিন্দা রাহেলা হক। অভাব-অনটনের সংসারে বেশিদূর পড়তে পারেননি। ২০ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। প্রথম পুত্র সন্তান প্রতিবন্ধী। এরপর সংসারে আসে এক কন্যা সন্তান। স্বামী রোগাক্রান্ত। সংসার ও অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয়। রাহেলার মনের গভীরে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন ছিলো। জীবন যুদ্ধের কঠিন সংগ্রামে পাশে পেয়েছেন এলজিইডি কে। হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (হিলিপ) সহায়তায় রাহেলা আজ স্বাবলম্বী। অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩-এ এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে রাহেলা হক তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২৩

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১০	১ম	**মোছাঃ সাবেকুন নাহার** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ ফরিদা আক্তার** কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	**বীরঙ্গনা মহালদার** ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**মোছাঃ জাহানারা বেগম** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন** চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**মায়ারাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ জাহেদা খাতুন** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মোছাঃ সাহেদা খাতুন** পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১১	১ম	**আছিয়া বেগম** পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি ১৬	**মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মর্জিনা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**চন্দ্রমালা** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**আছিয়া** কুষ্টিয়া পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	**হাজেরা বেগম** লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	**কুলসুম** নোয়াখালী	আরডিপি ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	**মল্লিকা রাণী দাস** সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**হাসিনা বেগম** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মনোয়ারা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**সাবিনা বেগম** সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি ২	**মরিয়ম বেগম** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৩য়	**হিরা বেগম** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**শিউলি আক্তার** সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**আলেয়া পারভীন** তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৪র্থ	**এমিলি রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সালমা বেগম** বস্তি এলাকা, খুলনা শহর	ইউপিপিআরপি	**আম্বিয়া খাতুন** গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৫ম	**শাহিনা আক্তার** ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	**উম্মে মাকসুমা** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**শিরিন আক্তার** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৩	১ম	**জাহেদা বেগম** রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**শিউলি আক্তার** মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**রূপ বানু** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**সন্ধ্যা রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সোনিয়া বেগম** ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	**রানু বেগম** বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**কাজি শারমিন** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**নারগিস বেগম** চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	**তানজিলা খাতুন** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১৪	১ম	**মোছাঃ আনোয়ারা বেগম** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ রুখছানা পারভিন** বগুড়া	ইউপিপিআরপি	**মধুরা দ্রং** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মাহিনুর বেগম** গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ সাহেরা বানু** পাবনা	ইউজিআইআইপি ২	**জরীনা আখতার** ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**সন্ধ্যা রানী** আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি ২	**ইতি রানী শীল** ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি ২	**শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল** টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৫		**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ বুলিনা আক্তার** বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ কাবিরন নেছা** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
		মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	**মোছাঃ সাহিমা বেগম** নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	**ময়না আক্তার** শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
		ছামেনা রামগতি, লক্ষ্মীপুর	আরআরএমএআইডিপি	**শামিমা নাসরিন** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**সুলতানা আক্তার** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৬	১ম	**মোছাঃ রেজিয়া বেগম** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	**মোছাঃ শামসুন্নাহার** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা** মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মোছাঃ মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মেহেরুনিকা** চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মকলুদা খাতুন (সোমা)** সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	**মোছাঃ খোদেজা বেগম** কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	**আনজুমান আরা বেগম** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী** আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৭	১ম	শেফালী বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আনোয়ারা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	রতিবালা দাস অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	বিলকিস বেগম মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	হালিমা খাতুন কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	রিক্তা খাতুন রিতা কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	সোনাভান বিবি সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	ইসলাম খাতুন বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	পারুল বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
						মোছাঃ মকজকুরা বেগম গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	ললিতা রায় তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	নুসরাত বেগম স্বপ্না সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়		তাজনাহার আক্তার লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	রোজিনা আক্তার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	কুদ বানু বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি ২	মোছাঃ লাকী খাতুন নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	করফুন্নেছা বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	রাহেলা বেগম পাইকপাড়া, রাজৈর মাদারীপুর	সিসিআরআইপি	শিউলী রানী দে বেনাপোল, যশোর	ইউপিআইআইপি ৩	মোছাঃ মরতুজা বেগম হাসামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	মোছাঃ ফরিদা ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, নাটোর	আরইআরএমপি ২	জমিলা বেগম সুজালপুর, বীরগঞ্জ দিনাজপুর	নবীদেপ	ইতি সুলতানা বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	স্মৃতি কণা মন্ডল শুয়াগ্রাম কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	সিসিআরআইপি	লিলি আক্তার ফরিদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	নূরজাহান বিবি পাঁচন্দর, তানোর, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি ২
						মায়া রানী বিশ্বাস ঠাকুর বাখাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০২০	১ম	আঞ্জুরা আক্তার নেত্রকোণা সদর	আরইআরএমপি ২	রুবি আক্তার পৌরসভা, বান্দরবান	ইউজিআইআইপি	রুজিনা আক্তার পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	এইচআরএফএমএলডিপি
	২য়	অনিতা রাণী কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিআরআরআইপি	মোসাঃ লাকী বেগম পৌরসভা, বরগুনা	সিটিইআইপি	লিপি বেগম সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	মোছাঃ লাভলী বেগম জয়পুরহাট সদর	আরআরসিএমএপি	রাফেজা আক্তার ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	মোছাঃ ছাবিনা বেগম মহাদেবপুর, নওগাঁ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০২১	১ম	**আঁখি আক্তার** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**রাজিয়া খাতুন** সদর পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ জেসমিন আক্তার** সরিয়াবাড়ী, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**ফরিদা বেগম** ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী	**লিপি রাণী চাকলাদার** ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	**স্বপ্না আক্তার** মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি ও ক্যালিপ
	৩য়	**তাছলিমা বেগম** সদর, গোপালগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	**মুনিরা বেগম** চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ৩	**রোজিনা আক্তার** নবীনগর, বি. বাড়িয়া	এইচআইএলআইপি
২০২২	১ম	**হেনা বেগম** সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**জাহানারা খাতুন** ফুলপুর, ময়মনসিংহের	নবীদেপ	**লুনা কবির** কালকিনি, মাদারীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**মদিনা বেগম** চল্লিশা ইউনিয়ন, সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**অর্চনা ঠাকুর** চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ৩	**লালবানু** আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
		মোছাম্মৎ আমেনা বেগম ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী			**সালমা নজরুল** সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি
	৩য়	**মোছাম্মৎ হাসনা বেগম** সদর, কুড়িগ্রাম	প্রভাতী	**মোসাম্মৎ রেখা** জয়পুরহাট পৌরসভার	ইউজিআইআইপি ৩	**আছমা আক্তার** ইটনা, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০২৩	১ম	**সুমি বেগম** রাজারহাট, কুড়িগ্রাম	প্রভাতী	**কমলা বেগম** খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ শামীমা আক্তার** মাদারগঞ্জ, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**অজিদা আক্তার** সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**মোছাঃ হাছনা বেগম** জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ আঞ্জুমান আরা** ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	৩য়	**মোছাঃ রোকেয়া খাতুন** গঙ্গাচড়া, রংপুর	প্রভাতী	**টুম্পা ঘোষ** খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ দিলবাহার বেগম** আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
						রাহেলা হক বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি

২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রকল্প সহায়তায় শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচিত হয়েছে সেসব প্রকল্পের নাম:

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি	-	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি	-	কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি	-	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
সিআরআরআইপি	-	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট
আরআরসিএমপি	-	রুরাল রোড এন্ড কালভার্ট মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরডিপি ১৬	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২	-	সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি	-	রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি	-	সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	-	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি

নগর উন্নয়ন সেক্টর

সিটিইআইপি	-	কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
এলপিইউপিএপি	-	লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
নবীদেপ	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবীদেপ)
এনওবিআইডিইপি	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২	-	সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি	-	আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি	-	আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২	-	সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

পানি সম্পদ সেক্টর

এইচআইএলআইপি (হিলিপ)	-	হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট	-	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
এইচআরএফএমএলডিপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি	-	পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা ১)	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) --------------------------১০৪
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) ---১০৫

মানসম্মত ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি গবেষণা কার্যক্রমকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সম্প্রতি এলজিইডি গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করেছে। তথ্য-উপাত্তনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন, অবকাঠামো নির্মাণে লাগসই পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং জলবায়ুঅভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এ গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এলজিইডি গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনসিসিসি)-এর আওতায় গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। জিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তা পেতে এলজিইডি কেএফডাব্লিউর সহায়তায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রেমিং প্রজেক্ট (ক্রিম) শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তত করে, যা ২০১৫ সালের নভেম্বরে জিসিএফ বোর্ডে অনুমোদিত হয়। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্রিমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক), যা জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে গবেষণা ও উদ্ভাবনসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। ক্রিলিক বর্তমানে ক্রিম প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হলেও পর্যায়ক্রমে তা এলজিইডির একটি স্থায়ী অঙ্গ হিসেবে পরিচালিত হবে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও ক্রিলিকের আওতায় অনেকগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) এর ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন। ওয়েবসাইট উদ্বোধন ক্রিলিকের জন্য একটি মাইলফলক। জলবায়ু বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও পেশাগত উন্নয়নের কথা বিবেচনায় রেখে সময়োপযোগী ফিচারের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে ওয়েবসাইটটির বিষয়বস্তু, তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন মডিউল। এর মাধ্যমে ক্রিলিকের সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইভেন্টের ভিডিও ডকুমেন্টরি, ইমেজ ও প্রকাশনাগুলো শেয়ার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এলজিইডির ওয়েবসাইটের প্রধান পেইজে ক্রিলিকের ওয়েবসাইটটির লিঙ্ক সংযোজন করার মাধ্যমে ক্রিলিকের বিষয়বস্তু দেশ ও বহির্বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিটসহ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটাল প্লাটফর্মে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গত ২৩ মার্চ ২০২৩ ক্রিলিকের সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির তৃতীয় সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী আইসিটি ডিভিশনের অ্যাসপায়ার টু ইনোভেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এর সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ সম্মতিপত্র সম্পাদনের ফলে এলজিইডির প্রশিক্ষণসমূহ ডিজিটালি রূপান্তরের মাধ্যমে ই-লার্নিং প্লাটফর্ম মুক্তপাঠ ব্যবহার করে এলজিইডির সকল পর্যায়ের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে স্বল্পসময় ও ব্যয়ে দ্রুত প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে।

গত অর্থবছরে মাঠপর্যায়ে জলবায়ুসহিষ্ণু স্থানীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, ডিজাইন বাস্তবায়ন এবং প্রয়োগ করার লক্ষ্যে প্রয়াজনীয় সক্ষমতা তৈরির উদ্দেশ্যে ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট এ্যাসিসমেন্ট বিষয়ক তিনটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে দুর্যোগ ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টুলস, তথ্যবিনিময় ও প্রয়োগ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণের জন্য প্রস্তুতকৃত টুলস এলজিইডির সকল প্রকল্পে জলবায়ু ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়নে ব্যবহার করার জন্য এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী নির্দেশনা দেন।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুটি সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির (সিসিসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ক্রিলিকের অগ্রগতি ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস)-এর প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রিলিকের চারবছরের কর্মপরিকল্পনার ৭৬টি মাইলস্টোনের মধ্যে অর্জিত হয় ৪১টি এবং আংশিক অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে ১১টি মাইলস্টোন। যার প্রেক্ষিতে ক্রিলিকের মোট কারিগরি অগ্রগতি শতকরা ৬২ ভাগ।

ক্রিলিক এলজিইডি কর্তৃক আয়োজিত বিজয় মেলা ২০২২ এবং স্থানীয় সরকার দিবস মেলা ২০২৩ এ স্টল দিয়ে অংশগ্রহণ করে। ক্রিলিকের মিশন, ভিশন, বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রস্তুতকৃত ডিজাইন ও নির্দেশিকা, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে আগত দর্শনার্থীদের ক্রিলিক ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করে। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার দিবস মেলা ২০২৩-এ ক্রিলিক অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করে।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশ জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের কৌশল নির্ধারণ করতে সিডা এবং ডিএফআইডি এর অর্থায়নে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)-এর আওতায় ইউনাইটেড ন্যাশনস্ অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এলজিইডিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। জুন ২০২৩ এ প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়েছে।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ঝুঁকিমুক্ত, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডারবান্ধব টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি এর লক্ষ্য ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন; লক্ষ্য ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এবং লক্ষ্য ১১: টেকসই নগর ও জনপদ এর লক্ষ্যমাত্র অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে এলজিইডি অংশে ব্যয় হয়েছে ৩১.২৩ কোটি টাকা। যার মধ্যে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)-এর ২৮.১৭ কোটি এবং বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৩.০৬ কোটি টাকা।

১৯৮৪ সালে এলজিইবি এবং ১৯৯২ এলজিইডি প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ এই সময়ে এ সংস্থার আওতায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ তৈরি হয়েছে এবং প্রতিবছর তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এসব সম্পদ পদ্ধতিগতভাবে ব্যবস্থাপনার কোনো কৌশল তৈরি হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের আওতায় এলজিইডিতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা (সড়ক ও সেতু) পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে সেন্দাই কাঠামোতে উল্লেখিত 'বিল্ড ব্যাক বেটার' এর আলোকে এলজিইডি কর্তৃক ইতোমধ্যে নির্মিত সড়ক ও সেতুর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে আরও উন্নতভাবে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টুলকিটস তৈরি করা হচ্ছে এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জন্য রোড ডিটেরিওরেশন মডেল তৈরি করা হয়েছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এলজিইডির প্রকৌশলীদের মধ্যে আরও ১০ জন প্রকৌশলী ইনস্টিটিউট অব অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সার্টিফিকেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এনআরপির আওতায় ইউএনওপিএস ও ইউএন-ইউমেনের সহায়তায় ২৮ অক্টোবর ২০১৯ জেন্ডার মার্কার বিষয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার বিষয় অন্তর্ভুক্তি, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি পরিমাপক তৈরি করা হয়, যার সাহায্যে সহজেই পরিমাপ করা যায় গৃহীত কার্যক্রম কতটুকু জেন্ডারবান্ধব। এ ধরনের একটি পরিমাপক হলো 'জেন্ডার মার্কার'।

“মানুষের জীবনমান উন্নত হবে, এই বাংলাদেশের একটি মানুষও দরিদ্র,
গৃহহারা থাকবে না, বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না এবং
সার্বিকভাবে এই দেশ হবে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ”
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অধ্যায়-১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন--১০৮
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস-----------------------------------১০৮
পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক---১০৯
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প --------------------------১১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত, ফলে মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তি প্রবণতা কম। এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, আগাম ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদীভাঙন উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই মাটির ঢাল ভাঙনের মুখে পড়ে। জলাধার সংলগ্ন সড়ক বা সেতুর অ্যাপ্রোচের পার্শ্বঢাল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এসব ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষার জন্য এলজিইডি বিশেষ ধরনের কাজ করে থাকে, যেমন- আরসিসি রিটেইনিং দেয়াল, কংক্রিটের ব্লক দ্বারা নদীর পাড় সুরক্ষা, সড়ক ও সেতুর অ্যাপ্রোচ সুরক্ষায় ব্লকের ব্যবহার। পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাসও ব্যবহৃত হয় এসব সুরক্ষা কাজে। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ৬০/৭০ গ্রেড বিটুমিন দ্বারা রাস্তা নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণে তুলনামূলক উন্নত মানসম্পন্ন রাস্তা তৈরি হয়। এছাড়াও এপোক্সি-কোটেড রড ব্যবহারে কাঠামো ও অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে লোনা আবহাওয়ায় মরিচা প্রতিরোধে সক্ষম। উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণে এর ব্যবহার ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সম্প্রতি ব্যবহৃত হলো-ব্লক একটি বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী নির্মাণ উপকরণ, যা বৈচিত্রময় ও বিন্যাসে সহজলভ্য। এটি সুলভ মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী যা ওজনে হাল্কা ও পরিবেশবান্ধব।

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস

বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন বড় নদী দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। এদেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গঠিত হয়েছে নদীবাহিত পলি দ্বারা। তাই মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তি অনেক কম। জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বৃষ্টির পরিমাণ ও তিব্রতা। বন্যা আঘাত হানছে ঘনঘন। এসব কারণে সড়ক ও সড়ক বাঁধ প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তাই সড়ক উন্নয়নকে টেকসই করতে প্রয়োজন সড়ক, বিশেষ করে সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষার।

প্রচলিত পদ্ধতিতে সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষার জন্য সাধারণত কংক্রিট ব্লক, প্যালাসাইডিং, বালির বস্তা, পাথর ও জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি বেশ ব্যয় বহুল। অপরদিকে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে মাটির কাজ সুরক্ষা টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। বৃষ্টি বা জোয়ারের কারণে যেসব এলাকায় মাটি ঝুঁকির মুখে থাকে সেখানে কাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য এটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির ঢাল সুরক্ষার জন্য কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিন্না ঘাসের ব্যবহার একটি ভিন্নমাত্রার উদ্ভাবন।

দেশের যেসব অঞ্চল বিল বা হাওর অধ্যুষিত এবং মাটি পলি বা বালুযুক্ত ক্ষয়িষ্ণু সেসব এলাকায় সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় এলজিইডির একাধিক প্রকল্প থেকে বিন্না ঘাস লাগানো হচ্ছে, যা সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারা দেশে সড়কের প্বার্শঢাল সুরক্ষায় ১৭১ কিলোমিটার সড়কে বিন্না ঘাস রোপণ করা হয়।

পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, শিল্পায়নের প্রসারের সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইট তৈরিতে জমির উপরিভাগের মাটি ব্যবহার করা হয়, যা কৃষি উৎপাদনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া ইট পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন কালো ধোঁয়া পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব কারণে ইটের বিকল্প হিসেবে নির্মাণ কাজে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি রক্ষা এবং ইট ভাটায় সৃষ্ট বায়ুদূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩' সংশোধন করা হয়েছে।

'ইউনিব্লক' একটি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী। সড়ক নির্মাণে প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত ইট, বিটুমিন বা আরসিসি সড়কের বিকল্প হিসেবে ইউনিব্লকের ব্যবহার টেকসই উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা ও গ্রাম সড়ক টাইপ-বি এর নির্মাণ, মেরামত এবং সংস্কার কাজে ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ইটের বিকল্প নির্মাণ উপকরণ হিসেবে পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক ব্যবহারের জন্য এলজিইডির গবেষণা, ইনোভেশন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল থেকে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ব্রুসিওর প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে এলজিইডি নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে ৭১ কিলোমিটার (২৬ কিলোমিটার নগর সড়ক এবং ৪৫ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক) নির্মাণ করা হয়। এলজিইডি মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গৃহীত কর্মসূচিতে পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নেয়। এ কার্যক্রমের আওতায় "গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প"-এর অধীন ৭৪ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক (টাইপ-বি) ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে পুনর্বাসনের স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে, বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। পাশাপাশি বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় ৩০ কিলোমিটার সড়ক ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১২ কিলোমিটার (পাঁচ কিলোমিটার নগর সড়ক এবং সাত কিলোমিটার গ্রাম সড়ক) সড়ক ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিব্লক ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং গ্রাম সড়কের মোট ৮৮ কিলোমিটার হার্ডসোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছে। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব নগর ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ ও পুনর্বাসনে ইউনিব্লকের ব্যবহার এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

ইউনিব্লক সড়কের নির্মাণ ব্যয় বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের চেয়ে সামান্য বেশি এবং আরসিসি সড়কের চেয়ে অনেক কম। ৩.৭ মিটার চওড়া ইউনিব্লক সড়কের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় ১২২ লক্ষ টাকা, বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের জন্য ব্যয় প্রতি কিলোমিটারে ১০৬ লক্ষ টাকা এবং আরসিসি সড়কের জন্য ১৯৪ লক্ষ টাকা। ইউনিব্লক দ্বারা সড়ক নির্মাণ কাজ বছরব্যাপী করা যায়। বিটুমিনাস কার্পেটিং এবং আরসিসি সড়ক এর চেয়ে ইউনিব্লক সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে অধিক পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থানে বঙ্গপোসাগরের কাছে হওয়ায় এই অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও মানুষের জীবনযাপনে তার প্রভাব বিদ্যমান। এখানে অতিবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। যার কারণে বাঁধ, সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, কৃষিজমিসহ নানান অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষতিতে বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে ঘটে ফসলহানী। দিনদিন নদী ও সমুদ্রের তলদেশে পলি জমছে। ফলে উপকূলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। দেশের এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মানবসম্পদ, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবাসন, সর্বোপরি মানুষের জীবন রক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ ৬টি জেলার ২৪ টি উপজেলায় 'জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প' (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করা হয়। যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, স্বাবলম্বি হয়ে উঠছেন তাঁরা।

প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় এলাকার নির্বাচিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সহায়তা প্রদান ও তাঁদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সংরক্ষণ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র, হাট-বাজার ও নানান সেবা প্রাপ্তির কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতকির প্রভাব মোকাবেলা করতে দেয়া হয় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। ফলে প্রকল্পের নানান কাজে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করায় নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫১২ কিলোমিটার গ্রামীণ মাটির সড়কের উন্নয়ন, ৫৫ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক উন্নয়ন, ৫৮১ মিটার ড্রেন অবকাঠামো তৈরি, ৪৫ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন এবং ৫০ কিলোমিটার এলাকায় বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। এসব কাজে ২৬ হাজার ২৮০ জন নারী ও ৭ হাজার ৭২০ জন পুরুষ শ্রম বিনিয়োগ করেন। অর্জিত পারিশ্রমিক দিয়ে অনেকে গরু-ছাগল, হাস-মুরগী পালন, শাকসবজি ও মৎস্য চাষসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা করে পরিবারে আয় বাড়িয়েছেন।

অধ্যায়-১১

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস ---------------------------------- ১১২

এফআইএমএস-- ১১২

জিআইএস পোর্টাল-- ১১২

স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ-------------------------------------- ১১২

আইডিআইএস -- ১১২

জিআরআইএস

রেগুলার সার্ভে মডিউল-------------------------------------- ১১৩

ড্যামেজড সার্ভে মডিউল ------------------------------------ ১১৩

অন্যান্য কার্যক্রম -- ১১৩

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান সরকারের ২০০৮ সালে ঘোষিত নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে দেশে ব্যাপকভাবে ডিজিটালাইজেশন-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এই যাত্রার অংশ হিসেবে এলজিইডিও তার বিভিন্ন সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। প্রণয়ন করা হয়েছে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ, যার মাধ্যমে এলজিইডির সকল সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ফিল্ডওয়ার্ক ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (এফআইএমএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে-

- এলজিইডির যেকোনো প্রকল্পের আওতায় যেকোনো জেলার চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন তৈরি;
- পরিদর্শন প্রতিবেদন তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;
- প্রতিবেদনে জিওট্যাগ আলোকচিত্র/ভিডিও সংযুক্ত করা।

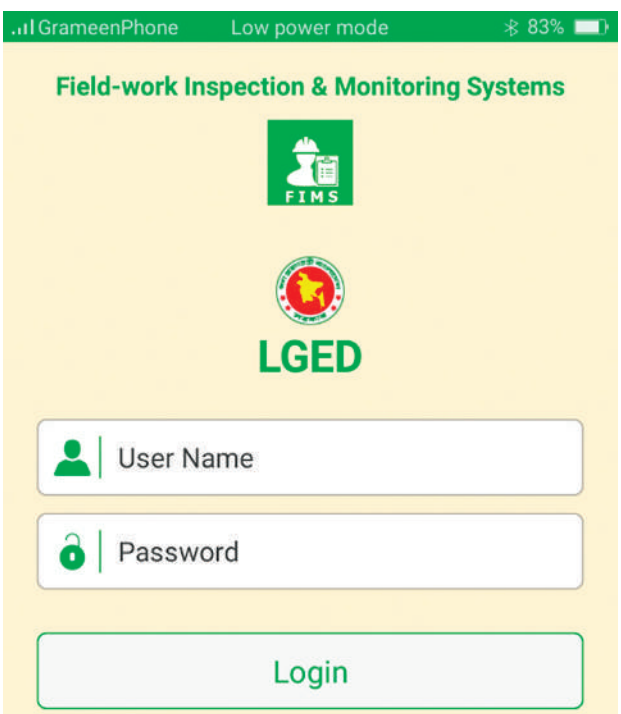

জিআইএস পোর্টাল

তথ্যকে সহজলভ্য করা এবং জনগণের কাছে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে ২০১৭ সালে এলজিইডির জিআইএস পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষিত ডাটা নির্বাচন করে চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ তৈরি করা যায়। এসব ম্যাপ এলজিইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। চাহিদা অনুযায়ী ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে এসব ম্যাপ সংগ্রহ করা যায়। প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে পোর্টালে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের স্কিম তালিকা সন্নিবেশ করা হয়েছে। অ্যাপটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়কের দ্বৈততা যাচাই করা যায়। এই সেবাটি অনলাইনে gis.lged.gov.bd ওয়েব এ্যাড্রেসে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জিআইএস সেকশন থেকে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে মুদ্রিত ম্যাপও সংগ্রহ করা যায়।

স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ

পূর্বে কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ না থাকায় নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো। ফলে অনেক সময় প্রয়োজন হতো, আবার প্রক্রিয়াটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। এখন জিআইএস পোর্টালে নিমিষেই প্রস্তাবিত স্কিম তালিকা আপলোড করে দ্বৈততা নিরূপণ করা যাবে। সশরীরে কোনো কার্যালয় ভিজিট করার প্রয়োজন হবে না।

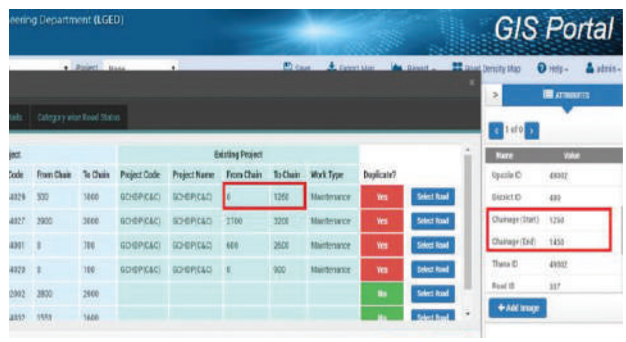

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এই অ্যাপ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে-

- এলজিইডি নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামো এর তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া;
- নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামোর গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য, অভিযোগ অথবা পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ, যার মধ্যে রয়েছে-
    - ◊ সম্পাদিত কাজের আলোকচিত্র অথবা ভিডিওচিত্র, মতামত, অভিযোগ কিংবা পরামর্শ এবং অন্যান্য তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া;
    - ◊ এসব তথ্য, মতামত কিংবা অভিযোগ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে, যা যেকোনো সময় দেখতে পাওয়া যায়;
    - ◊ নাগরিকের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া; এবং
    - ◊ নাগরিক কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রমকে রেটিং করা।

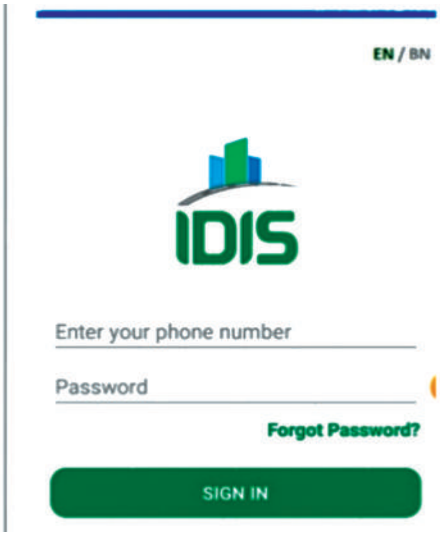

জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস)

রেগুলার সার্ভে মডিউল

চলন্ত অবস্থায় মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সড়কের নির্ভুল সার্ভে, জিও-লোকেশনসহ ছবি তোলা ও অন্যান্য সুবিধা, যেমন- সড়কের কাঁচা পাকা অংশ ও সেতু-কালভার্টের অবস্থান সম্বলিত জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে অ্যাপ্লিকেশন (জিআরআইএস) শিরোনামে মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অ্যাপটি অনলাইন অফলাইন দুইভাবেই ব্যবহার করা যাবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজে সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর সার্ভে করে তৎক্ষণাৎ এলজিইডির কেন্দ্রীয় জিও-ডাটাবেজ হালনাগাদ করা যাবে।

ড্যামেজড সার্ভে মডিউল

বাংলাদেশ প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা, সাইক্লোনসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এ সকল দুর্যোগের পর জনজীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এসকল ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক ও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা একটি চ্যালেঞ্জ।

যেকোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে জিআইএস প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এলজিইডি নব্বইরের দশক থেকে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলজিইডি দেশের সকল উপজেলার ১৯ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে। এসকল তথ্য বিশ্লেষণ করে নানা ধরণের ম্যাপ তৈরি করা যায়, যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ম্যাপ এলজিইডির নিজস্ব কাজের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নির্বাচন কমিশনসহ অনেকেই ব্যবহার করে থাকে।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এলজিইডি ইতোমধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামোর জিআইএস বেইজড সার্ভের জন্য জিআরআইএস নামক অ্যাপ প্রস্তুত করেছে। এটি দ্বারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুব সহজে, অল্পসময়ে ও নির্ভুলভাবে গ্রামীণ অবকাঠামোর সার্ভে করা যায়। সম্প্রতি দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআরআইএস অ্যাপটিতে একটি মডিউল যোগ করেছে।

জিআরআইএস অ্যাপটিতে সংযোজিত মডিউলটি দ্বারা দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহজে, দ্রুততর সময়ে ও নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা সম্ভব, অতীতে যা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করার ফলে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হতো। বর্তমানে সার্ভে কার্য সহজে সম্পাদন ও সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস) অ্যাপে মডিউল সংযোজনের ফলে -

- মোবাইলের সাহায্যে সহজে সার্ভে সম্পাদন করে তথ্য সরাসরি সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে;
- ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের ছবি ও ভিডিও জিও-লোকেশনসহ প্রেরণ করা যাচ্ছে যা দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত অবস্থা জানা সহজ হচ্ছে;
- তথ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার অবসান হয়েছে;
- প্রেরিত তথ্য ম্যাপে ও চাহিদা মত রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে, ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ সহজ হচ্ছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

এলজিইডির আইসিটি ইউনিটে ডিজিটাল এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এলজিইডির সদর দপ্তর বা মাঠপর্যায়ের যেকোনো কার্যালয়ের আইসিটি সরঞ্জাম ও পরামর্শকদের তথ্য সংরক্ষণ, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেদন তৈরি এবং সহজে কার্যালয়সমূহের আইসিটি সরঞ্জামের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য আইসিটি ইকুইপমেন্ট এন্ড কনসালটেন্ট ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

"প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে"
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অধ্যায়-১২

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ ---------- ১১৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ---------- ১১৮

'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ-নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার হচ্ছে 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়ন অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ। গ্রামের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে।" স্বাধীনতার ৫০ বছরে সরকার উন্নত দেশ গড়ার 'ভিশন ২০৪১' সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা এবং দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ইন্টারনেট/তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে গ্রামের অবস্থা। ছেলেমেয়েদের উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। সুপেয় পানি এবং উন্নতমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সুস্থ বিনোদন এবং খেলাধুলার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো একান্ত জরুরি। গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক অগ্রসর। এলজিইডির আওতায় দেশে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রাম সড়ক মিলে মোট প্রায় ১,২৯,০০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক রয়েছে। এলজিইডির চলমান ৯০ টি পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সড়ক, সেতু, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত আছে যা গ্রামে ক্রমশ নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করছে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। যে সব গ্রাম এখনও সড়ক যোগাযোগের বাইরে আছে, এদের তথ্য সংগ্রহ করে চলমান ডিপিপিসমূহে এসব গ্রাম সংযোগের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

গ্রাম সংযোগের পাশাপাশি ক্রম:বর্ধিষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালনের জন্য গ্রামীণ সড়কসমূহ আপগ্রেডেশন/ডাবল লেন করার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় রোড ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

গ্রামের কৃষিপণ্য শহরে বাজারজাতকরণের জন্য হাটে যেমন জায়গা প্রয়োজন, তেমনি শহরের ভোগ্যপণ্য গ্রামে পৌঁছানোর জন্যও হাটে জায়গার সংস্থান প্রয়োজন। দেশব্যাপী ২১০০টি গ্রোথসেন্টার এবং ১৫,৫৫৫টি গ্রামীণ হাটবাজার রয়েছে। দেশের সকল উপজেলায় আধুনিক সম্প্রসারিত হাটবাজার নির্মাণের জন্য ১৭৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সরকারের ২০টি মন্ত্রণালয়ের ২৬টি সংস্থা 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথেও সম্পৃক্ত। এ সকল মন্ত্রণালয় 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১৯০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি 'আমার গ্রাম-আমার শহর' সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। বিগত অর্থবছরে এ কমিটির তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১৯০টি প্রকল্প পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এলজিইডির 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কারিগরি সহায়তা প্রকল্প উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনে স্থানীয় সরকার বিভাগকে যাবতীয় কারিগরি এবং সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

এ ছাড়াও নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং উন্নত দেশ গঠনের 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নে শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের সকল গ্রামে পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার সহ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি কাজ করছে। ২০২০ সালে 'আমার গ্রাম-আমার শহর' নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করে যাতে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট আটটি বিষয়ে রয়েছে। উক্ত বিষয়সমূহ হলো- গ্রামীণ যোগাযোগ, গ্রামীণ গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কম্যুনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা, উপজেলা মাস্টার প্ল্যান, গ্রামীণ গৃহায়ণ এবং উপজেলা পরিষদ-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত এ কর্মপরিকল্পনায় উক্ত আটটি বিষয়ে দেশব্যাপী পরিকল্পিতভাবে 'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সম্পাদিত ৩৬টি সমীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে ৩৬টি গাইডলাইন ও নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশের গ্রামসমূহ ২০৪১ সালের ভিশন সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার জন্য ১৫টি পাইলট গ্রাম উন্নয়নে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে।

'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্পাদিত সমীক্ষাসমূহের সারসংক্ষেপ

উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান

উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন উন্নত দেশ গঠনের পূর্বশর্ত। দেশে উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে সক্ষমতার অভাব থাকায় প্রতিবছর ৮-১০ টির বেশি মাস্টারপ্ল্যান করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এভাবে দেশের সকল উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান সমাপ্ত করতে ৩০-৪০ বছর সময় লাগতে পারে । এ প্রেক্ষিতে, মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের বর্তমান পদ্ধতি কিছুটা কাস্টমাইজ করে বছরে ৫০-১০০টি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সুযোগ আছে কিনা তা যাচাই এর জন্য সমীক্ষা গ্রহণ করা হয় ।

অনেক উপজেলায় দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। এ সকল উপজেলায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন জরুরি। মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে দেশের সকল উপজেলার অগ্রাধিকার নির্ণয়ের জন্য সমীক্ষা রয়েছে। আবার, মাঠপর্যায়ে মাস্টারপ্ল্যান প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো এবং জনবল প্রয়োজন। এ সকল বিষয় নিয়ে মোট ৬টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৪ টি সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে ।

উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

'আমার গ্রাম-আমার শহর' অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর না হলে, মাঠপর্যায়ে নাগরিক সেবা সম্প্রসারণ সহজ হবে না। এ জন্য, উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

গ্রামীণ যোগাযোগ

বাংলাদেশে সমতল জেলার গ্রামগুলোর অধিকাংশ গ্রামে কমপক্ষে গ্রাম পর্যন্ত সংযোগ রয়েছে। কিছু গ্রামে সেতুর অভাবে সরাসরি সড়ক সংযোগ নেই। এলজিইডির অধিকাংশ প্রকল্পে গ্রামের ভেতরকার সড়কসমূহ উন্নয়ন কিংবা ইতোপূর্বে নির্মিত সড়কসমূহ আপগ্রেডেশন করা হচ্ছে। হাওর-চর-পার্বত্যাঞ্চলের প্রায় ৪,২০০ গ্রামে সড়ক যোগাযোগ নেই। এ সকল গ্রামগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সমীক্ষা গ্রহণ করা হয় যা মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টসহ অন্যান্য বিষয় ও বিবেচনা হয়।

সমতলের গ্রামগুলোর সড়কের মূল চ্যালেঞ্জ হলো টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ। ভারী যানবাহন চলাচল, সড়ক বাঁধ কেটে ফেলা, মাছ চাষের পুকুরের জন্য সড়ক বাঁধ কাটা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটির অংশগ্রহণের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা রয়েছে।

মধ্যআয়ের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালনে দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের 'কোর নেটওয়ার্ক' আপগ্রেডেশন করা এখন জরুরি। এ জন্য দেশের সকল উপজেলায় 'কোর রোড নেটওয়ার্ক'/ আপগ্রেডেশনের জন্য সড়ক নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করার সমীক্ষাও এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সকল বিষয় নিয়ে মোট ৭টি গাইডলাইন, ৬টি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার

গ্রামীণ গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার হলো গ্রামীণ অর্থনীতির হৃদপিণ্ড। ২০৪১ সালের উন্নত দেশ গড়ার ভিশন অনুযায়ী পল্লি অর্থনীতিতে অধিকতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করতে হলে গ্রোথসেন্টার-হাটবাজারসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়োজন ।

এ জন্য, গ্রোথসেন্টার-হাটবাজারকেন্দ্রিক অধিকতর কর্মসংস্থান তৈরি এবং উচ্চ আয়/মধ্য আয়ের অর্থনীতি সংস্থানে সক্ষম গ্রামীণ হাট-বাজার পরিকল্পনার জন্য এ সমীক্ষা এবং গাইডলাইন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ৮০ এর দশকে ১,৪০০ এবং ৯০ এর দশকে ২,১০০ গ্রোথসেন্টার ছিল। ৯০ এর দশকের পর গ্রোথসেন্টার/ হাট-বাজার নিয়ে আর কোন সমীক্ষা হয়নি।

২০৪১ সালের উন্নত দেশ বাস্তবায়নে গ্রোথসেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং গ্রোথসেন্টারের অবকাঠামো পরিকল্পনা নিয়ে সমীক্ষা রয়েছে।

হাট-বাজারে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি নেই। জমির সম্ভাব্য প্রাপ্যতা এবং পিপিপি-এর ভিত্তিতে উন্নয়নের সুযোগ আছে কিনা তা কেসস্টাডি করা হবে। গ্রামীণ বাজারে ভ্যালুচেইন বিষয়ে ও গবেষণা করা হবে। দেশে কৃষি বিপণন সম্প্রসারণে কৃষিপণ্য কালেকশন সেন্টার, বিশেষ কৃষিপণ্যের বিশেষ বাজার স্থাপনে গবেষণা, কৃষিপণ্যে ভ্যালুচেইন স্থাপন করার জন্য সমীক্ষা রয়েছে।

এ সকল বিষয় নিয়ে এলজিইডি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তারা একসাথে কাজ করছেন। এ সংক্রান্ত মোট ৩টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৯টি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে ।

কমিউনিটি স্পেস

গ্রামে খেলার মাঠ এবং কমিউনিটি স্পেসের তীব্র অভাব রয়েছে। স্কুলের মাঠ ছাড়া খেলার মাঠ নেই বললেই চলে। অধিকাংশ জমিতে তিন ফসল হওয়ায় জমিতেও এখন খেলা যাচ্ছে না। স্কুলের মাঠসমূহের পরিকল্পিত ডিজাইন- উন্নয়ন করলে গ্রামে শিশুদের খেলার মাঠের সংস্থান সম্ভব হবে। অনেক গ্রামে স্থানীয় জনগণ খেলার মাঠ, কমিউনিটি স্পেসের জন্য জমি দানে আগ্রহী। এ সব ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ করার জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা প্রয়োজন।

উপজেলাগুলোতে জমির তিব্র সংকট রয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম, ইনডোর স্টেডিয়াম, পাবলিক লাইব্রেরি, কমিউনিটি সেন্টার, থিয়েটার, ইয়ুথ রিক্রিয়েশন সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনা তৈরিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সমন্বিত ডিজাইন প্রণয়ন খুবই জরুরি। এর পাশাপাশি, উপজেলায় পার্ক, পাবলিক স্পেস উন্নয়নের বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে। যেমন বাপাউবোর খননকৃত খালের পাড়, সেতুর জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি ইত্যাদি। এ সকল স্থাপনা ব্যবহার করে পাবলিক স্পেস উন্নয়নের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির সমীক্ষা রয়েছে ।

গ্রামীণ গৃহায়ন

দেশে শিল্প, গৃহায়নের ফলে কৃষিজমি কমছে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বাড়ছে। এ অবস্থায় পরিকল্পিত গ্রামীণ গৃহায়ন ক্রমশ প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। পরিকল্পিত গৃহায়ন হলে সড়ক, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি সেবা সম্প্রসারণ সহজ এবং সাশ্রয়ী হয়ে যায়। জনগণের জীবনমান সহজে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে দেশে বিভিন্ন গবেষণা এবং উদ্যোগ রয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া দেশের তিনটি জেলায় (বগুড়া, রংপুর, গোপালগঞ্জ) গ্রামীণ গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি দেশের ১১টি উপজেলা সদরে পরিকল্পিত আবাসন তৈরির জন্য প্লট বরাদ্দের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গ্রামে কম্প্যাক্ট হাউজিং উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে। এর বাস্তব প্রয়োগ, অর্থায়ন, জমির সংস্থান ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন অস্পষ্টতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ/গবেষণা বিশ্লেষণ এবং গ্রামপর্যায়ে বাস্তবানুগ পরিকল্পিত আবাসন তৈরির সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে ২টি গাইডলাইন এবং একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ

নির্বাচনী ইশতেহারে উন্নত পানি সরবরাহের অঙ্গীকার রয়েছে । কিন্তু দেশে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা, প্রায় দুইশ উপজেলায় আর্সেনিক এবং বরেন্দ্র এলাকায় পানির স্তর নিয়ে সমস্যা রয়েছে। হাওর, পার্বত্যাঞ্চলে স্যানিটেশন, পানি সরবরাহের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট দেশের পরিবেশের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি। এ সব বিষয় নিয়ে ২টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৮টি সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ বর্জ্য

দেশের প্রায় তিনশটি ইউনিয়নে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি.তে ২,৫০০ এর বেশি। ঢাকার কাছাকাছি কিছু উপজেলায় প্রায় ৪০টি ইউনিয়নে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫,০০০-৩০,০০০। এ সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় জরুরি ভিত্তিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিত। এর পাশাপাশি দেশের সকল ইউনিয়নে ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন। দেশের সকল হাট-বাজারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে যা নদী এবং পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। এ সকল বিষয় নিয়ে ১টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৫টি সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন

এলজিইডি উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। দেশের সকল মানুষের জন্য উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিতকরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। একইসঙ্গে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা, মান ও স্থায়িত্ব ধরে রেখে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অনুশাসনের আলোকে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিম বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০০৯ সালে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এলজিইডি সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির মোট সংখ্যা ছিল ১৩০টি, যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ৯৪টি এবং নির্দেশনা ৩৬টি। তারমধ্যে ৭৫টি প্রতিশ্রুতি এবং ইতোমধ্যে ৩১টি নির্দেশনা সমাপ্ত হয়েছে, যা মোট স্কিমের যথাক্রমে শতকরা ৭৯.৭৯ ভাগ এবং শতকরা ৮৬.১১ ভাগ।

মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতি	মন্তব্য
৯৪	৭৫	১৬	৩টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে

মোট নির্দেশনা	বাস্তবায়িত নির্দেশনা	বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনা	মন্তব্য
৩৬	৩১	৪	১টি নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে

অধ্যায়-১৩

মিশন

মিশন--১২০

সিআরডিপি-২ (এডিবি মিশন)--১২০

আরটিআইপি-২ (বিশ্বব্যাংক মিশন) ---১২০

সিটিআইপি (এডিবি মিশন) ---১২১

আরসিআইপি (এডিবি মিশন) ---১২১

মিশন

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও নতুন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কয়েকটি মিশন পরিচালিত হয়। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে, যা প্রকল্পসমূহের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সিআরডিপি-২:
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন

গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০২১ দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-২)-এ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর ভার্চুয়াল লোন রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রশাসনিক, কারিগরি দিক, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, অডিট, কোভিড-১৯- এর প্রভাব বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এসময়ে প্রকল্পভুক্ত ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মাঠপর্যায়ে গৃহীত উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি ভার্চুয়ালি প্রদর্শন করা হয়। বিশ্ব মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

৫ অক্টোবর ২০২১ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে র‌্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন এডিবি'র আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার এন্ড মিশন লিডার অমিত দত্ত রায়। ভার্চুয়াল এ মিশনে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাগণও অংশ নেন।

আরটিআইপি-২ (অতিরিক্ত অর্থায়ন):
বিশ্বব্যাংক মিশন সম্পন্ন

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (অতিরিক্ত অর্থায়ন)-এর সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য গত ২০ মার্চ-০৩ এপ্রিল ২০২২ বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন মিশন পরিচালিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের টাস্কটিম লিডার নাটালিয়া স্টেনকোভিচ। বাস্তবায়ন মিশন বিভিন্ন পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ, ডকুমেন্টস রিভিউ এবং সরাসরি মাঠ পরিদর্শন করেন। করোনা মহামারির ঝুঁকি সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মিশন অভিমত ব্যক্ত করে। একইসঙ্গে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ব্যাপারে মিশন আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মিশন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম, পরিবেশ, জেন্ডার, সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব, মাঠ পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ ও চুক্তি ব্যবস্থাপনার গতি ত্বরান্বিত করতে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরে।

পাশাপাশি অধিকতর জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি জোরদার করতে অনুরোধ করে। মিশনে আলোচনায় অংশ নেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব, মোঃ আলি আখতার হোসেন এবং আরটিআইপি-২-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ ছোহরাব আলীসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ।

সিটিইআইপি:
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন

২১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ২০২২ উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি)-এর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর লোন ও গ্রান্ট রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়। মিশন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রশাসনিক, কারিগরি দিক, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, অডিট, কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও সময়মত প্রকল্পের ক্লোজার রিপোর্ট প্রদানের বিষয়ে পর্যালোচনা করে। এ সময়ে মিশন প্রকল্পভুক্ত ছয়টি পৌরসভার (মঠবাড়িয়া, বরগুনা, আমতলী, পটুয়াখালী, ভোলা, দৌলতখান) মাল্টিপার্পাস মার্কেট, ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ডফিল্ড, বাস টার্মিনাল, স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি চলমান ও নির্মিত পূর্তকাজ পরিদর্শন করে। বিশ্ব মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

১২ এপ্রিল ২০২২ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে র‍্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এডিবি-এর সিনিয়র ওয়াটার রিসোর্স অফিসার এ্যান্ড মিশন লিডার মারজানা চৌধুরী মিশনে নেতৃত্ব দেন। এ মিশনে এডিবি ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

আরসিআইপি প্রকল্প:
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন সম্পন্ন

২২ মে থেকে ৪ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি)-এ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক লোন রিভিউ মিশন সম্পন্ন হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন এডিবির এসোসিয়েট প্রজেক্ট অফিসার (ট্রান্সপোর্ট) অমৃত কুমার দাস। এ সময় মিশন প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনাসহ মাঠপর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন এবং অংশীজনদের সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অগ্রগতি, অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের সার্বিক পরিস্থিতি, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ক্রয় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

মিশন প্রকল্পভুক্ত ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করে। মিশন সদস্যবৃন্দ স্থানীয় সুবিধাভোগী এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। সড়কগুলো উন্নয়নের ফলে স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সমস্যার সমাধান হওয়ায় এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন। মিশন কক্সবাজার জেলায় জাতীয় সংসদ সদস্য সাইমুর সরওয়ার কামাল-এর সাথে বৈঠকে মিলিত হয়।

৪ জুলাই ২০২২ র‍্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরামর্শক চুক্তি ও পূর্তকাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য প্রকল্পকে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অনুবিভাগ প্রধান (এডিবি), স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আরসিআইপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়।

“বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা আর
কখনও কেউ থামিয়ে দিতে পারবে না,
সেভাবেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে”
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অধ্যায়-১৪

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার--- ১২৪

বার্ষিক প্রতিবেদন --- ১২৪

এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি -------------------------------------- ১২৫

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ------------------------------------ ১২৫

অন্যান্য প্রকাশনা---১২৫

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও লক্ষ্য অর্জনের তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন প্রকাশনার। এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই নিউজলেটার নামে একটি প্রকাশনা করে আসছে। এছাড়া সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জনের তথ্য দালিলিক আকারে প্রকাশের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এসমস্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

নিউজলেটার

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে 'এলজিইবি নিউজলেটার' নামে প্রথমবারের মতো একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনার মাধ্যমে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডি আত্মপ্রকাশ করলে ওই বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের নিউজলেটারের নামকরণ করা হয় 'এলজিইডি নিউজলেটার'। উল্লেখ করা যেতে পারে, এলজিইডির কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষায় এসব নিউজলেটার প্রকাশিত হতো।

এদিকে পানিসম্পদ সেক্টর থেকে জুলাই, ১৯৯৯ এ 'পানি সম্পদ বার্তা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের খবরা-খবর প্রকাশ করা হতো। এরপর নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে 'পৌর বার্তা' নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়, যা পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নগর সংবাদ' নামে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে। ২০১৫ সালে এই তিনটি প্রকাশনা একীভূত করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে 'এলজিইডি নিউজলেটার' নামে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকে।

এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৪৯ / এপ্রিল-জুন ২০২৩ / রেজি নং-২৪-৮৭

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে গাছের চারা রোপণ করেন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গাছ লাগান

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় বৃক্ষরোপণ করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ জুন ২০২৩ তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণের সময় এ কথা বলেন।

পরিবেশ মেলা ২০২৩, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধনের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি গাছের চারা রোপণ করেন। এ উপলক্ষে ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আজ পরিবেশ দিবসে আমি গাছ লাগিয়েছি। আমি আশা করি, বাংলাদেশের সকল জনগণ এটি অনুসরণ করবে।" বাংলাদেশ যাতে আরো সুন্দর, সবুজ ও উন্নত হয় সেজন্য ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে সবাইকে গাছ লাগাতে হবে। বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রেক্ষিতে ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য গাছ লাগাতে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক উন্নত দেশও হিমশিম খাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের জনগণকে এ ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে। দেশের প্রতিটি নাগরিককে তিনটি করে গাছ লাগাতে অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি তা সম্ভব নাও হয় তাহলে অন্তত একটি গাছ লাগান। তিনি শিক্ষার্থীদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানান। এসময় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক, এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছরের মত এ বছরও রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠিত বৃক্ষমেলায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, এলজিইডি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। নির্মিত অবকাঠামো, বিশেষত গ্রামীণ সড়কের পাশে দেশীয় ফলদ গাছ রোপণের পর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সবুজায়ন কার্যক্রমের আওতায় ১১৫ কিলোমিটার পল্লি সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণী তুলে ধরতে এলজিইডি প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জিত সাফল্য ও উদ্ভূত সমস্যা এবং তহবিল ব্যবহারে আয়-ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। সরকার প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও রাজস্ব খাতে এলজিইডির অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। একইসঙ্গে এই এডিপি বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উদ্যোগ যেমন– দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল কাজের বছরভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে ২০০৪ সালে প্রথম ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। শুরুতে বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলায় প্রকাশিত হলেও উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এলজিইডির কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (পিএমই) ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত হলেও ২০১৮ সালে এলজিইডি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও এলজিইডি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার থেকে ৫ম বারের মত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

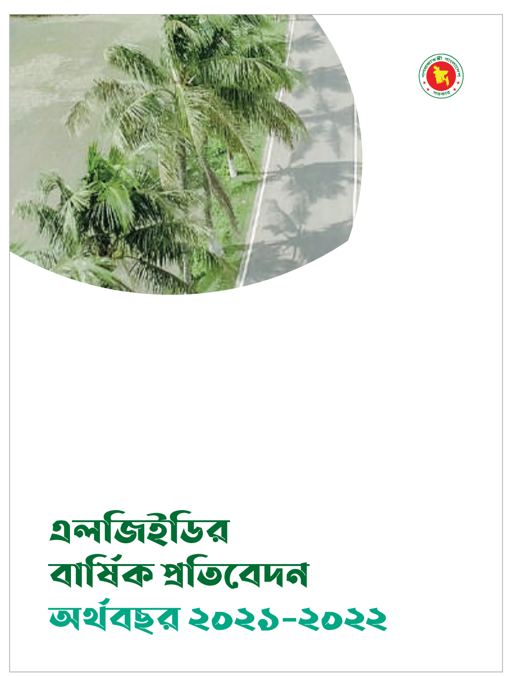

এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন করতে অর্থবছরের শুরুতে প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হচ্ছে। এসময় বার্ষিক প্রশিক্ষণের তথ্যাদি ব্রুসিউর আকারে প্রকাশিত হতো। এরপর ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি বই আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করে।

প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকে; যেমন– পাঠ্যধারার শিরোনাম, প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণি, পাঠ্যধারার বিষয়বস্তু, পাঠ্যধারার মেয়াদ, তারিখ ও সময়সূচি, প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা এবং বাজেট ইত্যাদি। ক্লাসরুমভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকালীন (অন-জব) প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়ে থাকে।

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার

এলজিইডিতে সমন্বিতভাবে মিডিয়া ও প্রকাশনার কাজ বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১৮ এ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের মূল ভবনের চতুর্থ তলায় এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলজিইডির ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ব্রুসিওর ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়াও উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং সমাপ্তির পর তা উদ্বোধনের সময় যেসব প্রকাশনার প্রয়োজন হয়, তা প্রস্তুতেও এই সেন্টার সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালন এবং বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ সেন্টার থেকে ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা সহায়তা দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি সম্বলিত নানা রঙের ফেস্টুন ও ব্যানার তৈরি করে তা দিয়ে এলজিইডি সদর দপ্তর সুসজ্জিত করা হয়। এলজিইডি ভবনের নিচতলায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের ওপর আকর্ষণীয় ডিজাইনে বঙ্গবন্ধুকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার জন্য ঘড়ি, জাতির পিতার জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এসব সৃষ্টিশীল ও দৃষ্টিনন্দন কাজ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সম্পন্ন করে।

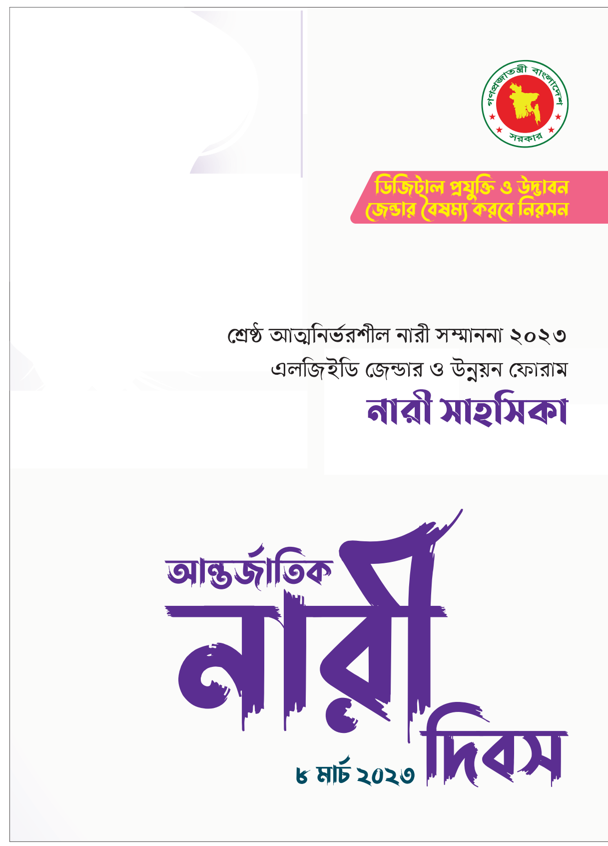

অন্যান্য প্রকাশনা

এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পের পরিচিতিমূলক এবং কার্যক্রমভিত্তিক পুস্তিকা, ফ্ল্যায়ার, ব্রুসিওর ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্যকণিকা প্রকাশ ও ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের ওপর পুস্তিকা/ব্রুসিওর, ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র এবং জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রচারের জন্য প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যকণিকা প্রকাশ করে থাকে।

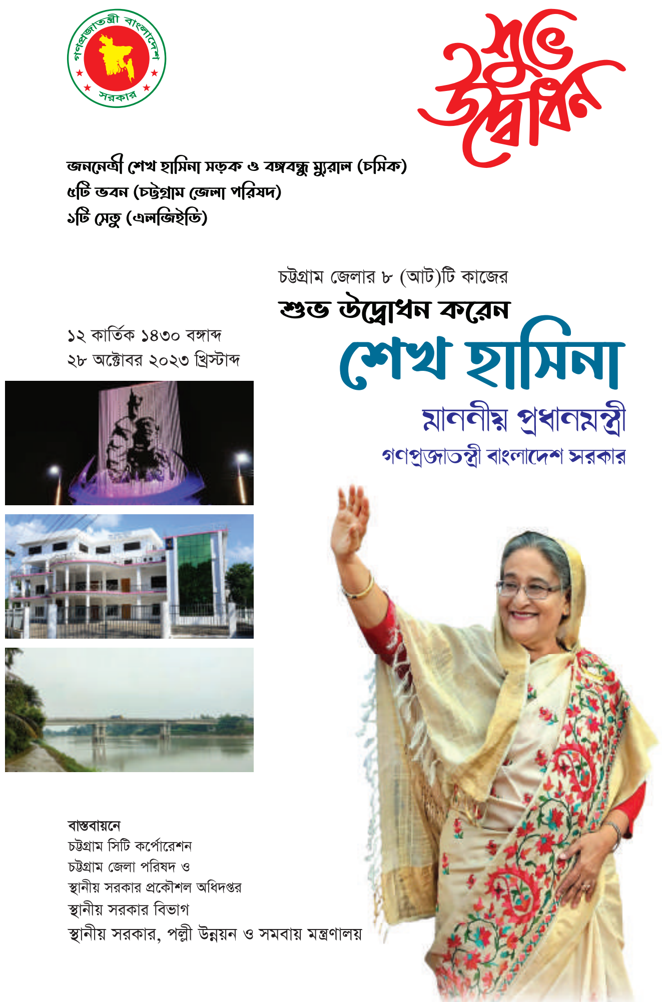

শুভ উদ্বোধন
জননেত্রী শেখ হাসিনা সড়ক ও বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল (চসিক)
৫টি ভবন (চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ)
১টি সেতু (এলজিইডি)
চট্টগ্রাম জেলার ৮ (আট)টি কাজের
শুভ উদ্বোধন করেন
১২ কার্তিক ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়নে
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

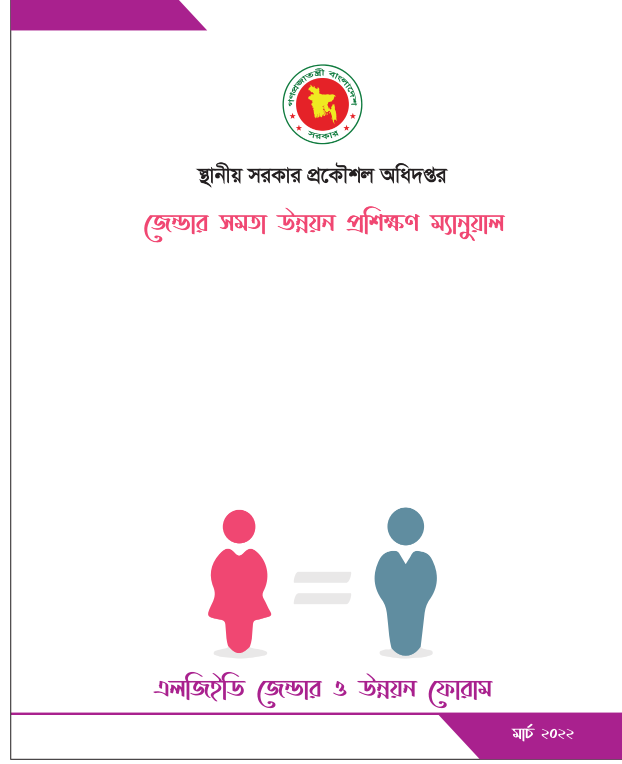

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেন্ডার সমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
মার্চ ২০২২

Sheikh Hasina's Philosophy
Rural and Urban Development
Pledge of the Mujib Year
Roads to be Repaired
LGED's
Annual Report
2019-2020

Training Calendar
2021-2022
Training Unit
Local Government Engineering Department (LGED)

Quarterly
LGEB NEWSLETTER
Local Government Engineering Bureau
Issue No.23
January -March, 1992
Regd.No.21/87

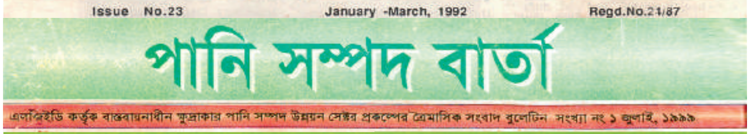

পানি সম্পদ বার্তা
এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সংবাদ বুলেটিন সংখ্যা নং ১ জুলাই, ১৯৯৯

নগর সংবাদ
NAGAR SANGBAD
এলজিইডির আওতাধীন Urban Management Support Unit (UMSU)'র একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A Quarterly UMSU Publication of LGED

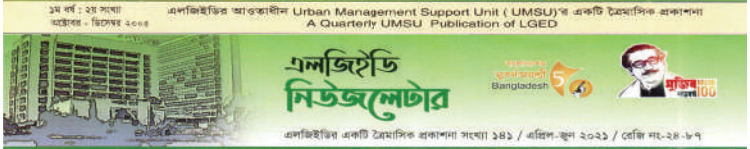

এলজিইডি
নিউজলেটার
Bangladesh
এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা সংখ্যা ১৪১ / এপ্রিল-জুন ২০২১ / রেজি নং-২৪-৮৭

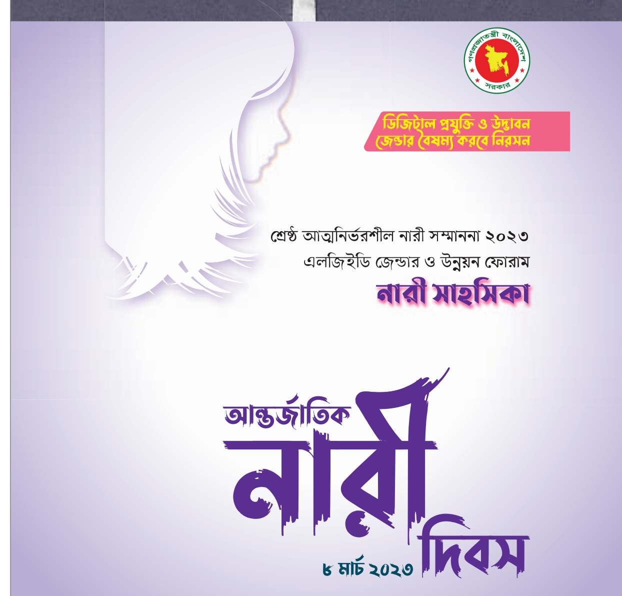

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন
জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৩
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
নারী সাহসিকা
আন্তর্জাতিক
নারী
দিবস
৮ মার্চ ২০২৩

অধ্যায়-১৫
বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ---------- ১২৮
জাতীয় শোক দিবস ২০২২ ---------- ১২৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ২০২২ ---------- ১২৮
শেখ রাসেল দিবস ২০২২ ---------- ১২৮
মহান বিজয় দিবস ২০২২ ---------- ১২৯
ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ---------- ১২৯
৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ ---------- ১২৯
১৭ মার্চ, জাতির পিতার জন্মদিন ---------- ১৩০
২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ---------- ১৩০
মেলায় অংশগ্রহণ ---------- ১৩০
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ---------- ১৩১
স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব ---------- ১৩১
বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডাইরেক্টর ---------- ১৩১
জাইকা কান্ট্রি রিপ্রেসেন্টিটিভ ---------- ১৩১

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

এলজিইডি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এসব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, র‍্যালি, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দিনটি আমাদের জাতীয় শোক দিবস। এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী সদর দপ্তরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। এছাড়া, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহদাৎবরণকারীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় এলজিইডি সদর দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে কোরআনখানী ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। এ মহান রাষ্ট্রনায়কের ৭৬তম জন্মদিনে এলজিইডি সদর দপ্তরে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এলজিইডি জামে মসজিদে বাদ জোহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়ায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী অংশ নেয়।

১৮ অক্টোবর, শেখ রাসেল দিবস ২০২২

যথাযোগ্য মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২২ এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণ। এসময় এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে শহিদ শেখ রাসেল-এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা, দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস ২০২২

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবসে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২৩

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) বিশাল জনসমুদ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এ বিশেষ দিনটি স্মরণে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন। এসময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালকসহ সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩

২০১০ সাল থেকে এলজিইডি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৯ মার্চ ২০২৩ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। এ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরের প্রকল্প সহায়তায় স্বাবলম্বী হওয়া ১০ জন সফল নারীকে 'শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৩' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি সফল নারীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। নারীদের সহযোগিতা ছাড়া দেশে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে মন্ত্রী বলেন, নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে বেগম মুজিব ছিলেন পথিকৃৎ। শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে নারী উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, জাতির পিতা নারী উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইব্রাহিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি মোঃ আলি আখতার হোসেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি ও সদস্য-সচিব, এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম সালমা শহীদ। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্যে নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রমের প্রশংসা

করেন। প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন সভাপতির বক্তব্যে বিনম্রচিত্তে বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। এছাড়াও, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত ও নির্যাতিত নারীদের। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা দিয়ে আসছে। পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে আত্মনির্ভরশীল নারীদের মধ্যে যেসব নারী অনন্য সাফল্য অর্জন করেন, তাদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি সবসময় নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার ফলে গ্রামীণ নারীরা ক্রমাগত স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে এলজিইডি গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে আসছে। প্রান্তিক নারীদের অবস্থা ও অবস্থান উন্নয়নে তিনি এলজিইডির ভূমিকা তুলে ধরেন। আলোচনা শেষে মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবছরের জন্য নির্বাচিত ১০ জন স্বাবলম্বী নারীর হাতে এলজিইডি প্রদত্ত সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। এ বছর এলজিইডির পল্লি সেক্টরে ১ম পুরস্কার অর্জন করেন সুমি বেগম, ২য় পুরস্কার অজিদা আক্তার ও ৩য় পুরস্কার মোছাঃ রোকেয়া খাতুন। নগর সেক্টরে ১ম পুরস্কার অর্জন করেন কমলা বেগম, ২য় পুরস্কার মোছাঃ হাছনা বেগম ও ৩য় পুরস্কার টুম্পা ঘোষ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে ১ম পুরস্কার অর্জন করেন মোছাঃ শামীমা আক্তার, ২য় পুরস্কার মোছাঃ আঞ্জুমান আরা এবং ৩য় পুরস্কার যৌথভাবে মোছাঃ দিলবাহার বেগম ও রাহেলা হক। অনুষ্ঠানে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭ মার্চ, জাতির পিতার জন্মদিন

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস। এ উপলক্ষে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন। এসময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে এলজিইডির সদর দপ্তর মসজিদে জাতির পিতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

২৬ শে মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় এলজিইডিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে সকালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি-এর নেতৃত্বে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এর পর কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন গভীর শ্রদ্ধায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার ডাকে দেশের সর্বস্তরের মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রধান প্রকৌশলী গভীর শ্রদ্ধায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণ করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ নূর হোসেন হাওলাদার। আরও বক্তব্য রাখেন মোঃ আলি আখতার হোসেন ও মোহাম্মদ রেজাউল করিম। সভায় এলজিইডির বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চ্যুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গাছ লাগান

পরিবেশ মেলা ২০২৩, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধনের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি গাছের চারা রোপণ করেন। এ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আজ পরিবেশ দিবসে আমি গাছ লাগিয়েছি। আমি আশা করি, বাংলাদেশের সকল জনগণ এটি অনুসরণ করবে”। বাংলাদেশ যাতে আরো সুন্দর, সবুজ ও উন্নত হয় সেজন্য ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে সবাইকে গাছ লাগাতে হবে।

উল্লেখ্য, এলজিইডি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে থাকে। নির্মিত অবকাঠামো, বিশেষত গ্রামীণ সড়কের পাশে দেশীয় ফলদ গাছ রোপণের পর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সবুজায়ন কার্যক্রমের আওতায় ১১৫ কিলোমিটার পল্লি সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেশ কয়েকবার এলজিইডিতে আগমন করেন তিনি গত ৮ আগস্ট ২০২২ মহীয়সী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব-এঁর ৯২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ, মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে এলজিইডি আয়োজিত দুদিন ব্যাপি বিজয় মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এসময়ে তিনি বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে এলজিইডি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভূটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুলায়ে সেক ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঢাকার আগারগাঁও-এ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। তিনি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো, বিভিন্ন ইউনিট, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমসহ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং পাইপলাইন থাকা প্রকল্পগুলো সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

তিনি স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ুসহিষ্ণু এবং টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডির গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। আব্দুলায়ে সেক বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডির অঙ্গীকার ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আগামী দিনে এলজিইডির বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইব্‌রাহিম ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেশ কয়েকবার এলজিইডিতে আগমন করেন। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপানে এলজিইডিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপির সাথে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ৮ আগস্ট ২০২২ এলজিইডির প্রকল্প মূল্যায়ণ সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১১ মার্চ ২০২৩ গাজীপুরে এলজিইডির ‘নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে’ চলমান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

জাইকা কান্ট্রি রিপ্রেসেন্টিটিভ

জাইকা বাংলাদেশের কান্টি রিপ্রেজেন্টেটিভ আইচিগুচি তোমাহাউড ২৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ঢাকার আগারগাঁও এ এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। তিনি এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় এলজিইডি'র চলমান কার্যক্রমসহ জাইকা অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এবং জাইকালাইন প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়।

“নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার”
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা ---------------------------------------১৩৪

পরিশিষ্ট-খ: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা ---১৪০

পরিশিষ্ট গ: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা------------------------১৪১

পরিশিষ্ট-ঘ: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা---------------------------------১৪২

পরিশিষ্ট ক

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন				
১	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৯৮৩.০০	৯৭১.৯৪	১০০%	৯৮.৮৭%
২	২২৩০৪১৩০০-আমার গ্রাম-আমার শহর: নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৭৬০.০০	৬১৩.৫৬	৯৫.০০%	৮০.৭৩%
৩	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫৫৩৫.০০	৫৪৭২.০০	১০০%	৯৮.৮৬%
৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৭০০০০.০০	৫৯৪৯৭.৯৪	১০০%	৮৫.০০%
৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৫০০০.০০	৩৩৯৮৪.০৩	৯০.০০%	৭৫.৫২%
৬	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১.০০	০.০০	৬০.০০%	০.০০%
৭	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)।	১৫৩০০.০০	১৩০৭৪.১৮	৮৬.০০%	৮৫.৪৫%
৮	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।	৫০০০.০০	৩৯৪৬.৮৮	১০০%	৭৮.৯৪%
৯	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৫০০০.০০	২১২০২.৬০	১০০%	৮৪.৮১%
১০	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)।	৫০০০.০০	৪৯৪১.৯৪	৯৯.০০%	৯৮.৮৪%
১১	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।	৬৯০০.০০	৬৮১৪.২৮	১০০%	৯৮.৭৬%
১২	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)।	৪০১৬.০০	৩৪৮৫.৯২	৯০.১২%	৮৬.৮০%
১৩	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১৪০০০.০০	১৩৯৮০.৭৩	১০০%	৯৯.৮৬%
১৪	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২১০০০.০০	১৭৮২৬.৯৬	১০০%	৮৪.৮৯%
১৫	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২০০০০.০০	১৬৯৯৪.৪২	১০০%	৮৪.৯৭%
১৬	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।	৩০০০০.০০	১৬৬২৭.৯৮	১০০%	৫৫.৪৩%
১৭	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)।	২১৬৫৪.০০	১৮৩৯২.৩৬	১০০%	৮৪.৯৪%
১৮	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫৬০০০.০০	৪৭৫৫৯.৫৬	৯৯.৯৮%	৮৪.৯৩%
১৯	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)।	২৭৮৩৫.০০	২২৯৫৯.৯৯	১০০%	৮২.৪৯%
২০	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১২০০০.০০	৯৪২৬.১১	৯৭.০০%	৭৮.৫৫%

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
২১	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৫০০০.০০	২৯৭৪৯.৬১	১০০%	৮৫.০০%
২২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)।	২৩০০০.০০	১৯০৬২.৫৮	১০০%	৮২.৮৮%
২৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)।	৩০০০০.০০	২৫৪৯৯.৮৪	১০০%	৮৫.০০%
২৪	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।	২২৫০০.০০	১৮৯০৪.৪১	৯৩.০২%	৮৪.০২%
২৫	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৫৩৫৮.০০	৩৮৫২১.৩৪	৯৯.১৬%	৮৪.৯৩%
২৬	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।	৪০৯৫০.০০	৩৪৬৬১.৩০	১০০%	৮৪.৬৪%
২৭	২২৪২১৫৩০০-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৯০০০.০০	৩৫৯৫৮.২৭	১০০%	৯২.২০%
২৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫০৬৬৫.০০	৪৩০৬৫.২৫	১০০%	৮৫.০০%
২৯	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৬০০.০০	১৫০০.৩৪	৯৯.০৭%	৯৩.৭৭%
৩০	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩০০০০.০০	১৯৯৩১.২৫	৮০.০০%	৬৬.৪৪%
৩১	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২২৫০০.০০	১৮১০০.৬৮	১০০%	৮০.৪৫%
৩২	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১০৭৪৪.০০	৯১৩০.০৮	৮৯.০০%	৮৪.৯৮%
৩৩	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	২৮৬৮০.০০	২৩৪১৯.৮৬	১০০%	৮১.৬৬%
৩৪	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৫০০০.০০	৩৮১৯০.২৪	১০০%	৮৪.৮৭%
৩৫	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)।	১৩৫০০.০০	১১৪৬৪.১৮	৯০.০২%	৮৪.৯২%
৩৬	২২৪২৬৫১০০-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৩৯.০০	৪১৩.৭৭	১০০%	৯৪.২৫%
৩৭	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডির মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬০০.০০	৫৯৯.৭১	১০০.০০%	৯৯.৯৫%
৩৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫৯৯৭৫.০০	৫০২০৮.২৪	১০০%	৮৩.৭২%
৩৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৬.০০	৩৪.৪৪	৯৯.০০%	৯৫.৬৭%
৪০	২২৪৩০০৩০০-পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (১ম সংশোধিত)।	৪১৩৪৫.০০	৪০৯৩২.৭৪	১০০%	৯৯.০০%
৪১	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫৫০০০.০০	৪৬৭৩১.৯৬	১০০%	৮৪.৯৭%
৪২	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	২০১৪.০০	১৩৫৯.৪৭	৮০.২৬%	৬৭.৫০%
৪৩	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	৯০০.০০	৪৪৯.৪০	৫০.০০%	৪৯.৯৩%
৪৪	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	১৪৫০০০.০০	১৪৪৭২৭.২৫	৯৯.৮১%	৯৯.৮১%

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৪৫	২২৪৩২৫৩০০-ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প।	৮৭৩৬৫.০০	৭৪১৮৫.০৮	১০০%	৮৪.৯১%
৪৬	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২৫০০০.০০	২১২৪৯.৯৬	১০০%	৮৫.০০%
৪৭	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৭৫০০.০০	৬৩৫৭.৪৫	১০০%	৮৪.৭৭%
৪৮	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।	৮৯৬.০০	৭৪৫.৮৫	৯৯.৯৯%	৮৩.২৪%
৪৯	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৯০০০.০০	১৬১৪৯.৭৮	৯৪.০৯%	৮৫.০০%
৫০	২২৪৩৪৫৫০০-এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন।	২৪৭.০০	২৩০.৩২	১০০%	৯৩.২৫%
৫১	২২৪৩৪৫৮০০-যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	১৭৬৫.০০	১৪৯৬.৯৪	১০০%	৮৪.৮১%
৫২	২২৪৩৪৭৯০০-রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	২০০০.০০	১৬৯৯.৬২	১০০%	৮৪.৯৮%
৫৩	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	১০০০.০০	৭৬৬.৮০	১০০%	৭৬.৬৮%
৫৪	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প।	১২১০০.০০	১০২৮১.১৭	১০০%	৮৪.৯৭%
৫৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২১০৪.০০	১৭৮৭.৩৪	৯৮.২৭%	৮৪.৯৫%
৫৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন।	১২১০.০০	৯৫৩.৮৪	৯৫.০০%	৭৮.৮৩%
৫৭	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১৩১৩১.০০	১২৫৫৬.৫৬	১০০%	৯৫.৬৩%
৫৮	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২০৭১.০০	১৯৭৮.৪৫	৯৬.০৩%	৯৫.৫৩%
৫৯	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)।	৩২০০১.০০	৩১৯৯৩.৬১	১০০%	৯৯.৯৮%
৬০	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২১৮০০.০০	১৯১৭১.১২	৯৯.৮৭%	৮৭.৯৪%
৬১	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৩৯৬০.০০	৩৭৮৪.৩০	৯৯.০০%	৯৫.৫৬%
৬২	২২৪০৪৮৪০০-বহুমূখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৩৮৫০০.০০	৩৮০৭০.১৯	১০০%	৯৮.৮৮%
৬৩	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৮০০০.০০	৩৮১৪.৬১	৬৫.০০%	৪৭.৬৮%
৬৪	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প।	৪৮৩৩.০০	১৪০৩.৩১	৮২.৩৩%	২৯.০৪%
৬৫	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প।	১০০২৬.০০	৯৭৯১.৪৭	১০০%	৯৭.৬৬%
৬৬	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)।	৯২৬৫৯.০০	৮৭১২৭.৭৫	৯৯.৩৬%	৯৪.০৩%
৬৭	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেকটিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।	৮৫০০০.০০	৭২৫৩৬.৩১	১০০%	৮৫.৩৪%
৬৮	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)।	১৯৫০.০০	১৮৭৫.৪০	১০০%	৯৬.১৭%

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৬৯	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)।	৯২০০.০০	৮৯৩৫.০৮	৯৯.৫৩%	৯৭.১২%
৭০	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৫০০০.০০	২৪১৭১.২৫	১০০%	৯৬.৬৯%
৭১	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুষাঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)।	৭৬৫৪.০০	৭৫৮৮.৪৮	১০০%	৯৯.১৪%
৭২	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প।	১৫০০০.০০	১২৬৭১.৫৪	৮৪.৪৮%	৮৪.৪৮%
৭৩	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	১০০০০.০০	৮৪৯৬.২১	১০০%	৮৪.৯৬%
৭৪	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	২০০০.০০	১৬৩৫.৯৩	১০০%	৮১.৮০%
৭৫	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)।	১৮০.০০	১৪০.০৮	৯৯.০০%	৭৭.৮২%
৭৬	২২৪৩৬৪২০০-ঝিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০০.০০	১৭০.০০	১০০%	৮৫.০০%
৭৭	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২৫০.০০	২১০.৫৪	১০০%	৮৪.২২%
৭৮	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প।	৭৬.০০	৩৪.১৬	১০০%	৪৪.৯৫%
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প				
৭৯	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট।(১ম সংশোধিত)	৫০৫.০০	৫০৩.৮৭	১০০%	৯৯.৭৮%
	সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি				
৮০	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।	৫৩০০.০০	৫২৪৯.৮৬	১০০%	৯৯.০৫%
৮১	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৫৭৬.০০	১৩৮২.০২	১০০%	৮৭.৬৯%
৮২	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৩৭৩.০০	১৩৪০.৬৮	১০০%	৯৭.৬৫%
৮৩	২২৪০৫০৫০০-শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লি নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬৬১৩.০০	২৭৭৯.৬৫	৮৭.০০%	৪২.০৩%
৮৪	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৬৫০০০.০০	৬৪৯৫৪.৪২	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৩%
৮৫	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৯৬.০০	২৯৬.০০	১০০%	১০০%
৮৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৩০০০.০০	৯৩৬৩.৯৯	১০০%	৭২.০৩%
৮৭	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৬২৫৭.০০	১৬২০৯.১৬	১০০%	৯৯.৭১%
৮৮	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	৩০৪.০০	৯৫.৪৩	৫০.০০%	৩১.৩৯%
৮৯	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫৬৫০.০০	৪৭৭৬.০৭	৮৫.০০%	৮৪.৫৩%
৯০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫২৫.০০	৫০১.৪৮	৯৬.০০%	৯৫.৫২%

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৯১	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৫০০০.০০	৪২৪৮.৩৯	১০০%	৮৪.৯৭%
৯২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।	১৭০.০০	৯৩.৮৫	৯০.০০%	৫৫.২১%
৯৩	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প।	১০৫৭.০০	৯১৯.৯৫	১০০%	৮৭.০৩%
৯৪	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন।	৯৫০.০০	৪০৩.৮১	৪৫.০০%	৪২.৫১%
৯৫	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।	১৭৯০.০০	১৭১৮.১৫	১০০%	৯৫.৯৯%
৯৬	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৯৫১.০০	২৯১৪.৪৯	১০০%	৯৮.৭৬%
৯৭	২২৪৩৩৫৯০০-পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৫৯৬.০০	১২৩০.৯৮	১০০%	৭৭.১৩%
৯৮	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৭৯৪.০০	৪৯০১.৮৩	১০০%	৮৪.৬০%
৯৯	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৫০০.০০	১৪৮৯.৪৪	১০০%	৯৯.৩০%
১০০	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৫০০.০০	১২৭৪.৮১	১০০%	৮৪.৯৯%
১০১	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	১২৩৯.০০	৮৫২.৪৫	৬৯.০০%	৬৮.৮০%
১০২	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।	৩২৪৪৭.০০	২৯১১১.৮২	৯৯.০০%	৮৯.৭২%
১০৩	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৪৮৭০.০০	১৪৭৮৭.৫৫	১০০%	৯৯.৪৫%
১০৪	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৫০০০.০০	৩৪৮৭২.৫১	১০০%	৯৯.৬৪%
১০৫	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৮৭.০০	১৫৭.০৩	১০০%	৮৩.৯৮%
১০৬	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১০১.০০	১.২০	২.০০%	১.১৯%
১০৭	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১.০০	০.৮৪	১০০%	৮৪.০০%
১০৮	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৫০০.০০	৪২৫.০০	১০০%	৮৫.০০%
১০৯	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভার্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)।	৩৬৮১৫.০০	৩৬৭২৯.৯৫	১০০%	৯৯.৭৭%
১১০	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট।	৪৭৯০.০০	৪৪৩৫.৩৬	৯৯.৮৬%	৯২.৬০%
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প				
১১১	২২৪৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)।	১৭৭৭.০০	১৭৬২.৯৬	১০০%	৯৯.২১%
১১২	২২৩০৪৭১০০-ক্লাইমেট রেসিলেন্স ইনক্লুসিভ স্মার্ট সিটিজ প্রজেক্ট (সিআরআইএসসি)।	২০২১.০০	২০১৯.০০	১০০%	৯৯.৯০%
	সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)				
১১৩	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১০০০০.০০	৮৪৯৯.৯৫	৮৬.১৪%	৮৫.০০%
১১৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৮০০০.০০	১৫২৮২.৯৯	৯৯.৫৮%	৮৪.৯১%

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১১৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৬৪০০.০০	১৬৩৬৩.২১	১০০%	৯৯.৭৮%
	সেক্টরঃ সাধারণ সরকারি সেবা				
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :				
১১৬	২২৩০০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫১৮.০০	৪৫৫.৭৩	৯৯.২৪%	৮৭.৯৮%
	সেক্টরঃ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ				
১১৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)।	৪২৫২.০০	৩৯৯৬.১৬	৯৬.০০%	৯৩.৯৮%
	সর্বমোট (১-১১৭) :	**১৯৯১০৯৩.০০**	**১৭৫০৮৫২.১২**	**৯৮.৩৯%**	**৮৭.৯৩%**

পরিশিষ্ট খ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	
১.	২২৩০৪১৩০০-আমার গ্রাম-আমার শহরঃ নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
২.	২২২০১১৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
৩.	২২৪০৪৬০০০-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)।
৪.	২২৪২৬৫১০০-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
৫.	২২৪৩৪৫৫০০-এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
৬.	২২৪৩০৩৫০০-ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত)।
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	
৭.	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
৮.	২২৪০৪৭৩০০-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
৯.	২২৪৩২৮৮০০-নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।
১০.	২২৪৩৩২৩০০-বসুরহাট পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
১১.	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।
১২.	২২৪৩০০০০০-সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প।
১৩.	২২৪৩৪৯৮০০-টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্টিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।
সেক্টরঃ সাধারণ সরকারি সেবা (কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)	
১৪.	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প।

পরিশিষ্ট গ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা (টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট ও অন্যান্য)

(লক্ষ টাকা)

ক্র.নং.	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি%	
				ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
	ভূমি মন্ত্রণালয়				
১।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প।	৮১০০.০০	৬৯৬২.৮৬	১০০%	৮৬%
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়				
২।	সুনামগঞ্জ ডায়বেটিক হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প ।	২৪৭.৩২	২৪৭.৩২	১০০%	১০০%
৩।	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ প্রকল্প।	৩০৩.৬২	২৯২.৩৮	১০০%	৯৬%
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
৪।	কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ শীর্ষক কর্মসূচি।	২৬৯.৬৯	২৬৯.৬৯	১০০%	১০০%
	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়				
৫।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৭৭০.৭৫	১৭৫৬.২৬	১০০%	৯৯.০০%
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়				
৬।	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচি।	২১৪.৮২	২১৪.৮২	১০০%	১০০%
	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
৭।	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় অডিটরিয়াম নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচির (পিপিএনবি) ।	৩৬৮.২৬	৩৬৭.৩১	১০০%	৯৯.৭৪%
	কৃষি মন্ত্রণালয়				
৮।	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ।	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	১০০%
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
৯।	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৪৬৮.৩৭	৪৪৩০.৬১	১০০%	৯৯.১৫%
১০।	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪০৫৮.৭০	৩৮৮৯.৭৯	১০০%	৯৫.৮৪%
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ				
৩	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) ।	৪৫৬৬৬.০০	৩০৫৭৫.৭৮	৬৭.০০%	৬৬.৯৬%
৪	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) ।	১৫০০৮.৭৪	১৪২৩০.২৫	১০০%	৯৪.৮১%
৫	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৪) ।	২৩৩৯১৪.৪০	২২৩৫০৪.০৩	১০০%	৯৫.৫৫%

পরিশিষ্ট ঘ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		দাতা সংস্থা	মন্তব্য
		মোট	প্রকল্প সাহায্য		
১	২	৩	৪	৫	৬
সেক্টর: পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান					
১	বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	১৮০০০০.০০			১৯/০৭/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২	Resilient Infrastructure for Adaptation and Vulnerability Reduction Project শীর্ষক প্রকল্প।(জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	৪৩২৩৪৭.০০	৪২৭৫০০.০০	WB	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	১০০০০০.০০			১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প (জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	৩৬৪৪৯২.০০	২৪৯৭০৫.০৬	JICA	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	২২৪৩৭৩০০০-পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬)	৮০০০.০০			২১/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬	২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	১১২৩০০.০০	৯০৬৪৬.০০	ADB	১১/০৪/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	জামালপুর জেলা পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	১১২৫০০.০০			০৪/০৪/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	নড়াইল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)	২৫০০০.০০			০৬/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	১৪২৮০০.০০			০৬/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০	বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নভেম্বর/২০২২ হতে নভেম্বর/২০২৫)	৮৭৭৫৩.০০			০৬/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০২৩ হতে জুন ২০২৭)	৩১১০০০.০০			২০/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (এপ্রিল ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৮)	২৪০০০০.০০			২০/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৩	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৭)	২৬৫০০০.০০			২০/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন					
১৪	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৫)	৪২৩২.১৫			২২/১১/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৫	২২৪৩৭১৩০০-কোস্টাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোজেক্ট (সিটিসিআরপি) (০১/০১/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৯)	২৫৮০০০.০০	২১৫০০০.০০	ADB	২২/১১/২০২২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫	৩৮৭৬.০০			২০/১২/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭	দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প (জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	৩৬৪৪৯২.০০	২৪৯৭০৫.০৬	JICA	১২/০৩/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		দাতা সংস্থা	মন্তব্য
		মোট	প্রকল্প সাহায্য		
১	২	৩	৪	৫	৬
১৮	Knowledge and Support Technical Assistance on Strengthening Climate-Resilient Urban Development শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (মার্চ ২০২৩ হতে জুন ২০২৫)	৮০০.০০	৭১২.৫০	ADB	২৫/০৪/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১৯	শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	৪৭৫০.০০			১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
২০	চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)।	৪৪৫২.৯১			১৫/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
২১	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আইউজিআইপ) (জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	৬৩৪৫০৮.০০	৩১৮৩০৮.০০	ADB	২০/০৬/২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
	মোট :	**৩৬৫৬৩০৩.০৬**	**১৫৫১৫৭৬.৬২**		

"২০৪১ সালে মধ্যে আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো"
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

SCAN ME

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
www.lged.gov.bd